বিবাহ-মিলন
বা
যোটক-বিচার

হাতের ভাষা-প্রণেতা

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

জ্যোতিঃশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, জ্যোতিভূর্ষণ, তান্ত্রিকাচার্য্য

প্রণীত

১৩৩৮

জ্যোতিষ আশ্রম
১৬নং কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—সাধারণ ১৲, বাঁধাই ১।৹

প্রিণ্টার—শ্রীপরীক্ষিৎ চরণ গুপ্ত
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষম সমরবিজয়ী চন্দ্রবংশাবতংস ক্ষত্রিয়-
কুলতিলক পরম বিদ্যোৎসাহি প্রবল প্রতাপান্বিত গুণ-
মহিমগরিষ্ঠ—পঞ্চশ্রী শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ
বীর বিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য
বাহাদুর মহোদয়স্য করকমলে
সমর্পিতোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীর্যস্য গেহে স্বয়মেব যন্ত্রী
শান্তিঃ সুরক্তিঃ পরিরক্ষিকে দ্বে।
রম্যাস্য বাণী সততং সুকণ্ঠে
দানে তু কর্ণো দমনেঽসিতাংশুঃ॥

চণ্ডো রিপৌ মিত্রগণে সিতাংশু
রক্তং মনঃ পুণ্যময়ক্রিয়াসু।
ণ এব দেবো হৃদয়ে নিবদ্ধঃ
কামং যথা কর্ম্মবিধানকারী॥

ব্যয়ো হি দীর্ঘঃ পরকীয়কার্য্যে
তীর্থাম্বুপানৈঃ পরিপূতচিত্তঃ।
কৃপা সমর্থোঽপি সমাশ্রিতেষু
তনূনপাতো বিষয়েন্দ্রিয়াণাম্॥

শান্তো বলীয়ানপি শাসনেষু
ধনে কুবেরোঽপি নিরুদ্ধকামঃ।
প্রজাসু মান্যো রঘুবীরতুল্যঃ
কীর্ত্তি র্বিশুদ্ধা বিততা কিশোরে॥

স্বাধীনশক্তেস্ত্রিপুরাধিপস্য
মাণিক্যবংশোজ্জ্বলকস্য পার্শ্বে।
গ্রন্থো বিবাহে মিলনাখ্যকোঽয়ং
শ্রদ্ধাপ্রদত্তো বিপিনেন তস্য॥

আশাম্বমিষ্টমহিনা সহিতং শরম্বং
বাণাক্ষিণাপহৃতশেষগজম্ববর্ষম্।
পত্নীসুতৈঃ প্রিয়জনৈঃ সহ হর্ষযুক্তস্ত্বং বীরবিক্রম!
সদা ভুবি জীব রাজন্॥
ইত্যাশীঃ প্রার্থনা বিষ্ণৌ ক্রিয়তে সর্ব্বদা নৃপ।
এষা তু ব্রাহ্মণানাং ভো সম্পত্তিঃ সহজা যতঃ

অস্যার্থ—

মন্ত্রীরূপে মহালক্ষ্মী যাঁহার প্রাসাদে অধিষ্ঠিতা, শান্তি ও অনুরাগ উভয়েরই যথায় বাস, বাগ্দেবী যাঁহার সুকণ্ঠে সর্ব্বদা সমাসীনা, যিনি মহাবীর কর্ণ তুল্য দাতা, মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, মিত্রগণের প্রতি যাঁহার প্রীতি চন্দ্রমা-কিরণ সম স্নিগ্ধ, শত্রুদলনে যিনি মহারুদ্র সম, পুণ্যকর্ম্মাদিই যাঁহার নিত্য অনুষ্ঠান, যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদেবময় নারায়ণ সদা বিরাজিত, যিনি শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, ন্যায় বিচার ও সুশাসনে শান্তিদাতা, যাঁহার তীর্থধর্ম্মে রতি, যিনি অভিমান, অহঙ্কার ও কামনাবর্জ্জিত, নিস্পৃহ ও জিতেন্দ্রিয় আদর্শ নরপতি, আশ্রিতপালক, যিনি শত্রুকেও ক্ষমা করেন, প্রজাপালনে শ্রীরামচন্দ্রের তুল্য, নিখিল বিশ্বে যাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত সেই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের গৌরব-নিধান চন্দ্রবংশাবতংস বিষম সমর-বিজয়ী ক্ষত্রিয়কুলতিলক মাণিক্য বংশের উজ্জ্বল ভাস্কর সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী রূপ-গুণ-গরিমা-মণ্ডিত বিদ্যোৎসাহী পঞ্চশ্রী শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য দেববর্ম্মণ বাহাদুরের শ্রীকরপল্লবে শ্রদ্ধানত শ্রীবিপিনবিহারী শর্ম্মা কর্ত্তৃক এই **বিবাহ-মিলন** নামক গ্রন্থ সাদরে ও সগৌরবে অর্পিত হইল।

যে কোনও একটি সংখ্যা দশ দিয়া পূরণ করিয়া উহাতে আট যোগ করতঃ যোগফলকে পাঁচ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাকে ২৫ দিয়া হরণ করিয়া ভাগশেষকে আট দ্বারা গুণ করিয়া গুণফললব্ধ বর্ষকাল কল্যাণী শ্রীমতী মহারাণী ও মহারাজ কুমারগণ লইয়া সপারিষদ্ আপনি সগৌরবে প্রজাপালন করুন—ইহাই আশ্রিত শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ।

ইষ্ট ৫

$৫ \times ১০ = ৫০$; $৫০ + ৮ = ৫৮$; $৫৮ \times ৫ = ২৯০$;

$২৯০ \div ২৫ = ১১$, $১৫ \times ৮ = ১২০$।

নিবেদন

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বিবাহ-বন্ধন তথা সতীত্বের রীতি সভ্য জগতের সৃষ্টি। যৌন প্রবৃত্তির তাড়নাতেই পুরুষ ও নারীর মিলন হইত; ইহা পূর্ব্বেও যেমন শক্তিসম্পন্ন ছিল আজও তেমনই আছে। তবে আদিম যুগে নরনারীর মিলন কেবল দৈহিক ব্যাপার মধ্যেই পর্য্যবসিত ছিল; কিন্তু সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক ক্ষুধার সঙ্গে কতকগুলি নৈতিক উপাদান সঞ্চিত হইয়াছে। সমাজ বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা হইতেই যে এই বিবাহ বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে,—তদ্বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। যদিও জগতের নানাস্থানে বিবাহ ব্যাপারে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি এক পুরুষ ও এক নারী মিলিত ভাবে জীবন কাটাইবে, ইহাই হইতেছে উহার মূলকথা। কি ভাবে প্রকৃতি-পুরুষের মিলন হইলে জীবন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং সমাজ শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে—ইহা লইয়া বর্ত্তমান জগতে নানাপ্রকার যৌন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই। আর্য্য ঋষিগণ বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন রীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থানুযায়ী নর ও নারীর বিবাহ সংঘটিত হইলে উভয়ের দাম্পত্য জীবন যে কেবল মধুময় হইবে, তাহা নহে, সংসার ও সমাজ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হইবে। এতাবৎ তদনুযায়ী "যোটক-বিচার" করিয়া বিবাহের করিবার রীতি প্রচলিত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে বর্ত্তমানে পাত্রের 'পৈতৃক সম্পত্তি', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি',

পাত্রীর 'রূপ', 'পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গী' এবং 'বরপণ' ইত্যাদিই বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণায়ক। বিদ্যা, ধন, রূপ ও সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও দাম্পত্যজীবন অতীব বিষময় হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সঠিক ভাবে যোটক-বিচার না করিয়া বিবাহ হওয়ায়ই যে এই সব অশান্তি ও দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সে কারণ বিবাহিত জীবন সার্থক ও শুভ করিতে হইলে, পাত্র ও পাত্রী কিরূপে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে—উহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থ ও প্রচারোদ্দেশ্যে বিবাহ-মিলন বা যোটক-বিচার গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে বর্ণিত শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া বিবাহিত দম্পতি সুখী হইবে। জনসাধারণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে এবং আমি ধন্য হইব। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী
কলিকাতা ১৩৩৮

বিনীত
শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক

বিষয়			পত্রাঙ্ক

নমঃ শ্রীসূর্য্যায় পরব্রহ্মণে

বিবাহ-মিলনম্

বা

যৌটক-বিচারঃ

নমস্কারঃ

জগজ্জাতং যস্মাত্তিমিরকলুষং ধ্বস্তং হি যত্রোদিতে
প্রিয়ং নোজুষ্টো যো বিতরতি সদা নত্বা গুরুং ভাস্করম্।
স্থিতে নানাশাস্ত্রে পরিণয়বিধৌ সংগৃহ্য সারাংশতো
যথা ব্যক্তো বোধো ভবতি সহসা পাঠেন সম্যক্ ময়া ॥
নানাবিধ সুদৃষ্টান্তৈ ঋষিযুক্তি বিশোধিতৈঃ।
মন্তব্যৈশ্চ সমাযুক্তঃ সুবোধঃ সৎপদান্বিতঃ ॥
কৃতোঽয়ং সরলো গ্রন্থো বিবাহ মিলনাখ্যকঃ।
কুমিল্লা জনিনা বিপ্র শ্রীবিপিনবিহারিণা ॥

যে সূর্য্য হইতে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, (যেহেতু সূর্য্যই জগতের আত্মা ইহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে) যাহার উদয়

হইলে অন্ধকাররূপ পৃথিবীর পাপরাশি বিনষ্ট হয়। যিনি সর্ব্ব কার্য্যের সংসাধক বলিয়া সকলের প্রিয়, যাহার আরাধনা করিলে সকলেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন সেই আদিগুরু সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া বিবাহ বিষয়ে নানাবিধ শাস্ত্র বর্ত্তমান থাকিলেও, মূলগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠে সকলের বিবাহ বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে সহজে জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ সরলভাবে দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রীয় মতানুসারে উদাহরণের সহিত সাধারণের উপকারার্থ ও পণ্ডিতগণের প্রীতিজন্য বিবাহ মিলন বা যোটক বিচার নামক এই পুস্তকখানি রচিত হইল।

পরিণয়াধিষ্ঠাতৃদেব-নমস্কারঃ

সৃষ্টিবৃদ্ধিকরো যস্মাদ্ বিবাহো মুনিসম্মতঃ।
তস্মাৎ সর্গস্য কর্ত্তাত্র দেবো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ॥
প্রজাপতিং নমস্কৃত্য প্রজোৎপত্তিবিধায়কম্।
প্রজানাং মঙ্গলার্থঞ্চ বিবাহার্থঃ প্রকাশ্যতে॥

মুনিগণ বলিয়াছেন—সৃষ্টিবৃদ্ধি করিতে বিবাহের প্রয়োজন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার অন্য নাম প্রজাপতি। সৃষ্ট-প্রজা নাশপ্রাপ্ত হইলে সৃষ্টি লোপ পাইবে, সে কারণ সৃষ্টিবৃদ্ধি প্রয়োজন। একমাত্র বিবাহ দ্বারা প্রজাপতির এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মাই বিবাহের অধিদেবতা। অতএব জীবাদির জন্ম ও বিবাহ নিয়ামক সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীশ্রী৺প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করতঃ বিবাহ বিষয় বর্ণিত হইল।

অতঃ প্রজাপতি র্দেবো মদুদ্দেশ্যং করগ্রহে।
আশিষা সততং সর্ব্বং পূর্ণং নয়তু সংস্তুতঃ ॥

জগৎপিতা সূর্য্য ও লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে বিবাহিত দম্পতিগণের জীবন মধুময় হউক। বর্ত্তমান গ্রন্থ-প্রকাশের এই উদ্দেশ্য যেন সফল হয় ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং গৃহস্থাশ্রমো-
মুখ্যতরস্তস্য লক্ষণমুক্তং মুনিনা।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিপাদিত; সুতরাং 'বিবাহ'-শব্দের অর্থই—গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। নিম্নে তাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইল।

গার্হস্থ্যাশ্রমস্য প্রশংসা

তথাচ শঙ্খঃ —

বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ।
গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি ॥
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দদাতি চ গৃহস্থশ্চ তস্মাচ্ছ্রেয়ো গৃহাশ্রমী ॥

বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, সাধক ও যোগী প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ গৃহস্থের প্রসাদেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেননা, যাগযজ্ঞ ও দেবতার পূজাদিরূপ তপস্যা দ্বারা গৃহস্থই পৃথিবীর কার্য্যরক্ষা করেন। গৃহস্থ অন্ন দান ও অর্থ বিতরণ না করিলে ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি জীবন ধারণ করিতে পারেন না। এইজন্য গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ।

তদ্বিষয়ে স্মৃতি বলিতেছেন,—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

অগ্নিতে আহুতি দান করিলে পর ঐ যজ্ঞ জন্য অপূর্ব্ব প্রীতি সূর্য্যে গিয়া উপনীত হয়। পরে ঐ সূর্য্য হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে শস্যাদি বৃদ্ধি হইলে, প্রজার বৃদ্ধি ও রক্ষা হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ ব্যাসঃ—

গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
যজ্ঞৈশ্চ দক্ষিণাবদ্ভির্বহ্নি-শুশ্রূষয়া তথা॥
গৃহী স্বর্গমবাপ্নোতি তথা চাতিথি-পূজনাৎ॥

গৃহাশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, কেননা গৃহস্থ অর্থাৎ সংসারী না হইলে সকাম কর্ম্ম হয় না, আবার কামনামূলক কার্য্য না হইলে সংসারের কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা অর্থবৃদ্ধি বা অর্থাগমের উপায় না হইলে প্রজা রক্ষা হইতে পারে না। এই জন্য গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যেহেতু তাহারা যজ্ঞ-ক্রিয়া ও অতিথিসেবার দ্বারা সাধারণের জীবন রক্ষার উপায় করে বলিয়া অক্ষয় পুণ্যলাভের অধিকারী হয়।

পুরুষস্য পূর্ণত্বং বিবাহেন

তথাচ শ্রুতিবাক্যম—

ব্যাস ঃ—যাবন্ন বিন্দতে জায়া তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ॥

শ্রুতি বাক্যানুসারে ব্যাস বলিতেছেন, যতদিন পর্য্যন্ত পত্নী-সংযোগ না হয় বা পত্নী না থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধদেহ। কারণ অর্দ্ধদেহ দ্বারা কখনও জীবসৃষ্টি হইতে পারে না। বিবাহদ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পর মানব সৃষ্টিকার্য্য করিবার অধিকারী হয়।

পত্নীপ্রশংসা

তথাচ দক্ষ ঃ—

পত্নী মূলং গৃহং পুংসাং যদিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যাবশানুগা ॥

পুরুষের গৃহই পত্নীমূলক। অর্থাৎ পত্নীদ্বারাই পুরুষের গৃহধর্ম্ম পালিত হইয়া থাকে। পত্নী যদি স্বামীর মনোমত ও বাধ্য হয়, তবে গৃহ তথা গার্হস্থ্য-জীবন সুখময় হয়; এই প্রকার গৃহাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম।

ধর্ম্মসাধনোদ্দেশ্যম্

তথাচ মনুঃ

সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীকে (ধর্ম্মপত্নীকে) সঙ্গে করিয়া ধর্ম্মাদি কার্য্য করিবে। কেননা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন পুরুষ অপূর্ণ অবস্থায় থাকে। বিবাহের পর পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ধর্ম্মকার্য্যাদি করণে স্ত্রী (সহধর্ম্মিণী) সঙ্গিনী না হইলে ধর্ম্মকার্য্যের ফললাভ হয় না।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীন স্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চহি ॥

মনুসংহিতা ঃ—

পুত্রলাভ, ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের শুশ্রূষা ও উৎকৃষ্ট রতি অর্থাৎ আনন্দ, পিতৃলোকের স্বর্গলাভ এবং নিজের অক্ষয় পুণ্যস্বরূপ কল্যাণলাভ ও দেহান্তে স্বর্গলোক বা বৈকুণ্ঠাদি স্থানপ্রাপ্তি, এই সমস্ত বিষয় স্ত্রীর অধীন অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী হইতে লাভ করা যায়। কেননা স্ত্রী না হইলে পুত্রলাভ হয় না, আবার পুত্র ব্যতিরেকে বংশরক্ষা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন হয় না বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল স্ত্রীর সহায়তায় সম্পাদন হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু নবিশেষোঽস্তিকশ্চন ॥

গৃহের অলঙ্কারভূতা গৃহিণীগণ (ধর্ম্মপত্নীগণ) মহাকল্যাণকর প্রজা উৎপাদনের নিমিত্ত বহু কল্যাণভাজন এবং মান্যার্হ হইয়া থাকেন। এই কারণ শ্রী (লক্ষ্মী বা সৌন্দর্য্য) ও স্ত্রী এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী লক্ষ্মীরূপিণী হইয়া থাকেন।

অষ্টম বর্ষান্তে উপনয়নাদি সংস্কারের পর চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা বিধি। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার অর্থ হইতেছে—গৃহী হওয়া। বিবাহ না করিলে গৃহী হওয়া যায় না। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মানব বেদবিধি অনুসারে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিজ আত্মীয়স্বজন ও জগতের প্রভূত কল্যাণ করিয়া থাকে।

তথাচ—

শরীররক্ষণে নৃণাং ধর্ম্মাদিকরণে তথা।
দুষ্টকার্য্যবিনাশে চ সহায়ঃ পত্নী কেবলম্॥

স্বামীর শরীররক্ষণে, ধর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদনে ও দুষ্টকার্য্য হইতে নিবৃত্তি করিতে ধর্ম্মপত্নীই একমাত্র সমর্থ হয়।

তথাচ বশিষ্ঠ ঃ—

শিষ্যো ভার্য্যা শিশুর্ভ্রাতা মিত্রং দাসঃ সমাশ্রিতাঃ।
যস্যৈতানি বিনীতানি তস্য লোকেঽপি গৌরবম্॥

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—শিষ্য, ভার্য্যা, শিশু, ভাই, মিত্র ও ভৃত্য এই সকল যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া বশ্য হয়, তাহারই সংসারে গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশকালঃ

মনুঃ—

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাচরেৎ॥

মনু বলিতেছেন, সমগ্র বেদ বা এক কিংবা দুইখানি বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করতঃ গুরুর আদেশক্রমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বচন উল্লিখিত হইল।

মনু সংহিতায়াম্ঃ—

দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং
বিন্দেত নেচ্ছয়াত্মনঃ॥

পতি, গুরু আদেশে দেবদত্তা পত্নীকে গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, নিজের ইচ্ছায় নহে। এই আদেশ পালন জন্য সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করাই শাস্ত্রসঙ্গত।

বিবাহ সাধারণ কারণম্

তথাচ বৃহস্পতিঃ—

বিবাহাদেব সৎসৃষ্টিঃ
সৎসৃষ্ট্যৈব জগত্ত্রয়ম্।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তি-
স্তস্মাৎ পরিণয়ঃ শুভঃ॥

বিবাহ হইতে উত্তম জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উত্তম সৃষ্টি হইতেই এই ত্রিজগৎ রক্ষিত হইতেছে। এই বিবাহ দ্বারাই

চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং পরিণয়ই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্যের সাধক ।

বিবাহস্যোদ্দেশ্যম্

স্ত্রীপুংসোর্ম্মিলনং যত্তু স বিবাহো নিগদ্যতে ।
সংসারফললাভস্তু বিবাহেনৈব জায়তে ॥
পুরুষার্থসুসিদ্ধেস্তু কারণং পত্নী কেবলম্ ।
স্মৃত্যাদিশাস্ত্রবাক্যেষু বিশেষেণ প্রকাশিতম্ ॥

তথাচ স্মৃতিঃ—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

জ্যোতির্নিবন্ধে—

যজ্ঞদানাদিকার্য্যাণাং ফলসম্প্রাপ্তিহেতবঃ ।
দারাশ্চাথ প্রযত্নেন নারীমাদৌ পরীক্ষয়েৎ ॥

স্ত্রী-পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীন মিলনই বিবাহ। ইহা শুধু দৈহিক মিলন নহে ; এই মিলন দেহের সহিত দেহের নহে, আত্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত পরস্পরের অবিচ্ছেদ মিলনের নাম বিবাহ ; এইরূপ মিলনকেই পণ্ডিতেরা বিবাহ বলিয়াছেন। উক্তরূপ বিবাহ দ্বারাই সংসারের ফল লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণের সাফল্য উপলব্ধি হয়। যেহেতু স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বলিতেছেন, পুরুষার্থ সিদ্ধির একমাত্র কারণ পত্নী ।

স্মৃতি বলিয়াছেন, তৃণকাষ্ঠাদি নির্ম্মিত গৃহ, গৃহ নহে, গৃহিণীই একমাত্র গৃহ। যেহেতু স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে সকল পুরুষার্থ

(অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের ফলাফল) লাভ হইয়া থাকে। কারণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সকল কার্য্যই স্ত্রী দ্বারা সম্পন্ন হয়। স্ত্রী না থাকিলে বা স্ত্রী মনোমত না হইলে পুরুষের পক্ষে বনবাসই শ্রেয়ঃ।

যেহেতু শাস্ত্রে আছে—

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥"

জ্যোতির্নিবন্ধে কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞ, দান ও অতিথিপূজাদি কার্য্যের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে পত্নীই প্রধান সহায়ক অতএব পত্নীগ্রহণে সর্ব্বপ্রথমে নারীর লক্ষণাদি ও ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বিচার করিবে।

কস্যাঃ কেন ভবেৎ সৌখ্যং দুঃখং বা জীবনে ফলম্।
কয়া কোঽত্র ধনং ধর্ম্মং লভতে বা সুনিশ্চিতম্॥
তৎসর্ব্বং জ্ঞায়তে সম্যক্ গ্রন্থেঽস্মিংস্তু বিচারতঃ।
তস্মাদস্য কৃতং নাম বিবাহমিলনং বুধ ॥

কোন্ নারীর সহিত কোন্ পুরুষের মিলন হইলে জীবন সুখ বা দুঃখময় হইবে আবার কোন্ পুরুষই বা কোন্ নারীর সহিত মিলনে ধন, অর্থ, ধর্ম্ম ও পরম সুখ লাভ করিতে পারে ইত্যাদি সম্যক্‌প্রকারে এই গ্রন্থেই আলোচিত বলিয়া এই গ্রন্থের নাম "বিবাহ-মিলন বা যোটক-বিচার" করা হইল।

যোটক ব্যুৎপত্তি

যদ্যপি যোজনার্থশ্চ যোটকেনাভিধীয়তে।
ভাবী ছিন্নপ্ররূঢ়ো হি বিয়োগভাবভাবিতঃ ॥

তথাপি কেবলং তস্য রূঢ়্যর্থো জন্মজন্মনি।
বিবাহে যোটকস্যার্থ একত্র মিলনং ধ্রুবম্॥
যোটকোঽতো দ্বয়োরত্র হৃদয়স্য পরস্পরম্।
মেলনং ছিন্নভাবেন সম্বন্ধরহিতোঽন্যতঃ॥

যদিও 'যোটক' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ যোজন অর্থাৎ মিলনকে বুঝায়। উক্ত যোজনার্থ সম্ভূত মিলনে পুনরায় বিচ্ছেদ আসে, এক-জনের সহিত আর একজনের সম্বন্ধ হইলে কিছুদিন পরে ঐ মিলনও পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়; তাহা হইলেও বিবাহ বিষয়ে যোটক শব্দের দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন ভাব ও চিরসম্বন্ধরূপ মিলনের একমাত্র অর্থ প্রকাশ পায়। অতএব এই বিবাহ-মিলন নামক গ্রন্থে যোটক শব্দের অর্থ দুইজনের অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের—অন্যের সহিত সম্বন্ধবিহীন ও সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভাববিশিষ্ট পরস্পরের হৃদয়ের একতা (যে মিলনে কখনও বিচ্ছেদ হয় না এবং অন্যের সহিত সম্বন্ধ হয় না) দেহত্যাগের পরেও যে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই 'যোটক' শব্দের নিগূঢ় অর্থ।

যোটকবিচারস্য প্রয়োজনম্

আগচ্ছতীতি যৎকর্ম্ম জন্মনা সহিতং নৃণাম্।
তৎকর্ম্ম সাধনং সম্যক্ জীবনস্য ফলং স্মৃতম্॥
অসাধনে ভবেত্তস্য কর্ম্মণো ব্যর্থজীবনম্।
অতো বিবাহকালে তু যোটকং গণয়েৎ সুধীঃ॥
তেন সংসারকার্য্যস্য সাধনে মন্ত্রিরূপিণী।
পত্নী গুণবতী স্যাৎ কিমিতি বিচারয়েৎ সদা॥

তথাচ গরুড় পুরাণম্ —

কার্য্যেঽপি মন্ত্রী পত্নী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ।
স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাদ্ বেশ্যা চ শয়নে শুভা ॥

যোটক বিচারের আবশ্যকতা

সাধারণতঃ শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় কর্ম্মই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং জন্মের সহিত যে কর্ম্ম মানুষের কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে পালন করাই যথার্থ জীবনফল। যদি ঐ কার্য্য সুচারুরূপে যথারীতি সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। আর মানব যদি তাহা সাধন না করিতে পারে, তবে তাহার জীবনই বৃথা। কিন্তু সংসারে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইলে একজনকে রক্ষণাবেক্ষণাদির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। এই-জন্য প্রথম জীবনে গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করতঃ গুরুর অনুমতি লইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। তখন সংসারে অর্থ আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ অর্থ সংগ্রহের জন্য বহির্গমন করিলেও পরিজন রক্ষা ও গৃহরক্ষার জন্য পত্নী-গ্রহণ করিতে হয়। এই পত্নী গ্রহণই বিবাহ। সে কারণ বিবাহকালে যোটক বিচার অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং উক্ত সংসারের কার্য্য-সাধনে প্রধান সহায় (অথাৎ ছাত্রজীবনের পর যাহাদ্বারা সংসারের ধর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়) ও মন্ত্রীস্বরূপ পত্নী কিরূপ হইবে, তাহার সহিত মিলিত হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ সৎলোকের সঙ্গী যদি অসৎ হয়, তবে তাহার ফল-বিপর্য্যয় হয়ই। এই জন্য যাহাতে স্ত্রী গ্রহণ করিলে তদ্বারা কোনরূপ ক্ষতি বা বিপদ না

হয়, তাহা যোটক বিচারের দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলে ভাবী জীবনে আর কষ্ট হয় না। পুরাণেও উক্ত হইয়াছে, পত্নী কার্য্যে মন্ত্রী, ধর্ম্মাদিকার্য্যে সখীরূপিণী, স্নেহের বিষয়ে মাতৃতুল্যা ইত্যাদি। এই জন্য এই সংসারে স্ত্রীই একমাত্র সহায়। সুতরাং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধানা নেত্রী কেমন হইবে, তাহা জানা আবশ্যক। তাহা হইলে অর্থাৎ যোটক বিচারের দ্বারা শুভাশুভ বিচার করিয়া পত্নী গ্রহণ করিলে, মানবের ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবেই। সেকারণে যোটক-বিচারের আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে যোটক বিচারাদি না করিয়াই পাত্র-পাত্রীর রূপ, গুণ ও আর্থিক অবস্থাদি বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ হয়, দেখা গিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে তাদৃশ বিবাহিত জীবন আপনাপন ও পরিবারবর্গের ক্লেশের কারণ হয়। এমন কি পরিণাম ফল—সর্ব্বস্বান্ত ও আত্মহত্যা, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

রাশিবিবরণম্

মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট-সিংহাঃ কন্যা-তুলাথ-বৃশ্চিকভম্।

ধনুরথ মকরঃ কুম্ভো মীন ইতি চ রাশয়ঃ কথিতাঃ ॥

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশটি রাশি বলিয়া খ্যাত। ইহারা রাশিচক্রে বাম দিক্ হইতে গণিত হইয়া থাকে।

রাশিচক্র
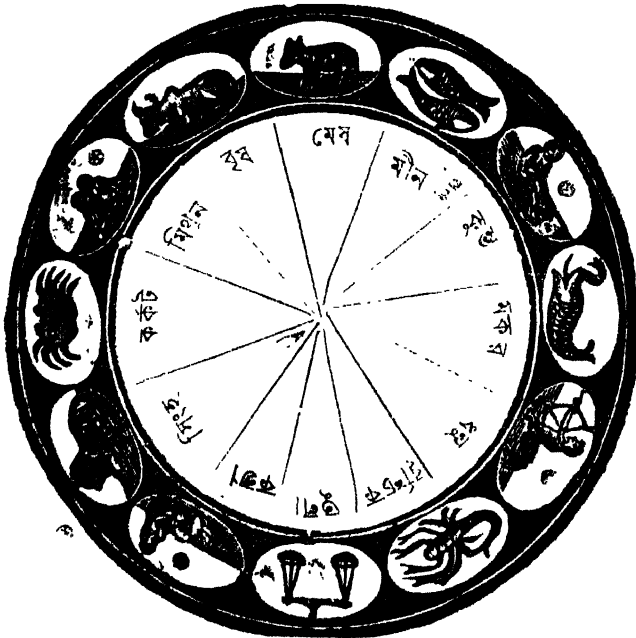
রাশিপর্য্যায় নাম কথনম্

রাশিনামানি চ ক্ষেত্রং ভমৃক্ষং গৃহনাম চ।
মেষাদীনাঞ্চ পর্য্যায়ং লোকাদেব বিচিন্তয়েৎ ॥

গৃহ, বেশ্ম, সদ্ম, ক্ষেত্র ও ঋক্ষ প্রভৃতি শব্দেও মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে বুঝায়। ইহা ছাড়া লোকাচার বশতঃ আরও অনেক সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। যেমন, মেষের সাদৃশ্যবশতঃ ছাগ, অজ প্রভৃতি ছাগপর্য্যায় শব্দ মেষের বোধক। সেইরূপ গোবাচক শব্দ বৃষরাশির; দ্বন্দ্ব, যুগ্মবাচক শব্দ মিথুন রাশির, ঘটবাচক শব্দ কুম্ভ রাশির বোধক হইবে ইত্যাদি।

রাশিবিশেষনাম

ক্রিয়তাবুরিজিতুমকুলীরলেয়পাথেয়যূককৌর্পাখ্যাঃ।
তৌক্ষিকআকোকেরোহৃদ্রোগশ্চান্ত্যভঞ্চেত্থম্ ॥

ক্রিয়, তাবুরি-শব্দক্রমে মেষাদি রাশির বিশেষ নাম। যথা,—মেষের অন্য নাম ক্রিয়, এইরূপ বৃষের তাবুরি, মিথুনের জিতুম, কর্কটের কুলীর, সিংহের লেয়, কন্যার পাথেয়, তুলার যূক, বৃশ্চিকের কৌর্প, ধনুর তৌক্ষিক, মকরের আকোকের, কুম্ভের হৃদ্রোগ ও মীনের অন্ত্যভ নামান্তর জানিবে।

রাশীনাং ক্রূরাদি সংজ্ঞা

ক্রূরোঽথ সৌম্যঃ পুরুষোঽঙ্গনা চ
ওজোঽথ যুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ।
চরস্থিরদ্ব্যাত্মক নামধেয়া
মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ ॥

মেষাদি দ্বাদশ রাশির যথাক্রমে ক্রূর ও সৌম্য, পুরুষ ও অঙ্গনা, ওজ ও যুগ্ম, বিষম ও সম, চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক সংজ্ঞা হয়। যথা,—মেষ ওজ, বৃষ যুগ্ম ; আবার মেষ পুরুষ, বৃষ অঙ্গনা। এইরূপ মেষ ক্রূর ও বৃষ সৌম্য ; পুনঃ মেষ বিষম ও বৃষ সম, এবং মেষ চর, বৃষ স্থির ও মিথুন দ্ব্যাত্মক রাশি হইয়া থাকে। এই সমস্ত সংজ্ঞা পূর্ব্বে জানিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া এখানে দেওয়া হইল।

রাশির সংজ্ঞাচক্র

রাশির নাম	১	২	৩	৪	৫
মেষ	ক্রূর	পুরুষ	ওজ	বিষম	চর
বৃষ	সৌম্য	অঙ্গনা	যুগ্ম	সম	স্থির
মিথুন	ক্রূর	পুরুষ	ওজ	বিষম	দ্ব্যাত্মক
কর্কট	সৌম্য	অঙ্গনা	যুগ্ম	সম	চর
সিংহ	ক্রূর	পুরুষ	ওজ	বিষম	স্থির
কন্যা	সৌম্য	অঙ্গনা	যুগ্ম	সম	দ্ব্যাত্মক
তুলা	ক্রূর	পুরুষ	ওজ	বিষম	চর
বৃশ্চিক	সৌম্য	অঙ্গনা	যুগ্ম	সম	স্থির
ধনুঃ	ক্রূর	পুরুষ	ওজ	বিষম	দ্ব্যাত্মক
মকর	সৌম্য	অঙ্গনা	যুগ্ম	সম	চর
কুম্ভ	ক্রূর	পুরুষ	ওজ	বিষম	স্থির
মীন	সৌম্য	অঙ্গনা	যুগ্ম	সম	দ্ব্যাত্মক

দ্বিপদাদি সংজ্ঞা

মিথুনতুলাঘটকন্যা দ্বিপদাখ্যাশ্চাপপূর্ব্বভাগশ্চ ।
মৃগধনুরাস্ত্যন্ত্যার্দ্ধে বৃষাজসিংহাশ্চতুশ্চরণাঃ ॥

মিথুন, তুলা, ঘট (অর্থাৎ কুম্ভ) কন্যা ও ধনু রাশির পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বিপদ রাশি। মেষ, বৃষ, সিংহ, ধনুরাশির শেষার্দ্ধ ও মকর রাশির প্রথমার্দ্ধ চতুষ্পদ রাশি।

কীটাদি সংজ্ঞা

কর্কটবৃশ্চিকমীনা মকরান্ত্যার্দ্ধঞ্চ কীটসংজ্ঞাঃ স্যুঃ ।
বৃশ্চিকরাশির্মুনিভিঃ সরীসৃপত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ ॥

কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধকে কীটরাশি, এবং বৃশ্চিক রাশিকে মুনিগণ সরীসৃপ রাশি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ।

জলজাদি সংজ্ঞা

জলজৌ কর্কটমীনৌ মকরান্ত্যার্দ্ধঞ্চ শিবমতে কুম্ভঃ ।

কর্কট, মীন ও মকররাশির শেষাংশ জলজরাশি এবং শিবমতে কুম্ভ রাশিও জলজরাশি বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

দ্বিপদাদি সংজ্ঞাচক্র

রাশি	সংজ্ঞা	অংশ মান
মেষ	চতুষ্পাদ	৩০ অংশ
বৃষ	চতুষ্পাদ	৩০ অংশ
মিথুন	দ্বিপদ	৩০ অংশ

রাশি	সংজ্ঞা	অংশ মান
কর্কট	কীট (জলজ)	৩০ অংশ
সিংহ	চতুষ্পাদ	৩০ অংশ
কন্যা	দ্বিপদ	৩০ অংশ
তুলা	দ্বিপদ	৩০ অংশ
বৃশ্চিক	কীট (জলজ)	৩০ অংশ
ধনুঃ পূর্ব্বার্দ্ধ	দ্বিপদ	১৫ অংশ
ধনুঃ পরার্দ্ধ	চতুষ্পাদ	১৬—৩০ অংশ
মকর পূর্ব্বার্দ্ধ	চতুষ্পাদ	১৫ অংশ
মকর পরার্দ্ধ	কীট (জলজ)	১৬—৩০ অংশ
কুম্ভ	দ্বিপদ (শিবমতে জলজ)	৩০ অংশ
মীন	কীট (জলজ)	৩০ অংশ

রাশিবিবরণ

রাশি	নক্ষত্র		পাদ	অংশ	মোট
মেষ	অশ্বিনী	১	৪ পাদ	১৩।২০	মোট ৯ পাদ
	ভরণী	২	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	কৃত্তিকা	৩	১ পাদ	৩।২০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	

রাশি	নক্ষত্র		পাদ	অংশ	মোট
বৃষ	কৃত্তিকা	৩	৩ পাদ	১০|০	মোট ৯ পাদ
	রোহিণী	৪	৪ পাদ	১৩|২০	বা
	মৃগশিরা	৫	২ পাদ	৬|৪০	২|০ নক্ষত্র
				৩০	
মিথুন	মৃগশিরা	৫	২ পাদ	৬|৪০	মোট ৯ পাদ
	আর্দ্রা	৬	৪ পাদ	১৩,২০	বা
	পুনর্ব্বসু	৭	৩ পাদ	১০|০	২|০ নক্ষত্র
				৩০	
কর্কট	পুনর্ব্বসু	৭	১ পাদ	৩|২০	মোট ৯ পাদ
	পুষ্যা	৮	৪ পাদ	১৩|২০	বা
	অশ্লেষা	৯	৪ পাদ	১৩|২০	২|০ নক্ষত্র
				৩০	
সিংহ	মঘা	১০	৪ পাদ	১৩|২০	৯ পাদ
	পূর্ব্বফল্গুনী	১১	৪ পাদ	১৩|২০	বা
	উত্তরফল্গুনী	১২	১ পাদ	৩|২০	২|০ নক্ষত্র
				৩০	
কন্যা	উত্তরফল্গুনী	১২	৩ পাদ	১০,০	৯ পাদ
	হস্তা	১৩	৪ পাদ	১৩ ২০	বা
	চিত্রা	১৪	২ পাদ	৬|৪০	২ ০ নক্ষত্র
				৩০	

রাশি	নক্ষত্র		পাদ	অংশ	মোট
তুলা	চিত্রা	১৪	২ পাদ	৬।৪০	৯ পাদ
	স্বাতি	১৫	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	বিশাখা	১৬	৩ পাদ	১০।০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	
বৃশ্চিক	বিশাখা	১৬	১ পাদ	৩।২০	৯ পাদ
	অনুরাধা	১৭	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	জ্যেষ্ঠা	১৮	৪ পাদ	১৩।২০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	
ধনুঃ	মূলা	১৯	৪ পাদ	১৩ ২০	৯ পাদ
	পূর্ব্বাষাঢ়া	২০	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	উত্তরাষাঢ়া	২১	১ পাদ	৩।২০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	
মকর	উত্তরাষাঢ়া	২১	৩ পাদ	১০।০	৯ পাদ
	শ্রবণা	২২	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	ধনিষ্ঠা	২৩	২ পাদ	৬।৪০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	
কুম্ভ	ধনিষ্ঠা	২৩	২ পাদ	৬।৪০	৯ পাদ
	শতভিষা	২৪	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	পূর্ব্বভাদ্র	২৫	৩ পাদ	১০।০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	

রাশি	নক্ষত্র		পাদ	অংশ	মোট
মীন	পূর্ব্বভাদ্র	২৫	১ পাদ	৩।২০	৯ পাদ
	উত্তরভাদ্র	২৬	৪ পাদ	১৩।২০	বা
	রেবতী	২৭	৪ পাদ	১৩।২০	২।০ নক্ষত্র
				৩০	

গ্রহ সংজ্ঞা

রবিশ্চন্দ্রঃ কুজশ্চৈব বুধো জীবোঽথভার্গবঃ।
শনীরাহুস্তথাকেতুর্গ্রহাশ্চ নবসংজ্ঞিতাঃ॥

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু ইহারা নবগ্রহ।

মন্তব্য—রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত এই সপ্তগ্রহই যথার্থ গ্রহ। রাহু ও কেতু উপগ্রহ। তবে ইহারা উক্ত সপ্তগ্রহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতভাবে ভ্রমণ করে বলিয়া মুনিগণ এই দুইটিকেও গ্রহপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া নবগ্রহ সংজ্ঞা করিয়াছেন। এই জন্য যোটক-বিচারে রাহু-কেতুর বিশেষ কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া ইহাদের দ্বারা কোন ক্ষতির উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ রাহু ও কেতুর স্বীয় রাশি বা রাশিতে পূর্ণ আধিপত্য না থাকায় সপ্তমাদিস্থানে স্থিত্যাদি জন্য কোন অনিষ্টের আশঙ্কা হইবে না। মূলগ্রন্থে ও প্রামাণিক গ্রন্থে না থাকিলেও দুই একখানি গ্রন্থে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহাতেও প্রবল অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। ইহা সুধীগণের বিবেচনাধীন। যথাস্থানে ইহাদের নাম ও কার্য্যকারিতা উল্লেখ করিয়া ফলাফল বিচার করিব। শুভাশুভ গ্রহ বিবরণেও ইহারা পাপদ মাত্র উল্লিখিত আছে।

অর্দ্ধোনেন্দ্বর্ক-সৌরারাঃ পাপাঃ সৌম্যাস্ততঃ পরে।
পাপযুক্তো বুধঃ পাপো রাহুকেতূ চ পাপদৌ ॥

কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী হইতে শুক্ল পক্ষের অষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্রকে অর্দ্ধোন চন্দ্র বলে। অর্দ্ধোন চন্দ্র, রবি, শনি ও মঙ্গল ইহারা পাপ গ্রহ। অবশিষ্ট গ্রহ অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এবং শুক্ল পক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র, ইহারা শুভগ্রহ। বুধ যদি উক্ত পাপগ্রহযুক্ত হন তবে পাপগ্রহ হইবেন; কিন্তু সূর্য্যযুক্ত হইলে পাপগ্রহ হইলেও তত অশুভদায়ক হইবেন না। রাহু ও কেতু পাপফল দান করে বলিয়া ইহারা পাপদ।

গ্রহাণাং নৈসর্গিকমিত্রসংজ্ঞা

মিত্রাণি সূর্য্যাচ্ছশিভৌম-জীবাঃ সূর্য্যেন্দুজৌ সূর্য্যশশাঙ্কজীবাঃ।
আদিত্যশুক্রৌ রবিচন্দ্রভৌমা বুধার্কজৌ চন্দ্রজভার্গবৌ চ ॥

রবির	মিত্র	চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি
চন্দ্রের	„	রবি, ও বুধ।
মঙ্গলের	„	রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি।
বুধের	„	রবি, ও শুক্র।
বৃহস্পতির	„	রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল।
শুক্রের	„	বুধ, ও শনি।
শনির	„	বুধ, ও শুক্র।

গ্রহাণাং নৈসর্গিকশত্রুসংজ্ঞা

সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিৎ বুধঃ শশী সৌম্যসিতৌ রবীন্দূ।
রবীন্দুভৌমা রবিতস্ত্বমিত্রা মিত্রারিশেষশ্চ সমঃ প্রদিষ্টঃ ॥

রবির	শত্রু	শুক্র ও শনি।
চন্দ্রের	,,	নাই।
মঙ্গলের	,,	বুধ।
বুধের	,,	চন্দ্র।
বৃহস্পতির	,,	বুধ ও শুক্র।
শুক্রের	,,	রবি ও চন্দ্র।
শনির	,,	রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল।

গ্রহগণের নৈসর্গিক সমসংজ্ঞা

উক্ত মিত্র ও শত্রু ব্যতীত অন্য যে সব গ্রহ, তাহারা গ্রহগণের সম।

যথা,—রবির	সম	বুধ।
চন্দ্রের	,,	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র।
মঙ্গলের	,,	শুক্র ও শনি।
বুধের	,,	মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।
বৃহস্পতির	,,	শনি।
শুক্রের	,,	মঙ্গল ও বৃহস্পতি।
শনির	,,	বৃহস্পতি।

নৈসর্গিকমিত্রাদি চক্র

গ্রহ	মিত্র	শত্রু	সম
রবির	চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি	শুক্র ও শনি	বুধ॰
চন্দ্রের	রবি ও বুধ	০	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র
মঙ্গলের	রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি	বুধ	শুক্র ও শনি
বুধের	রবি ও শুক্র	চন্দ্র	মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি
বৃহস্পতির	রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল	বুধ ও শুক্র	শনি
শুক্রের	বুধ ও শনি	রবি ও চন্দ্র	মঙ্গল ও বৃহস্পতি
শনির	বুধ ও শুক্র	রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল	বৃহস্পতি

যোটকবিচারঃ

বিবাহে পুত্রকন্যানাং সংসারে সুখমিচ্ছতা।
পরীক্ষয়েৎ প্রযত্নেন লক্ষণমৃক্ষচক্রতঃ ॥

পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া সংসারে সুখলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ অতি যত্নপূর্ব্বক নক্ষত্রচক্র অর্থাৎ রাশিচক্র হইতে শুভাশুভ বিশেষরূপে বিচার করিয়া উভয়ের লক্ষণাদি বিচার করিবে; যেহেতু স্মৃতি বলিতেছেন,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সম্প্রাপ্তিহেতবঃ।
পরীক্ষন্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব করগ্রহাৎ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তির কারণ ধর্ম্মপত্নী; অতএব পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ের লক্ষণাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিচার করিবে। হারীত মুনি বলিতেছেন,—

তস্মাৎ কুলনক্ষত্র বিজ্ঞানোপপন্নাং নারীং বরয়েন্নান্যাম্ ॥

অতএব বংশ ও নক্ষত্রাদি বিচারের দ্বারা সুলক্ষণা ও অশুভ নাড়ীগণাদিরহিত কন্যাকে বিবাহ করিবে। এইজন্য নাড়ী-নক্ষত্রাদির বিবরণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত নাড়ী-নক্ষত্রের মধ্যে নাড়ী-নক্ষত্রঘটিত কতকগুলি বিষয় কূটসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। উহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম **অষ্টাদশকূট,** দ্বিতীয় **দশকূট** ও তৃতীয় **অষ্টকূট**। গর্গমুনির মতে অষ্টাদশকূট, নারদ মুনির মতে দশকূট ও শ্রীপতি মতে অষ্টকূটই নিরূপিত। তন্মধ্যে এখন উক্ত গর্গ ও নারদ মুনির

মত সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, শ্রীপতি মতে অষ্টকূটই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়ে বিচার করিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। এই জন্য এই গ্রন্থে অষ্টকূটেরই বিশেষরূপে বিচার দেওয়া হইল। তবে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য অষ্টাদশকূট ও দশকূট পরে নিরূপণ করা হইবে। যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তবে তিনি উহার দ্বারা বিচার করিয়া লইতে পারিবেন। এখানে কূটের সংজ্ঞা মাত্র দেওয়া হইল।

অষ্টাদশকূটানি

তথাচ গর্গঃ —

মাহেন্দ্রং গণকূটঞ্চ দিনকূটঞ্চ যোনিজম্।
স্ত্রীদীর্ঘং রজ্জুকূটঞ্চ বশ্যং বর্ণাখ্য কূটকম্॥
রাশি রাশ্যধিপাখ্যে চ বেধোনাড্যাখ্য-কূটকম্।
ভূতলিঙ্গাখ্য কূটঞ্চ জাতাখ্যং পক্ষিকূটকম্॥
যোগিনী গোত্রকূটঞ্চ কূটান্যষ্টাদশৈব তু।
দম্পত্যোঃ সুখবৃদ্ধার্থং যত্নাচ্চিন্ত্যানি শাস্ত্রতঃ॥

মাহেন্দ্রকূট, গণকূট, দিনকূট, যোনিকূট, স্ত্রীদীর্ঘকূট, রজ্জুকূট, বশ্যকূট, বর্ণকূট, রাশিকূট, গ্রহকূট, নাড়ীকূট, ভূতকূট, লিঙ্গকূট, বেধকূট, জাতকূট, পক্ষীকূট, যোগিনীকূট ও গোত্রকূট এই আঠারটি কূট দম্পতীর সুখের জন্য যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে বিচার করা কর্ত্তব্য।

দশকূটানি

তথাচ নারদঃ—

দিনং গণঞ্চ মাহেন্দ্রং স্ত্রীদীর্ঘং যোনিরেব চ।
রাশি রাশ্যধিপৌ রজ্জুর্বশ্যং বেধো দশস্মৃতঃ॥

দিনকূট, গণকূট মাহেন্দ্রকূট, স্ত্রীদীর্ঘকূট, যোনিকূট, রাশিকূট, রাশ্যাধিপতিকূট, রজ্জুকূট, বশ্যকূট ও বেধকূট—এই দশটি কূট নারদ মতে বিচার্য্য :

অস্টকূটানি

তথাচ শ্রীপতিঃ—

বর্ণোবশ্যং তথা তারা যোনিশ্চ গ্রহমৈত্রকম্।
গণমৈত্রং ভকূটঞ্চ নাড়ী চৈব কূটাষ্টকম্॥

বর্ণকূট, বশ্যকূট, তারাকূট, যোনিকূট, গ্রহমৈত্রীকূট, গণকূট, ভকূট ও নাড়ীকূট—এই অষ্টকূটই শ্রীপতির মতে বিচার্য্য। ইহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য ও সকলের গ্রহণীয় বলিয়া বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে।

বর্ণকূটম্

কর্কি মীনালয়ো বিপ্রাঃ
ক্ষত্রাঃ সিংহ তুলাহয়াঃ।
বৈশ্যা যুগ্মাজ কুম্ভাখ্যাঃ
শূদ্রা বৃষমৃগাঙ্গনাঃ॥

কর্কট, মীন ও বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। সিংহ, তুলা ও ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ। মিথুন, মেষ ও কুম্ভরাশি বৈশ্যবর্ণ এবং বৃষ, মকর ও কন্যারাশি শূদ্রবর্ণ। প্রথম জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহার পর ক্ষত্রিয়, তৎপরে বৈশ্য ও বৈশ্যের পরে শূদ্র। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি ব্রাহ্মণের অধীন। বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি ক্ষত্রিয়ের অধীন, শূদ্র জাতি বৈশ্যের অধীন। শূদ্রমাত্র শূদ্রের অধীন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির কন্যা ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির কন্যা ক্ষত্রিয় বিবাহ করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতীয় কন্যা বৈশ্য বিবাহ করিতে পারেন। শূদ্র কেবল শূদ্র কন্যাকেই বিবাহ করিবে। ইহার বিপরীত হইলে কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হইবে।

মতান্তরে বর্ণকথনম্

ক্ষত্রবিট্ শূদ্রবিপ্রাঃ স্যুঃ ক্রমান্মেষাদি রাশয়ঃ।
পুংসা বর্ণাধিকাঃ কন্যা নৈবোদ্‌বাহ্যাঃ কদাচন॥

মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত দ্বাদশরাশি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বিপ্রবর্ণ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ মেষ রাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ, মিথুন রাশি শূদ্রবর্ণ ও কর্কট রাশি বিপ্রবর্ণ। এইরূপে পুনরায় সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, কন্যা বৈশ্যবর্ণ, তুলা শূদ্রবর্ণ ও বৃশ্চিক বিপ্রবর্ণ। এবং ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, মকররাশি বৈশ্যবর্ণ, কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ ও মীন রাশি বিপ্রবর্ণ।

মেষ সিংহ ও ধনু—ক্ষত্রিয়বর্ণ।
বৃষ কন্যা মকর—বৈশ্যবর্ণ।
মিথুন তুলা কুম্ভ—শূদ্রবর্ণ।
কর্কট বৃশ্চিক মীন—বিপ্রবর্ণ।

বর্ণজ্ঞাপক চক্র

রাশি	বর্ণ	মতান্তরেবর্ণ
মেষ	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
বৃষ	শূদ্র	বৈশ্য

রাশি	বর্ণ	মতান্তরে বর্ণ
মিথুন	বৈশ্য	শূদ্র
কর্কট	বিপ্র	বিপ্র
সিংহ	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়
কন্যা	শূদ্র	বৈশ্য
তুলা	ক্ষত্রিয়	শূদ্র
বৃশ্চিক	বিপ্র	বিপ্র
ধনুঃ	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়
মকর	শূদ্র	বৈশ্য
কুম্ভ	বৈশ্য	শূদ্র
মীন	বিপ্র	বিপ্র

অন্যচ্চ, খনা— মীন কর্কট বৃশ্চিক বিপ্র
সিংহ তুলা ধনু ক্ষত্রিয় উক্ত।
কুম্ভ মন্মথ মেষ বৈশ্য
কন্যা বৃষ মকর শূদ্র ॥

বর্ণফলম্

বর্ণশ্রেষ্ঠা তু যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।
তয়োর্ব্বিবাহে মৃত্যুঃ স্যাৎ যন্মাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যাকে যদি বর্ণহীন পুরুষ বিবাহ করে তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই স্থলে কাহার মৃত্যু হইবে তাহার

নিশ্চয়তা কিছুই না থাকায় ইহাই সূচিত হইল যে, এই বিবাহের ফলই মৃত্যু। এস্থলে উভয়েরই মৃত্যু অথবা একজনের মৃত্যু হইতে পারে। তবে নিম্নলিখিত বচনে স্ত্রীরই প্রাধান্য থাকায় ভর্তারই মৃত্যু সম্ভাবনা।

বর্ণজ্যেষ্ঠাং যদাকন্যাং বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।
বিবহেৎ যদি সংযোগে তস্যা ভর্ত্তা বিনশ্যতি ॥
এবং সংযোগ কালে তু বিবাহো জায়তে যদি।
মহত্যপি কুলে জাতা নাসৌ ভর্ত্তরি রজ্যতে ॥

বর্ণজ্যেষ্ঠা কন্যাকে যদি বর্ণহীন পুরুষ বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই বর্ণজ্যেষ্ঠা কন্যার পতিনাশ হয়। পর বচনেও দেখা যায়, এইরূপ সংযোগে যদি বিবাহ হয়, তবে ঐ কন্যা শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও স্বামীতে আসক্ত থাকিবে না। এই জন্য বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যাকে সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবে। অতএব যে স্থলে বরের অধীন কন্যার বর্ণ হয় সেস্থলে বর্ণ শুদ্ধ জানিবে। যেমন—বিপ্রবর্ণ বর, বৈশ্যবর্ণ কন্যা। কিন্তু বৈশ্যবর্ণ বর ও বিপ্রবর্ণ কন্যা হইলে বর বর্ণহীন হইল।

বর্ণ ফলম্

বরে বর্ণাধিকে প্রীতিরুত্তমা স্ত্রী বরানুগা।
সমবর্ণে মিথঃ সৌখ্যং হীনে স্নেহো ন জায়তে ॥

যদি বর কন্যা অপেক্ষা বর্ণাধিক হয়, তবে উত্তম প্রীতি লাভ হইবে। তাহাতে স্ত্রীও বরের অনুগামিনী হইয়া থাকে, এবং বর ও কন্যা একবর্ণ হইলে পরস্পর সুখ ও মিত্রতা হয়; আর যদি বর কন্যা অপেক্ষা হীন হয় (অর্থাৎ কন্যার অধীন বর হয়) তবে স্নেহ অর্থাৎ পরস্পরে ভালবাসা জন্মিবে না।

বর্ণশ্রেষ্ঠা বিবাহে তু ভর্ত্তা তস্যা ন জীবতি।
যদি জীবতি ভর্ত্তা চ গর্ভপাতো বিদেশগঃ ॥

বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যাকে যদি বিবাহ করা যায়, তবে উক্ত বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার স্বামী জীবিত থাকিবে না। যদি জীবিত থাকে, তবে সেই নারীর গর্ভপাত হইবে অর্থাৎ সন্তান-জননের শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে এবং স্বামী সর্ব্বদা প্রবাসী হয়।

একবর্ণো ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ বিপ্রক্ষত্রিয়ৌ।
অধমৌ বিপ্রবৈশ্যৌ চ বিপ্রশূদ্রৌ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

বর ও কন্যা একবর্ণ হইলে বিবাহ উত্তম, যদি বিপ্র ও ক্ষত্রিয় বর্ণ হয়, তবে বিবাহের ফল মধ্যম এবং বিপ্র ও বৈশ্য বর্ণে অধম ফল জানিবে। বিপ্র ও শূদ্র বর্ণে কদাচ বিবাহ দিবেনা, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

অধুনা বশ্যবর্ণের ও বিপরীত বর্ণের চক্র দেওয়া হইল।

বরের অধীন রাশি ও বর্ণের সারণী

বরের রাশি	কন্যার রাশি	বর্ণহীন
মেষ	মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, মকর, কুম্ভ	বিবাহ-যোগ্যা
বৃষ	বৃষ, কন্যা, মকর	ঐ
মিথুন	মিথুন, মেষ, বৃষ, কন্যা, মকর, কুম্ভ	ঐ

বরের রাশি	কন্যার রাশি	বর্ণহীন
কর্কট	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, মীন	বিবাহ-যোগ্যা
সিংহ	মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু মকর, কুম্ভ,	ঐ
কন্যা	কন্যা, বৃষ, মকর	ঐ
তুলা	মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ	ঐ
বৃশ্চিক	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন	ঐ
ধনুঃ	মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ	ঐ
মকর	বৃষ, কন্যা, মকর	ঐ
কুম্ভ	মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, মকর, কুম্ভ	ঐ
মীন	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন	ঐ

ইহার বিপরীত হইলে বরের অপেক্ষা কন্যার বর্ণ শ্রেষ্ঠ জানিবে। যেমন মেষরাশির বর কর্কটরাশির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

যেহেতু বর বৈশ্যবর্ণ কন্যা বিপ্রবর্ণ। ব্রাহ্মণ বড়, বৈশ্য ছোট। এই জন্য এই স্থলে কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হইল।

দ্বিতীয় বশ্যকূটম্

দ্বিপদবশগাঃ সর্ব্বে সিংহং বিহায় চতুষ্পদাঃ।
সলিলনিলয়া ভক্ষ্যা বশ্যাঃ সরীসৃপজাতয়ঃ॥

দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্য রাশির সিংহ রাশি ভিন্ন সমস্ত চতুষ্পদ রাশিই বশ্য। জলজরাশি মনুষ্য রাশির ভক্ষ্য, সুতরাং বশ্য। সকল সরীসৃপ রাশি মনুষ্য রাশির বশ্য।

মৃগপতি বশে তিষ্ঠন্ত্যেতে বিহায় সরীসৃপান্।
অকথিত গৃহেষূহ্যং বশ্যং জনব্যবহারতঃ॥

সরীসৃপ রাশি ব্যতীত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ রাশি অর্থাৎ মনুষ্য ও পশুরাশি সমস্তই সিংহরাশির বশ্য। সিংহ চতুষ্পদ রাশি হইলেও অসীম ক্ষমতা বলিয়া মনুষ্যও তাহার বাধ্য; এই জন্য সকল রাশিই সিংহ রাশির বশ্য। কিন্তু সরীসৃপ রাশি কীট বলিয়া সিংহ তাহার নিকট দুর্ব্বল, সুতরাং উক্ত সরীসৃপ রাশি সিংহ রাশির বশ্য নহে।

বশ্যরাশিফলম্

এবং বশ্যসমাযোগে দম্পত্যোঃ প্রীতিরুত্তমা।
বশ্যাভাবেঽপি দম্পত্যোর্ব্বিবাহঃ কলহপ্রদঃ॥

উক্ত নিয়মে যদি কন্যার রাশি বরের বশ্য রাশি হয়, তাহা হইলে বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে উত্তম প্রীতি হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে কলহ উৎপন্ন হইয়া জীবন অশান্তিময় হয়।

মন্তব্য—মিথুন, কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধের যে কোন রাশি যদি বরের রাশি হয় এবং মেষ, বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর, মীন ও ধনুর শেষার্দ্ধের যে কোন রাশি কন্যার হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা বরের অধীন ও বশীভূতা হইয়া থাকে। বরের সিংহরাশি এবং কন্যার, মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু, কুম্ভ ও মকরের পূর্ব্বার্দ্ধের যে কোন রাশি হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা স্বামীর বশীভূতা হইয়া সংসারে সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধ ইহাদের যে কোন রাশি কন্যার রাশি হইলে, সেই কন্যা সিংহ রাশির বশীভূত হইবে না। যেরূপ নিয়ম বলা হইল, এই হিসাবে যদি কন্যার রাশি বরের অধীন হয়, তবে বিবাহ ফল শুভই হইবে। ইহার অন্যথা হইলে কন্যা বরের বশীভূতা না হইয়া বরই কন্যার বশীভূত হইবে। এরূপ বিবাহে সংসারের অমঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন—মিথুন, তুলা বা কুম্ভ যদি কন্যার রাশি হয়, আর মেষ, বৃষ ও কর্কট যদি বরের রাশি হয়, তবে সেই স্বামী নিজের স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারিবে না, অধিকন্তু নিজেই পত্নীর বশীভূত হইবে। সিংহ রাশির কন্যা স্বাধীন ভাবাপন্না হয়, এই জন্য স্বামীর পূর্ণ বশীভূতা হয় না। স্ত্রীর নিকট স্বামীকেই বশীভূত হইয়া থাকিতে হয়।

বশ্যরাশি-চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	বশ্যরাশি
মেষ	মেষ, বৃষ	বশ্যরাশি
বৃষ	মেষ, বৃষ	ঐ
মিথুন	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন	ঐ

বরের রাশি	কন্তার রাশি	বশ্যরাশি
কর্কট	কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধ, মতান্তরে কুম্ভ	ঐ
সিংহ	মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু, মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ ও কুম্ভ	ঐ
কন্যা	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন	ঐ
তুলা	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন	ঐ
বৃশ্চিক	কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধ মতান্তরে কুম্ভ	ঐ
ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, তুলা, ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ, মকর, কুম্ভ ও মীন	ঐ
ধনুর পরার্দ্ধ	মেষ, বৃষ ও ধনুর শেষার্দ্ধ	ঐ
মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ	মেষ, বৃষ, ধনুর শেষার্দ্ধ ও মকরের পূর্ব্বার্দ্ধ	ঐ
মকরের শেষার্দ্ধ	কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধ (মতান্তরে কুম্ভ)	ঐ

বরের রাশি	কন্যার রাশি	বশ্যর
কুম্ভ	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন	ঐ
মীন	কর্কট, বৃশ্চিক, মীন, মকরের শেষার্দ্ধ (মতান্তরে কুম্ভ)	ঐ

এইরূপ বশ্য রাশি হইলে শুভ। জলজরাশি দ্বিপদ রাশির ভক্ষ্য, এই জন্য দ্বিপদ রাশির বর সিংহ রাশি ভিন্ন অন্যান্য সকল রাশির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। চতুষ্পদ রাশির বর সিংহ রাশি ভিন্ন এবং জলজ রাশির বর কেবল জলজ রাশির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। তবে চতুষ্পদ রাশির বর জলজ রাশির কন্যাকে বিবাহ করিলে উত্তম না হইলেও তত দূষণীয় হইবে না। জলজ রাশির বর চতুষ্পদ রাশির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না, যেহেতু চতুষ্পদ রাশির নিকট জলজ রাশি দুর্ব্বল। এইরূপ সূক্ষ্মভাবে বশ্য রাশি স্থির করিয়া মিলন করা আবশ্যক।

রাশীনাং নৈসর্গিক বশ্যত্বম্

মেষস্য বৈশ্যৌ সিংহালী কর্কী বশ্যো বৃষস্য তু।
যমস্য কন্যা বশ্যা স্যাৎ কর্কিণশ্চাপবৃশ্চিকৌ॥
তুলা সিংহস্য বশ্যা স্যাৎ পাথোনেয়স্য মৎস্যভম্।
মৃগকন্যে তু জূকস্য কর্কী স্যাদ্ বৃশ্চিকস্য তু॥
মীনৌ চাপস্য বশ্যৌ স্তঃ ক্রিয় কুম্ভৌ মৃগস্য তু।
মেষঃ কুম্ভস্য বশ্যঃ স্যান্মকরো মীনবশ্যকঃ॥

রাশির স্বাভাবিক বশ্য বলা হইতেছে। সিংহ ও বৃশ্চিক রাশি মেষ রাশির স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক বশ্য; এইরূপ কর্কট রাশি বৃষ রাশির বশ্য, কন্যা রাশি মিথুন রাশির বশ্য, ধনু ও বৃশ্চিক রাশি কর্কট রাশির বশ্য, তুলা রাশি সিংহ রাশির বশ্য, মীন রাশি কুম্ভ রাশির বশ্য, মকর ও কন্যা তুলা রাশির বশ্য, কর্কট রাশি বৃশ্চিক রাশির বশ্য, মীন রাশি ধনু রাশির বশ্য, মেষ ও কুম্ভ রাশি মকর রাশির বশ্য, মেষ রাশি কুম্ভ রাশির বশ্য, মকর রাশি মীন রাশির বশ্য জানিবে। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ হিসাবে বশ্য রাশির অভাব হইলে, রাশির যদি স্বাভাবিক বশ্যতা থাকে, তাহা হইলেও বিপরীত বশ্যতা জন্য অশুভ হইবে না। নিম্নে স্বাভাবিক বশ্যরাশির চক্র দেওয়া গেল।

স্বাভাবিক বশ্যরাশি-চক্র

রাশির নাম	স্বাভাবিক বশ্যরাশি	মতান্তরে বশ্যরাশি
মেষ রাশির	সিংহ ও বৃশ্চিক রাশি	০
বৃষ রাশির	কর্কট রাশি	০
মিথুন রাশির	কন্যা রাশি	০
কর্কট রাশির	ধনু	বৃশ্চিক
সিংহ রাশির	তুলা	০
কন্যা রাশির	০	০

রাশির নাম	স্বাভাবিক বশ্যরাশি	মতান্তরে বশ্যরাশি
তুলা রাশির	মকর	কন্যা
বৃশ্চিক রাশির	০	কর্কট
ধনু রাশির	০	মীন
মকর রাশির	মেষ ও কুম্ভ রাশি	০
কুম্ভ রাশির	মীন	মেষ
মীন রাশির	০	মকর

রাশিমিত্রতামাহ

বিবাহবৃন্দাবনে,—

স্যাদ্রাশি মৈত্রী ধুরি কুম্ভ হর্য্যোঃ
করগ্রহ স্তুদ্গ্রহ-বিগ্রহেঽপি।
তস্যামসত্যাং মৃগরাজ মীনা
বপ্যাদৃতৌ তদ্গ্রহয়োঃ সুহৃত্ত্বে॥

কুম্ভ ও সিংহ রাশির পরস্পর মিত্রতা আছে। উক্ত মিত্রতা অত্যন্ত শুভ। অতএব উক্তরাশিদ্বয়ের রাশ্যধিপতি গ্রহদ্বয় শনি ও রবির পরস্পর শত্রুতা থাকিলেও বিবাহ হইতে পারে। এইরূপে রাশির পরস্পর মিত্রতা না থাকিলেও ষড়ষ্টক মিলনে সিংহ ও মীন রাশি গৃহীত হইয়াছে। অতএব উক্ত রাশিদ্বয় যোগে ষড়ষ্টক মিলনেও রবি ও বৃহস্পতির মিত্রতা

থাকায় বিবাহ হইতে পারে। অতএব রাশির মিত্রতা ও গ্রহের মিত্রতা এই দুইটির মধ্যে একটিও পাওয়া গেলে বিবাহে শুভফল আশা করা যায়। গ্রহ-মিত্রতা স্থলে নৈসর্গিক গ্রহমিত্রতা ও তাৎকালিক গ্রহ-মিত্রতা বিচার করিবে।

রাশীনাং স্বাভাবিক শত্রুতা

তথাচ বৃহদ্‌বিবাহবৃন্দাবনে,—

চাপাজৌ বৃষভেন কুম্ভ মিথুনৌ কর্কেণ মেষঃ স্ত্রিয়া
শৈলাগ্নী সবিষেণ কার্ম্মুক হরী নক্রেণ নিত্যদ্বিষৌ।
তদ্‌বৎ কুম্ভ তুলে ঝষেণ বশগাঃ সিংহং বিনান্যে নৃণাম্
তদ্‌ভোজ্যা জলচারিণো হরিবশাঃ সর্ব্বে বিনা বৃশ্চিকম্ ॥

বৃহদ্‌বিবাহবৃন্দাবনে কথিত হইয়াছে,—ধনু ও মেষ রাশি বৃষ রাশির স্বভাবশত্রু রাশি। অর্থাৎ ধনু ও মেষ রাশির সহিত বৃষ রাশির চির শত্রুতা জানিবে। এইরূপ কুম্ভ ও মিথুন রাশির সহিত কর্কট রাশির, কন্যা রাশির সহিত মেষ রাশির, বৃশ্চিক রাশির সহিত তুলা ও মিথুন রাশির, মকর রাশির সহিত ধনু ও সিংহ রাশির, কুম্ভ ও তুলা রাশির সহিত মীন রাশির নিত্য শত্রুতা জানিবে। সুতরাং দ্বিদ্বাদশ ও ষড়ষ্টকাদি মিলনেও রাশির শত্রু ও মিত্র বিচার করিয়া দেখিবে। সিংহ ব্যতীত অন্য সমস্ত রাশিগুলি মানুষের (দ্বিপদ রাশির) বশ্য। আর জলচর মীনাদি রাশি ব্যতীত দ্বিপদ চতুষ্পদ ও জলজ রাশি গুলি সিংহ রাশির বশ্য।

স্বাভাবিক শত্রুরাশিচক্র

রাশি	স্বাভাবিক শত্রু রাশি
বৃষ রাশির	ধনু ও মেষ রাশি
কর্কট রাশির	মিথুন ও কুম্ভ রাশি

রাশি	স্বাভাবিক শত্রু রাশি
কন্যা রাশির	মেষ রাশি
বৃশ্চিক রাশির	তুলা ও মিথুন রাশি
মকর রাশির	ধনু ও সিংহ রাশি
মীন রাশির	তুলা ও কুম্ভ রাশি

তৃতীয় তারাকূটম্

বরর্ক্ষাদপি কন্যর্ক্ষং কন্যর্ক্ষাদ্ বরভাবধি।
পৃথগঙ্কে হৃতে শেষং ত্রিপঞ্চ-সপ্তভন্ত্বসৎ ॥

অন্যচ্চ মুহূর্ত্তচিন্তামণৌ,—

কন্যর্ক্ষাদ্‌বরভং যাবৎ কন্যাভং বরভাদপি।
গণয়েন্নবভিঃ শেষে স্ত্রীম্বদ্রিভমসৎ স্মৃতম্ ॥

তথাচ বিবাহবৃন্দাবনে,—

পুমৃক্ষাদ্‌গণয়েদ্ যাবৎ কন্যর্ক্ষং কন্যভাদপি।
বরভং নবহৃচ্ছেষে তারাঃ সন্তি পরস্পরম্ ॥

বরের জন্মনক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া কন্যার জন্মনক্ষত্র যদি ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম বা ৯ম হয়, তবে বরের তারাশুদ্ধি হইবে। নক্ষত্র গণনা কালে যদি ৯এর অধিক হয় তবে ৯ বাদ দিতে হইবে। যদি বরের নক্ষত্র অশ্বিনী (১) নক্ষত্র হয়, এবং কন্যার নক্ষত্র উত্তরফল্গুনী (১২) হয়, তবে গণনায় দেখা গেল (১ হইতে গণনায়) ১২ এর অধিক। এই জন্য ১২ হইতে ৯ বাদ দিলে ৩ থাকে, তবেই বুঝা গেল যে, বরের নক্ষত্র হইতে কন্যার নক্ষত্র ৩য় হইল। এইরূপে

উক্ত নিয়মে কন্যার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় যদি বরের জন্মনক্ষত্র শুভ হয়, তবে তারাশুদ্ধি হইল। আর যদি উভয়ের (পরস্পরের) ঐরূপভাবে নক্ষত্র গণনায় ৩য়, ৫ম, ৭ম হয়, তবে তারাশুদ্ধি হইবে না। বিশেষত্ব এই, যে স্থলে বরের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার নক্ষত্র অশুভ তারা হয়, সেই স্থলে কন্যার নক্ষত্র হইতে প্রায়ই বরের নক্ষত্র গণনায় তারা শুভই হইয়া থাকে। আর যে স্থলে কন্যার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় বরের তারাশুদ্ধ হয়, সে স্থলে বরের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার তারা প্রায়ই অশুভ হইয়া থাকে। উভয়ের জন্মনক্ষত্র গণনায় তারাশুদ্ধি খুবই কম। কিন্তু উভয়ের (পরস্পরের) তারা অশুদ্ধি প্রায়ই হয় না। সেই জন্য দেখিতে হইবে যে, বরের তারা-শুদ্ধিই মেলক বিচারে প্রধান। কারণ কন্যা সর্ব্বদাই বরের অধীন। যদি বরের তারাশুদ্ধি হইয়া কন্যার তারাশুদ্ধি না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বরের পক্ষে কন্যা শুভকারিণী হইয়াছে; আর যেখানে বরের তারাশুদ্ধি হয় নাই, অথচ কন্যার তারাশুদ্ধি হইয়াছে, সেস্থলে কন্যা বরের অশুভকারিণী হইল। প্রথমোক্ত স্থলে বর, কন্যার বিরুদ্ধ-বোধক হইলেও ততটা অনিষ্ট বা অশুভদায়ক হইবে না বরং দ্বিতীয় স্থলে কন্যা বরের অনিষ্টকারিণী হওয়ায় বিবাহের ফল বা ভবিষ্যৎ জীবনের ফল অশুভই হইবে। এই জন্য বরের তারাশুদ্ধিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে কন্যার জন্মনক্ষত্র হইতে ৩য়া, ৫মী বা ৭মী তারার ফল গ্রন্থান্তর হইতে উল্লিখিত হইল।

তারাশুদ্ধিফলম্

তথাচ বিবাহবৃন্দাবনে,—

দৃশ্যতে সুহৃদভিন্নপতিত্বং ক্ষেত্রয়োস্তদখিলেষ্বপি মেলঃ।
ভীরুভাদচল পঞ্চ তৃতীয়া শোকবৈর বিপদে বরতারা॥

যদি পরস্পর রাশ্যধিপতি গ্রহদ্বয়ের মিত্রতা থাকে, তবে প্রায়ই সর্ব্বত্র মিল হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার বিপরীত অর্থাৎ রাশির গ্রহদ্বয়ের মিত্রতা না থাকিলে ফল অশুভ। কন্যার নক্ষত্র হইতে বরের নক্ষত্র যদি সপ্তম হয়, তবে শোক ; পঞ্চম হইলে শত্রুতা এবং তৃতীয় হইলে বিপৎ। ইহা প্রথম নবমের ফল বলা হইল। এইরূপ দ্বিতীয় নবমে ও তৃতীয় নবমেও জানিবে। উদাহরণ স্বরূপ সারণী দেওয়া হইল।

তারানাম কথনম্

জন্ম সম্পদ্ বিপৎ ক্ষেম প্রত্যরিঃ সাধকোবধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নব তারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র নামক ৯টি নক্ষত্র আছে। উহাতে যাহার জন্মনক্ষত্র যেইটি হইবে, সেইটি তাহারই জন্মতারা। তাহা হইতে দ্বিতীয় নক্ষত্র সম্পৎ তারা ; তাহার তৃতীয় নক্ষত্র বিপৎ তারা এইরূপে ক্রমশঃ গণিলে ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ তারা জানা যাইবে। যাহার মৃগাশিরা নক্ষত্রে (৫) জন্ম, তাহার ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ তারা, তাহা জানিতে হইলে, উক্ত নিয়মে গণনা করিয়া দেখিবে। যেমন প্রথম মৃগশিরা নক্ষত্র জন্মতারা, আর্দ্রা নক্ষত্র সম্পৎতারা, পুনর্ব্বসু নক্ষত্র বিপৎতারা এইরূপে ক্রমশঃ জানিবে।

তারাজ্ঞাপক সারণী

জন্মনক্ষত্র	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরম মিত্র
১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
হইলে	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

জন্মনক্ষত্র	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরম মিত্র
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১
	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২
	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩
	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪
	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫
	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬

জন্মনক্ষত্র	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরম মিত্র
	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৯	১০	১০	১২	১৪	১৩	১৫	১৬	১৭
৯	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১০	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১২	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২
	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১৩	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩
	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

জন্মনক্ষত্র	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যারি	সাধক	বধ	মিত্র	পরম মিত্র
	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪
	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
১৫	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫
	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬
	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
১৭	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১৮	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
১৯	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

জন্মনক্ষত্র	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরম মিত্র
	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১
২০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২
২১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩
২২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪
২৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫
২৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬
২৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪

জন্মনক্ষত্র	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরম মিত্র
	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
	২৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬

মন্তব্য—এই সারণী দৃষ্টে সকলেই জন্মতারাদি সমস্ত নক্ষত্র বিচার করিয়া লইতে পারিবেন। তবে এই স্থলে নক্ষত্রের সংখ্যাই দেওয়া হইল। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ১ সংখ্যা অশ্বিনী, ২ সংখ্যায় ভরণী ইত্যাদি।

চতুর্থ যোনিকূটম্

তোয়েশাশ্বিভয়োস্তুরঙ্গ উদিতা বাতার্কয়োঃ কাশরঃ
পূর্ব্বাভাদ্র ধনিষ্ঠয়ো মৃগপতির্যাম্যান্ত্যয়োঃ কুঞ্জরঃ।
মেষোহগ্নীজ্যভয়োর্জল-শ্রবণয়োঃ কাশোহভিজিদ্বৈশ্বয়োঃ
বভ্রু র্ব্রাহ্ম্য-শশাঙ্কয়োরহিরপি জ্যেষ্ঠানুরাধর্ক্ষয়োঃ।
বাতায়ুঃ শিব মূলয়োস্তু সরমা গৌরর্য্যমোপান্ত্যয়োঃ
ব্যাঘ্রশ্চিত্রা বিশাখয়োঃ ফণিপুনর্ব্বস্বোস্তু মার্জ্জারকঃ।
আখুঃ পিত্র্য-ভগর্ক্ষয়োস্তু কথিতা যোনিস্তু ভানামিয়ম্
বৈরঞ্চাপি তয়ো দ্ব য়োরপিমহৎ পাণিগ্রহং বর্জ্জয়েৎ॥

অন্যচ্চ বিবাহবৃন্দাবনে,—

অশ্বেভাজোরগাহিশ্ব-খনকরিপবো মেষ ওতুর্দ্বিরাখু
গৌঃ কাল্যৌ ব্যাঘ্রকালী পশুরিপু হরিণৈনশ্বকীশাঃ ক্রমেণ।
দ্বৌ বভ্রূ কীশসিংহৌ তুরগ মৃগপতিশ্ছাগ মাতঙ্গমেবং
নেষ্টা যোনিঃ সবৈরা বরযুবতিনৃপামাত্যয়োরশ্বিনীতঃ ॥

খনক রিপু (বিড়াল), কালী (মহিষী), পশুরিপু (ব্যাঘ্র), কীশ (বানর), ছাগ (মেষ) ইত্যাদি। পরে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

অশ্বেভাজ ফণিদ্বয়ং শ্ববৃষভুঙ্ মেষৌতবো মূষিক
শ্চাখুর্গৌঃ ক্রমশস্ততোঽপি মহিষী ব্যাঘ্রঃ পুনঃ সৈরিভী।
ব্যাঘ্রেণৌ মৃগ কুক্কুরৌ কপিরথো বভ্রুদ্বয়ং বানরঃ
সিংহোঽশ্বো মৃগরাট্ পশুশ্চ করটী যোনিশ্চভানামিয়ম্ ॥

অশ্ব, ইভ (হস্তী), অজ (মেষ), ফণিদ্বয় অর্থাৎ দুইটি সর্প, শ্বা (কুকুর), বৃষভুক্ (বিড়াল), মেষ, ওতু (বিড়াল), মূষিক, আখু (মূষিক) গৌ, মহিষী, ব্যাঘ্র, সৈরিভী (মহিষী). ব্যাঘ্র, এণ (হরিণ) মৃগ, কুক্কুর, কপি (বানর), বভ্রুদ্বয় (নকুলদ্বয়) অর্থাৎ দুইটি নকুল, বানর, সিংহ, অশ্ব, মৃগরাট্ (সিংহ), পশু (গো), করটী (হস্তী)—ইহারা ক্রমশঃ অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত ২৭টি নক্ষত্রের ২৭টি যোনি বলিয়া খ্যাত।

নক্ষত্রের সংখ্যা	নক্ষত্রের নাম	যোনির নাম
১।	অশ্বিনী নক্ষত্র	অশ্বযোনি
২।	ভরণীনক্ষত্র	হস্তীযোনি
৩।	কৃত্তিকানক্ষত্র	মেষযোনি
৪।	রোহিণীনক্ষত্র	সর্পযোনি
৫।	মৃগশিরানক্ষত্র	সর্পযোনি
৬।	আর্দ্রানক্ষত্র	কুকুরযোনি
৭।	পুনর্ব্বসুনক্ষত্র	বিড়ালযোনি
৮।	পুষ্যানক্ষত্র	মেষযোনি
৯।	অশ্লেষানক্ষত্র	বিড়ালযোনি
১০।	মঘানক্ষত্র	ইন্দুরযোনি
১১।	পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র	ইন্দুরযোনি
১২।	উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র	গোযোনি
১৩।	হস্তানক্ষত্র	মহিষযোনি
১৪।	চিত্রানক্ষত্র	ব্যাঘ্রযোনি
১৫।	স্বাতিনক্ষত্র	মহিষযোনি
১৬।	বিশাখানক্ষত্র	ব্যাঘ্রযোনি
১৭।	অনুরাধানক্ষত্র	হরিণযোনি
১৮।	জ্যেষ্ঠানক্ষত্র	হরিণযোনি
১৯।	মূলানক্ষত্র	কুকুরযোনি
২০।	পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র	বানরযোনি

নক্ষত্রের সংখ্যা	নক্ষত্রের নাম	যোনির নাম
২১।	উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র	নকুলযোনি
০।	অভিজিৎনক্ষত্র	নকুলযোনি
২২।	শ্রবণানক্ষত্র	বানরযোনি
২৩।	ধনিষ্ঠানক্ষত্র	সিংহযোনি
২৪।	শতভিষানক্ষত্র	অশ্বযোনি
২৫।	পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র	সিংহযোনি
২৬।	উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র	গোযোনি
২৭।	রেবতীনক্ষত্র	হস্তীযোনি

যোনিবৈরিতা কথনম্

গোব্যাঘ্রং গজসিংহমশ্বমহিষং শ্বৈনঞ্চ বভ্রুরগম্
বৈরং বানর মেষকঞ্চ সুমহত্তদ্বদ্ বিড়ালেন্দুরম্ ।
লোকানাং ব্যবহারতোঽন্যদপি চ জ্ঞাত্বা প্রযত্নাদিদং
দম্পত্যো নৃপভৃত্যয়োরপি সদা বর্জ্জ্যং শুভস্যার্থিভিঃ ॥

উক্ত যোনির মধ্যে যে যোনির সহিত যে যোনির শক্রতা, তাহা বলা হইতেছে। গোযোনি ও ব্যাঘ্রযোনির পরস্পর শক্রতা হয়। যদি বরের জন্মনক্ষত্র চিত্রা হয়, তবে ব্যাঘ্রযোনি আর কন্যার জন্মনক্ষত্র যদি উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র, হয়, তবে গোযোনি। বরের ব্যাঘ্রযোনি ও কন্যার গোযোনি হওয়ায় যোনির বৈরিতা হইল অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শক্রতা হইবে। এই জন্য এইরূপ যোনিবৈরিতা স্থলে বিবাহ হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিলনে

সুখ হয় না। সেইরূপ হস্তীযোনি ও সিংহযোনির পরস্পর শত্রুতা। এইরূপে অশ্বযোনির সহিত মহিষযোনির, কুকুরযোনির সহিত হরিণ-যোনির, নকুলযোনির সহিত সর্পযোনির, বানরযোনির সহিত মেষ-যোনির এবং বিড়ালযোনির সহিত ইন্দুরযোনির পরস্পর শত্রুতা ঘটিয়া থাকে। বৈর যোনি বলিয়া শাস্ত্র বাক্যানুসারে যাহা নিরূপিত হইল, ইহা ছাড়া লোকের ব্যবহার অনুসারেও কতক যোনি-বৈরিতা স্থির করিয়া মনুষ্যগণ বর ও কন্যার, প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর মঙ্গলের জন্য বৈরযোনি পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ বর ও কন্যা, প্রভু ও ভৃত্যের জন্ম নক্ষত্রানুযায়ী যোনি নিরূপণ করিয়া, বৈর যোনি হইলে তাহাদের মিলন বর্জ্জন করিবেন। লোকব্যবহারে বৈর যোনি, যথা—সিংহযোনির সহিত গো বা হরিণের সহিত শত্রুতা না থাকিলেও সিংহ পশুভক্ষক বলিয়া সিংহ-যোনির সহিত গোযোনি ও হরিণ যোনির শত্রুতা লোকব্যবহারে জানা যায়। তবে শাস্ত্রানুসারে যোনির পরস্পর শত্রুতা না থাকিলেও ব্যবহারানুসারে শত্রুতা যোগে বিশেষ ক্ষতি বা অশুভ হইবে না। উত্তম মিলন বিচারের জন্য আবশ্যক বোধে ব্যবহার বশতঃ যোনির শত্রুতাও ত্যাগ করিবে।

যোনিবৈরিতা চক্র

বর ও কন্যা	কন্যা ও বর
গোযোনি	ব্যাঘ্রযোনি
অশ্বযোনি	মহিষযোনি
হস্তীযোনি	সিংহযোনি

বর ও কন্যা	কন্যা ও বর
কুকুরযোনি	হরিণযোনি
সর্পযোনি	নকুলযোনি
বানরযোনি	মেষযোনি
বিড়ালযোনি	ইন্দুরযোনি

উক্তরূপ হইলে শত্রু যোনি, ইহা ভিন্ন মিত্র যোনি এবং একজাতি হইলে এক যোনি জানিবে।

যোনিফলম্

একযোনিষু সম্পত্তি দম্পত্যোঃ সঙ্গমে সদা।
ভিন্নযোনিষু মধ্যাস্যাদরিভাবো ন চেত্তয়োঃ ॥

বর ও কন্যার যদি এক যোনি হয়, তবে এইরূপ বিবাহের ফল, সম্পত্তিবৃদ্ধি ও সর্ব্ববিষয়ে শুভ হইয়া থাকে। আর যদি উভয়ের যোনি ভিন্ন হয়, তবে মধ্যম ফল, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে শুভ ও মধ্যে মধ্যে অশুভদায়ক হয়। যদি উভয়ের পরস্পর বৈরযোনি অর্থাৎ শত্রু যোনি হয়, তবে ফল অশুভ। ইহাতে সর্ব্বদাই কলহ, অশান্তি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে। এই জন্য একযোনিতে উত্তম মিলন, ভিন্ন যোনিতে মধ্যম মিলন এবং বৈরযোনিতে মিলনের অভাব হয়। এই বিষয়ে গর্গ মুনির বিশেষমত রহিয়াছে। তাহাও কথিত হইল।

অস্যাপবাদমাহ

তথাচ গর্গমুনি, ঃ—

যোনেরভাবে নোদ্বাহঃ কার্য্যঃ স তু বিয়োগদঃ।
রাশি বশ্যঞ্চ যত্রাস্তি কারয়েন্ন তু দোষভাক্ ॥

যোনি বিষয়ে গর্গ মুনি বলেন, প্রীতি বা মিত্র যোনির অভাবে অন্যযোনিতে অর্থাৎ বৈরযোনিতে কখনও বিবাহ করিবে না। কারণ, বৈরযোনিতে বিবাহ হইলে বরের নিধনভয় জন্মে। কিন্তু যদি কন্যার জন্মরাশি বরের রাশির বশ্য হয়, তাহা হইলে বৈর যোনি যোগে বিবাহ হইলেও তাদৃশ অশুভ ফল হইবে না। অতএব বশ্য রাশিমেলকে বৈরযোনিতে বিবাহ হইলে মধ্যবিধ ফল লাভ হয়। অন্যথায় বৈরযোনি পরিত্যাগ করিবে।

দ্রষ্টব্য—মঙ্গলকামী পিতার পুত্রের বিবাহের পূর্ব্বে পুত্রের ও ভাবী পুত্রবধূর জন্মনক্ষত্র দ্বারা নক্ষত্র যোনি বিচার করাইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বিবাহ দিয়া পরে আর অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে না। কারণ প্রাচীনকালে প্রতি গৃহস্থের প্রভু অর্থাৎ গৃহস্বামী প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের যোনি বিচারের নিয়মে নক্ষত্র যোনি বিচার করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন। তাহাতে ঐ ভৃত্য প্রভুর বশ্য হইয়া থাকিত এবং কখনও তাহা দ্বারা কোন অনিষ্ট কার্য্য হইত না। তাহার দৃষ্টান্ত পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে প্রচুর রহিয়াছে, তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন; যেমন শ্রীরাম-চন্দ্রের ভৃত্য দুর্ম্মুখ, সতীসাধ্বী সীতার নিন্দা বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভুর নিকট বলিলে, প্রভু সীতাকে ত্যাগ করেন এই ভয়ে প্রথমে সত্য বাক্য প্রকাশ করিয়া অনিষ্ট সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত অনুগত ভৃত্য বলিয়া শেষে সত্য কথা বলিয়াছিল। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই শোনা যায়, অমুকের চাকর তাহার ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং অমুকের ভৃত্য অমুককে হত্যা করিয়াছে, আবার ইহা শুনিতে পাওয়া যায় যে, অমুকের ভৃত্য খুব প্রভুভক্ত, এইরূপ প্রভু-ভক্তি সাধারণ চাকরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না ইত্যাদি।

ইহার গূঢ় কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, নিশ্চয় প্রথম স্থলে প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর রাশির বশ্যতা নাই এবং বৈর যোনি হইয়াছে ; আর শেষোক্ত স্থলে প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর রাশির বশ্যতা আছে এবং প্রীতিযোনিও হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধেও এইরূপ ভাল মন্দ ফল বেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রীতি-যোনি না হইলে বরের আয়ুঃক্ষয় ও রোগাদি জন্মিয়া থাকে। এই যোনিকূট ফলের উপর বর ও কন্যার জীবন-মরণ ফল অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহকালে বর ও কন্যার নক্ষত্র যোনি বিচার প্রায় করা হয় না। কেবল গণ ও বর্ণের শুভ মিলন এবং টাকা কড়ি ও গহনার আদান-প্রদান স্থির করাই পিতামাতা যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া বিবাহ স্থির করেন, কিন্তু বাস্তবিক কেবল রাজযোটক অথবা বর্ণ ও গণের মেলক হইলেই যে যথার্থ বিচার হইল, তাহা নহে। কেন না বর ও কন্যার জন্মলগ্ন অনুসারে শরীরস্থান, অর্থ, ভাগ্য, পুত্র ও ধর্ম্মাদিযোগের শুভাশুভ ফল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া এবং কন্যার অকাল বৈধব্য ও পাত্রের (বরের) স্ত্রীনাশক যোগ আছে কি না সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রালোচনা দ্বারা অবগত হইয়া পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু রাজযোটক মিলন স্থলেও অনেক বিবাহে পিতামাতাকে পুত্রবধূর ও কন্যার অকাল বৈধব্যযোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, ইহা আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্তও যোটক-বিচারের শেষে উদাহরণ স্বরূপ পাঠক-বর্গের সুবিধার জন্য প্রকাশ করিলাম। অনুসন্ধান করিলে ইহা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিবেন। উক্ত দুর্ঘটনা হইয়া গেলে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, পুত্রবধূ বা কন্যার জন্মলগ্ন হিসাবে

গণনা করিয়া সপ্তম স্থানে বা শত্রুর ক্ষেত্রস্থ মঙ্গল বা অন্য যোগকারী বিরুদ্ধ পাপগ্রহ সংযোগ থাকায় উক্ত মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছে। এই জন্য বর ও কন্যার কোষ্ঠীর ফলাফল বিচার করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত। যাহারা উক্তরূপে বিচার না করিয়া কেবল ভগবানের উপর বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও অনেক সময়ে বিশেষরূপে উক্ত বৈধব্যাদি ফল দর্শনে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হইয়াছে। ইহারও দৃষ্টান্ত অনেক। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি—মূলকারণ গ্রহ-সংযোগ। এই জন্য সকলেরই পুত্র ও কন্যার বিবাহে মিলন বিচার না করিয়া এবং কন্যা বা বধূর অকাল বৈধব্যাদি দোষ আছে কি না সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া কখনও পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। কারণ রাজযোটক মিলন হইলেও যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে, তাহা উক্ত রাজযোটকে নিবারিত হয় না। কিন্তু পাত্র ও পাত্রীর উভয়ের যদি স্ত্রীনাশক ও পতিনাশক যোগ থাকে, তবে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যথায় অশুভ।

পঞ্চম গ্রহমৈত্রীকূটম্

রব্যাদীনাং গ্রহাণান্তু মিত্র শত্রু সমাখ্যকাম্।
নৈসর্গিকীমবস্থাঞ্চ দৃষ্ট্বা কূটং বিচারয়েৎ ॥

রব্যাদি সপ্তগ্রহের নৈসর্গিক মিত্র শত্রু ও সম অবস্থা দর্শন করিয়া মিত্রাদি নিরূপণ করতঃ কূট বিচার করিবে। গ্রহগণের সম্বন্ধে নৈসর্গিক মিত্র শত্রু ও সম অবস্থা জানিবার জন্য ২৪ পৃষ্ঠায় গ্রহগণের মিত্রাদি চক্র দেওয়া হইয়াছে। তদ্দর্শনে মিত্রাদি স্থির করিবে। বৃহদ্‌বিবাহ-বৃন্দাবনে উক্ত হইয়াছে যে, যদি নৈসর্গিক গ্রহাদির মিত্রতা না থাকে তবে তাৎকালিক মিত্রতা বিচার করিয়াও দেখিবে। তাহাতে গ্রহের

মিত্রতা থাকিলে নৈসর্গিক শত্রুতা ও সমতা জন্য ততটা অশুভ হইবে না।

অস্যাপবাদমাহ

তথাচ বিবাহ বৃন্দাবনে ঃ—

ন্যূনামপি স্ত্রী-নর ভৃত্য রাজ্ঞাং
তৎকাল সখ্যং বিশিনষ্টি মৈত্রম্ ॥

গ্রহের স্বাভাবিক মিত্রতা না থাকিলে স্ত্রী ও পুরুষ, রাজা ও ভৃত্য ইহাদের রাশির অধিপতি গ্রহদ্বয়ের যদি তাৎকালিক পরস্পর মিত্রতা থাকে, তাহা হইলেও শুভ হইয়া থাকে। তৎকালীন মিত্র ও শত্রু বিচারের উপায় বলা হইল।

তৎকালমৈত্রীমাহ

দীপিকায়াম্ ঃ—

চতুর্থ-দশ বিত্তান্ত্য-ত্রিলাভস্থাঃ পরস্পরম্।
তৎকাল মিত্রাণ্যুচ্চস্থঃ কৈশ্চিদুক্তোহন্যথা রিপুঃ ॥

পূর্ব্বে গ্রহদিগের নৈসর্গিক (স্বাভাবিক) মিত্র, সম ও শত্রু কথিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রহগণ স্বাভাবিক মিত্র হইয়া অবস্থান-ভেদে শত্রু এবং শত্রু হইয়াও মিত্র হয়েন। গ্রহগণের মিত্রতা ও শত্রুতার এইরূপ পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই গ্রহাধীন মনুষ্যগণেরও পরম মিত্রকে শত্রু এবং পরমশত্রুকেও মিত্র হইতে দেখা যায়। গ্রহদিগের কিরূপ অবস্থানভেদে তাৎ-কালিক মিত্রতা ও শত্রুতা হয়, তাহা লিখিত হইল। যে গ্রহ যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশি হইতে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১১শ ও দ্বাদশ

স্থানস্থিত গ্রহের সহিত পরস্পর তাৎকালিক মিত্রতা হয়। উহার অতিরিক্ত স্থান অর্থাৎ ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও নবম স্থানস্থিত হইলে পরস্পর শত্রুতা হয়।

মন্তব্য—ভট্টোৎপল ও যবনেশ্বর প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে উচ্চস্থ গ্রহের পরস্পর মিত্রতা হয় (অতএব নীচস্থ গ্রহের পরস্পর শত্রুতা হওয়া অসম্ভব নহে)। এতদনুসারে উচ্চস্থ রবি ও উচ্চস্থ শনির তাৎকালিক পরস্পর মিত্রত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। যেমন বড়লোকে বড়লোকে পরস্পর প্রণয় সূচনা হওয়া স্বতঃসিদ্ধ এবং পল্লীস্থ হীনাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায়ই বচসা বিবাদ হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ উচ্চস্থ গ্রহদিগের পরস্পর প্রণয় এবং নীচস্থ গ্রহদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া এবং তদনুসারে ফলাফল কল্পনা করা যুক্তি এবং বিচারসঙ্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তাৎকালিক গ্রহগণের চক্র

গ্রহস্থিত রাশি	তাৎকালিক মিত্র	তাৎকালিক শত্রু
মেষ হইলে	বৃষ, মিথুন, কর্কট, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশিস্থ গ্রহ	সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু ও মেষ রাশিস্থ গ্রহ
বৃষ হইলে	মিথুন, কর্কট, সিংহ, কুম্ভ, মীন ও মেষস্থ গ্রহ	কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও বৃষ রাশিস্থ গ্রহ
মিথুন হইলে	কর্কট, সিংহ, কন্যা, মীন, মেষ ও বৃষ রাশিস্থগ্রহ	তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মিথুন রাশিস্থ গ্রহ

গ্রহস্থিত রাশি	তাৎকালিক মিত্র	তাৎকালিক শত্রু
কর্কট হইলে	সিংহ, কন্যা, তুলা, মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশিস্থ গ্রহ	বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন ও কর্কট রাশিস্থ গ্রহ
সিংহ হইলে	কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, বৃষ, মিথুন ও কর্কট রাশিস্থ গ্রহ	ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ ও সিংহ রাশিস্থ গ্রহ
কন্যা হইলে	তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মিথুন, কর্কট ও সিংহ রাশিস্থ গ্রহ	মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ ও কন্যা রাশিস্থ গ্রহ
তুলা হইলে	বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশিস্থ গ্রহ	কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন ও তুলা রাশিস্থ গ্রহ
বৃশ্চিক হইলে	ধনু, মকর, কুম্ভ, সিংহ, কন্যা ও তুলা রাশিস্থ গ্রহ	মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশিস্থ গ্রহ
ধনু হইলে	মকর, কুম্ভ, মীন, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক রাশিস্থ গ্রহ	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও ধনু রাশিস্থ গ্রহ
মকর হইলে	কুম্ভ, মীন, মেষ, তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু রাশিস্থ গ্রহ	বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা ও মকর রাশিস্থ গ্রহ

গ্রহস্থিত রাশি	তাৎকালিক মিত্র	তাৎকালিক শত্রু
কুম্ভ হইলে	মীন, মেষ, বৃষ, বৃশ্চিক, ধনু ও মকর রাশিস্থ গ্রহ	মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা ও কুম্ভ রাশিস্থ গ্রহ
মীন হইলে	মেষ, বৃষ, মিথুন, ধনু, মকর ও কুম্ভ রাশিস্থ গ্রহ	কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক ও মীন রাশিস্থ গ্রহ
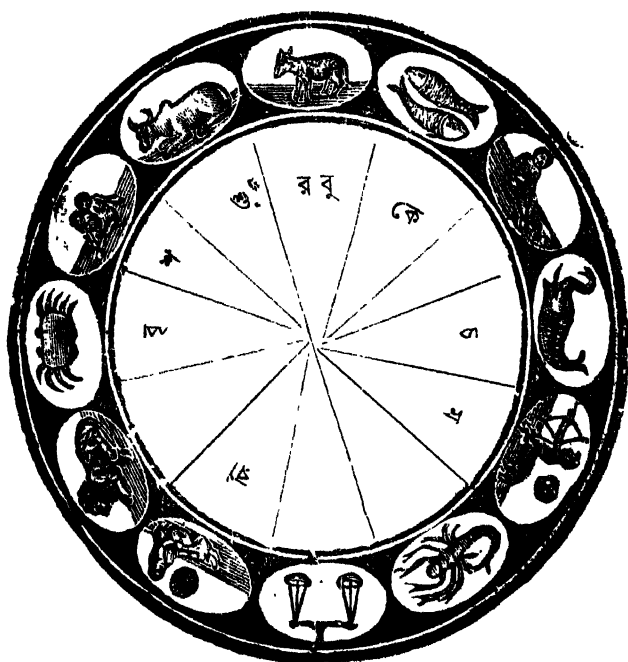
উদাহরণ

এই রাশি চক্রে দেখা যাইতেছে, মেষে রবি আছেন; সুতরাং মেষস্থ বুধ, কন্যাস্থ রাহু ও ধনুস্থ মঙ্গল, রবির তাৎকালিক শত্রু। বৃষ, মিথুন, কর্কট, মকর ও মীনস্থ গ্রহ, যথা ক্রমে শুক্র, শনি, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও কেতু, রবির তাৎকালিক মিত্র। এইরূপে তাৎকালিক শত্রু মিত্র বিচার করিয়া অতি মিত্রাদি সাধন করিবে।

গ্রহাণামধি মিত্রাদি কথনম্

হিত-সম-রিপুসংজ্ঞা যে নিসর্গে নিরুক্তা
অধিহিত-হিত-মধ্যাস্তেঽপি তৎকালমিত্রৈঃ।
রিপু-সম-সুহৃদাখ্যা যে নিসর্গে প্রদিষ্টাঃ
অধিরিপু-রিপু-মধ্যাঃ শত্রুভিশ্চিন্তনীয়াঃ॥

গ্রহদিগের অধিমিত্রাদি, যথা—নৈসর্গিক মিত্র গ্রহের তাৎকালিক পরস্পর, দ্বিতীয় ও দ্বাদশ, তৃতীয় ও একাদশ, চতুর্থ ও দশমস্থানে স্থিতি অনুসারে অধিমিত্রতা (বা অতিমিত্রতা) হয়। নৈসর্গিক সম গ্রহের উক্তরূপ ২য়, ৩য়, ৪র্থ ১০ম, ১১শ ও ১২শ স্থানে অবস্থান হইলে মিত্রতা এবং নৈসর্গিক শত্রুগ্রহের উক্ত রূপ ২।৩।৪।১০।১১।১২ সংখ্যকগৃহে অবস্থান হইলে পরস্পর সমতা হইয়া থাকে। সেইরূপ নৈসর্গিক শত্রুগ্রহের উভয়ের, একরাশি, সপ্তম, ষষ্ঠ ও অষ্টম, বা পঞ্চম ও নবম স্থানে স্থিতি অনুসারে পরস্পর অধিশত্রুতা (বা অতি শত্রুতা) হয়। নৈসর্গিক সমগ্রহের উক্তপ্রকার অবস্থান হইলে শত্রুতা এবং নৈসর্গিক মিত্রগ্রহের উক্তরূপ অবস্থান হইলে সমতা হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, নৈসর্গিক মিত্র গ্রহের তাৎকালিক

মিত্রতা হইলে পরমমিত্রতা, সম ও মিত্রে মিত্রতা, শত্রু ও মিত্রে সমতা হয় এবং শত্রু হইয়া শত্রু হইলে পরম শত্রুতা, সম ও শত্রুতে শত্রুতা এবং মিত্র ও শত্রুতে সমতা হইয়া থাকে। সহজ বোধের জন্য নিম্নে চক্র দেওয়া গেল।

অধিমিত্রাদি চক্র

তাৎকালিক মিত্র	নৈসর্গিক মিত্র হইলে	অধিমিত্র
”	” সম হইলে	মিত্র
”	” শত্রু হইলে	সম
তাৎকালিক শত্রু	নৈসর্গিক মিত্র হইলে	সম
”	” সম ”	শত্রু
”	” শত্রু ”	অধিশত্রু বা অতিশত্রু

অথবা

নৈসর্গিক মিত্রগ্রহ তাৎকালিক পরস্পর

	২।৩।৪।১০।১১।১২ স্থানে থাকিলে	অতিমিত্র
” সমগ্রহ	”	মিত্রগ্রহ
” শত্রুগ্রহ	”	সমগ্রহ

নৈসর্গিক শত্রুগ্রহের উভয়ের মধ্যে

	১।৫।৬।৭।৮।৯ সংখ্যক স্থানে থাকিলে	অধিশত্রু
” সমগ্রহের	”	শত্রু
” মিত্রগ্রহের	”	সম

গ্রহমৈত্রী ফলম্

দম্পত্যোর্মহতী প্রীতির্গ্রহমৈত্র্যাং সমে সমা।
বৈরে বৈরত্বমাপ্নোতি তয়োরেকাধিপে শুভম্॥

বর ও কন্যার জন্ম রাশির অধিপতি গ্রহের পরস্পর মিত্রতা থাকিলে সেই বিবাহে বর ও কন্যা উভয়েরই পরম সুখ ও আনন্দ জন্মিয়া থাকে। সেইরূপ বর ও কন্যার রাশির অধিপতি গ্রহের পরস্পর সমতা হইলে মধ্যমপ্রীতি অর্থাৎ কখনও আনন্দ আবার কখনও নিরানন্দ এবং রাশ্যধিপতিদ্বয়ের শত্রুতা থাকিলে পরস্পর শত্রুতা ও কলহাদি হইয়া থাকে। বর ও কন্যার রাশির অধিপতি গ্রহদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলে যেরূপ আনন্দ ও ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ অনুভব হয়, সেইরূপ উভয়ের রাশির অধিপতি গ্রহ এক হইলেও উক্ত মিত্রতা জন্য সুফল ফলিয়া থাকে। যেমন, বরের রাশি মেষ, কন্যার রাশি সিংহ, এইস্থলে মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল ও সিংহ রাশির অধিপতি রবি। নৈসর্গিক চক্রে উভয়ের মিত্রতা রহিয়াছে সুতরাং শুভ। আর যদি বরের কুম্ভ রাশি এবং কন্যার মকর রাশি হয়, তবে কুম্ভ ও মকর রাশির অধিপতি শনি এক গ্রহ হওয়ায় অত্যন্ত শুভ হইল। রাশির অধিপতি গ্রহগণের সহজে স্থান নিরূপণ করিবার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

রাশ্যধিপকথনম্

কুজ-শুক্র-বুধেন্দ্বর্ক-সৌম্য শুক্রাবনীভুবাম্।
জীবার্কি-ভানুজেজ্যানাং ক্ষেত্রানি স্যুরজাদয়ঃ॥

মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশির, ক্রমশঃ কুজ, শুক্র, বুধ, ইন্দু, অর্ক, সৌম্য, শুক্র, অবনীভু (মঙ্গল), জীব, আর্কি (শনি), ভানুজ

(শনি ` ইজ্যা, (গুরু) ইহারা অধিপতি। অর্থাৎ মেষ ও বৃশ্চিক রাশির অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলা রাশির অধিপতি শুক্র, মিথুন ও কন্যা রাশির অধিপতি বুধ, কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র. সিংহ রাশির অধিপতি রবি, ধনু ও মীন রাশির অধিপতি বৃহস্পতি, মকর ও কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি।

অধিপতি গ্রহের নাম চক্র
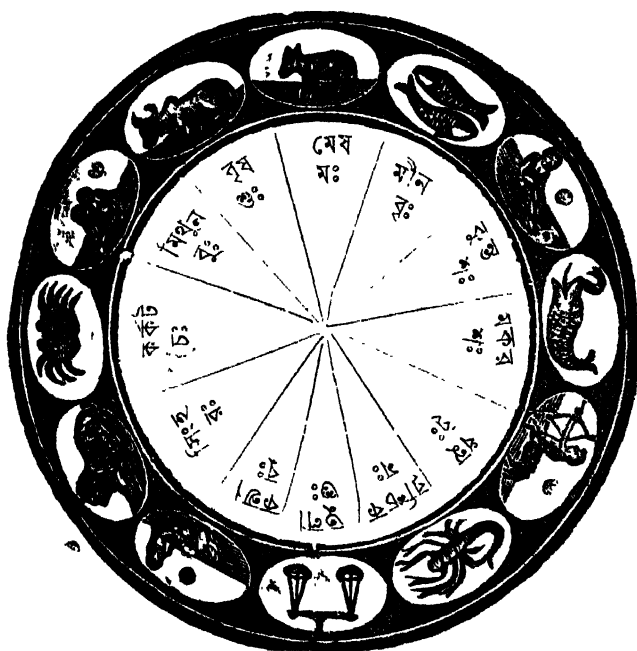
অস্যাপবাদমাহ

তথাচ বৃহন্নারদীয়ে,—

একাদশে তৃতীয়ে বা দশমে চ চতুর্থকে-
গ্রহমৈত্রীং বিনা কুর্য্যাদুভয়োঃ সমসপ্তকে॥

বৃহন্নারদীয় গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, বর ও কন্যার রাশি যদি পরস্পর তৃতীয় ও একাদশ, চতুর্থ ও দশম এবং সমসপ্তম (যেমন—বৃষ রাশির কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির বর, অথবা কর্কট ও মকর) হয়, তাহা হইলে বর ও কন্যার রাশির অধিপতি গ্রহদ্বয়ের মিত্রতা না থাকিলেও বিবাহে শুভ ফল হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ গণকূটম্

স্বাতী-হস্তানুরাধাশ্বি-শ্রবণা-পুষ্য-রেবতী।
পুনর্ব্বসু মৃগশিরা নব-দেবগণঃ স্মৃতঃ॥
পূর্ব্বাত্রয়ং রোহিণী চ-ভরণী চোত্তরাত্রয়ম্।
আর্দ্রা নরগণং প্রাহু মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
জ্যেষ্ঠা মূলা মঘা চিত্রা ধনিষ্ঠা কৃত্তিকা ফণী।
বিশাখা বারুণা চৈব রক্ষোগণ উদাহৃতঃ॥

অন্যচ্চ—,

হস্তাস্বাতী মৃগাশ্বিনী হরি গুরুঃ পৌষ্ণানুরাধাদিতি-
শ্চার্দ্রা রোহিণী চোত্তরাণি ভরণী পূর্ব্বানি ভানিত্রয়ম্।
জ্যেষ্ঠাশ্লেষ বিশাখ মূলবরুণা বস্বগ্নি চিত্রা মঘাঃ
কথ্যন্তে মুনিভির্যথাক্রমবশাদ্দেবানরা রাক্ষসাঃ॥

হস্তা, স্বাতি, মৃগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা ও পুনর্ব্বসু এই নয়টি নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে তাহার (জাতক বা কন্যার) দেবগণ হইবে। এইরূপে আর্দ্রা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া,

পূর্ব্বভাদ্রপদ এই নয়টি নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে নরগণ হইবে। জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, বিশাখা, মূলা, শতভিষা, ধনিষ্ঠা, কৃত্তিকা, চিত্রা ও মঘা এই নয়টি নক্ষত্রের মধ্যে যাহার জন্ম নক্ষত্র পড়িবে তাহারই রাক্ষসগণ হইবে।

প্রকারান্তরে গণনির্ণয়

দে-দেবগণ, মা-মানুষগণ (নরগণ) এবং রা-রাক্ষসগণ।

দে ১, মা ২, রা ৩, মা ৪, দে ৫, মা ৬, দে ৭, দে ৮, রা ৯, রা ১০, মা ১১, মা ১২, দে ১৩, রা ১৪, দে ১৫, রা ১৬, দে ১৭, রা ১৮, রা ১৯, মা ২০, মা ২১, দে ২২, রা ২৩, রা ২৪, মা ২৫, মা ২৬, দে ২৭ গণ নির্ণয়।

নরগণকে মানুষগণ ও রাক্ষসগণকে দেবারিগণও বলে। সহজে গণনির্ণয় করিবার জন্য নিম্নে চক্র দেওয়া হইল।

গণনির্ণয় চক্র

নক্ষত্রের সংখ্যা	নক্ষত্রের নাম	গণের নাম
১।	অশ্বিনী	দেবগণ
২।	ভরণী	নরগণ
৩।	কৃত্তিকা	রাক্ষসগণ
৪।	রোহিণী	নরগণ
৫।	মৃগশিরা	দেবগণ
৬।	আর্দ্রা	নরগণ
৭।	পুনর্ব্বসু	দেবগণ

নক্ষত্রের সংখ্যা	নক্ষত্রের নাম	গণের নাম
৮।	পুষ্যা	দেবগণ
৯।	অশ্লেষা	রাক্ষসগণ
১০।	মঘা	রাক্ষসগণ
১১।	পূর্ব্বফল্গুনী	নরগণ
১২।	উত্তরফল্গুনী	নরগণ
১৩।	হস্তা	দেবগণ
১৪।	চিত্রা	রাক্ষসগণ
১৫।	স্বাতী	দেবগণ
১৬।	বিশাখা	রাক্ষসগণ
১৭।	অনুরাধা	দেবগণ
১৮।	জ্যেষ্ঠা	রাক্ষসগণ
১৯।	মূলা	রাক্ষসগণ
২০।	পূর্ব্বাষাঢ়া	নরগণ
২১।	উত্তরাষাঢ়া	নরগণ
২২।	শ্রবণা	দেবগণ
২৩।	ধনিষ্ঠা	রাক্ষসগণ
২৪।	শতভিষা	রাক্ষসগণ
২৫।	পূর্ব্বভাদ্রপদ	নরগণ
২৬।	উত্তরভাদ্রপদ	নরগণ
২৭।	রেবতী	দেবগণ

গণমিলন ফলম্

স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্মধ্যমা দেবমানুষে।
দেবাসুরে বিরোধঃ স্যান্মৃত্যু মানুষরাক্ষসে॥

'বিরোধ' স্থলে 'বৈরিতা' এই পাঠান্তর রহিয়াছে। স্বজাতিতে বিবাহ হইলে শ্রেষ্ঠ প্রীতি জন্মে। যেমন, রাক্ষসগণের সহিত রাক্ষসগণ, দেবগণের সহিত দেবগণ ও নরগণের সহিত নরগণের বিবাহ হইলে অত্যন্ত সুখ হইয়া থাকে। দেবতা ও মানুষে অর্থাৎ দেবগণ ও নরগণে মিলন হইলে মধ্যমপ্রীতি। অর্থাৎ কখন কখন একটু অশান্তি হইতেও পারে। দেবতা ও অসুরে অর্থাৎ দেবগণ ও রাক্ষসগণে বিবাহ হইলে স্বামী ও স্ত্রীতে বিরোধ বা কলহ হইবে। মানুষ ও রাক্ষসে অর্থাৎ নরগণ ও রাক্ষসগণের বিবাহ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। অর্থাৎ একজন রাক্ষস ও একজন নরগণ হইলে বিবাহ দিবে না, তাহাতে ফল অত্যন্ত অশুভ হইবে। বিশেষ ফল জানিবার জন্য অন্যান্য গ্রন্থের মতও দেওয়া হইল। যথা—

তথাচ মুহূর্ত্তচিন্তামণ ঃ—

নিজ নিজ গণ মধ্যে প্রীতিরত্যুত্তমা স্যা-
দমর মনুজয়োঃ সা মধ্যমা সম্প্রদিষ্টা।
অসুর মনুজয়োশ্চেন্মৃত্যুরেব প্রদিষ্টো
দনুজ বিবুধয়োঃ স্যাদ্বৈরমেকান্তমেব॥

বর ও কন্যা সম গণ হইলে উত্তম প্রীতি, দেব ও নরগণে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষস ও নরে মৃত্যু এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা হইয়া থাকে।

জ্যোতিস্তত্ত্বে—

রাক্ষসী চ যদা কন্যা মানুষশ্চ বরো ভবেৎ।
তদা মৃত্যু র্দূরস্থো নির্দ্ধনত্বমথাপি বা॥

বর ও কন্যার যদি এক গণ হয়, তবে অতিশয় দাম্পত্য প্রীতি হইয়া থাকে। দেব ও মানুষ হইলে মধ্যম সুখ, নর ও রাক্ষসগণে অত্যন্ত অশুভ। জ্যোতিস্তত্ত্বে বলিয়াছেন যে, যদি বরের নরগণ ও কন্যার রাক্ষসগণ হয়, তবে বরের মৃত্যু হয়, অথবা বরের ধনপ্রাপ্তি যোগ হয় না।

বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে—

রক্ষোগণো যদা নারী নরো নরগণো ভবেৎ।
তদোদ্বাহো ন কর্ত্তব্যো যস্মাদ্বৈধব্যদো ধ্রুবম্॥

বৃহৎ দৈবজ্ঞরঞ্জনে বলিয়াছেন যে, রাক্ষসগণ কন্যা ও নরগণ বর হইলে কদাচ বিবাহ দিবে না। যেহেতু, এইরূপ বিবাহে কন্যা বিধবা হয়।

দেবগণা যদা কন্যা রক্ষোগণ সম্ভবো বরো ভবতি।
দম্পত্যোঃ সমতা স্যাৎ পরস্পর প্রীতিরিত্যেকে॥

দেবগণ কন্যা ও রাক্ষসগণ বরে যদি বিবাহ হয়, তবে উক্ত বিবাহে দম্পতীর সাম্য ভাব হয় এবং কেহ কেহ বলেন, উহাতে পরস্পর প্রীতিই হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

বরস্তীব্রগণো বাপি কন্যাচ নৃগণা ভবেৎ।
দুষ্টকূটে গুণাঢ্যেঽপি তত্র মৃত্যু র্নসংশয়ঃ॥

বর রাক্ষসগণ হইয়া যদি কন্যা নরগণ হয়, সেরূপ স্থলে কূট শুদ্ধ না হইলে (অর্থাৎ অন্যান্য কূট শুদ্ধ না থাকিলে) বিবাহ হওয়া উচিত নহে; তাহাতে মৃত্যু হয়।

লল্লমতে তু—

সংবন্ধো নিজ যোনৌ নৃপমিত্র কলত্র পূর্ব্বশস্তঃ।
বধ্বাং নরামরাণাং মধ্যমো নররাক্ষসাং কিঞ্চিৎ॥

সম গণে সম্বন্ধ হইলে উত্তম, দেব নরে মধ্যম, নর রাক্ষসে কিঞ্চিৎ শুভ।

অস্যাপবাদমাদ

তথাচ গর্গ ঃ—

রক্ষোগণো যদা পুংসাং কুমার্য্যা নৃগণো ভবেৎ।
সদ্‌ভকূটং খগপ্রীতি র্যোনিশুদ্ধিঃ শুভস্তদা॥

গর্গ মুনি বলেন, বরের রাক্ষসগণ ও কন্যার নরগণ হইলেও সদ্‌ভকূট অর্থাৎ যদি রাজযোটক প্রভৃতি শুভ মেলক হয় এবং পরস্পর স্ত্রী ও পুরুষের রাশ্যধিপতির মিত্রতা, রাশির বশ্যতা এবং মিত্রযোনি হয়, তবে সেইরূপ বিবাহে কোন দোষ হয় না, বরঞ্চ শুভই হইয়া থাকে।

বশিষ্ট মতে—

গ্রহমৈত্রী রাশিবশ্যং সদ্‌ভকূটং ভবেদ্‌যদি।
সদ্‌গণাভাব জনিতো দোষঃ কোঽপি ন বিদ্যতে॥

বশিষ্ঠ মুনি বলেন, গ্রহমৈত্রাদিযোগে সদ্‌গণের অভাব জনিত দোষ থাকিবে না। অর্থাৎ কন্যার রাক্ষসগণ ও বরের নরগণ হইয়াও যদি

রাজযোটক মিলন হয়, গ্রহের মিত্রতা, বশ্যরাশি, যোনিশুদ্ধি ও বর্ণ শুদ্ধি হয়, তাহা হইলে রাক্ষসগণ কন্যার সহিত বিবাহে কোন দোষ হইবে না।

তথাচ দৈবজ্ঞরঞ্জন-ধৃত কেশববচনম্—

রক্ষোগণো যদি নরো নৃগণা কুমারী
সদ্রাশিকূট খগ মৈত্রী ভযোনিশুদ্ধিঃ।
যদ্যস্তি তত্র শুভদং করপীড়নং চ
বাম ভুবাং খলু যদা নহি নাড়িবেধঃ ॥

কেশবাচার্য্য বলেন, রাক্ষসগণ বর ও নরগণ কন্যা হইয়া যদি রাশিকূট শুভ, গ্রহমৈত্রী, বশ্যরাশি, যোনিশুদ্ধি ও নাড়ীবেধ না থাকে, তবে বিবাহ শুভই হইয়া থাকে।

সদ্ভকূটং যোনি শুদ্ধিগ্র্হ সখ্যং গুণত্রয়ং।
এম্বেকতম সদ্ভাবে নারী রক্ষোগণা শুভা ॥

উত্তমরাশি মেলক, যোনিশুদ্ধি, গ্রহমিত্রতা—এই তিনটির গুণাধিক্য অথবা এই তিনটির মধ্যে একটিও যদি হয়, তবে রাক্ষসগণ কন্যার সহিত বিবাহে কোন দোষ হইবে না।

অত্রিমতে—

রাশীশয়োঃ সুহৃদ্ভাবে মিত্রত্বে চাংশনাথয়োঃ।
গণাদিদোষ্টেঽপ্যুদ্বাহঃ পুত্রপৌত্র প্রবর্দ্ধকঃ ॥

অত্রি মুনি বলেন, রাশির অধিপতিদ্বয়ের মিত্রতা অথবা উভয়ের নবাংশপতির যদি মিত্রতা হয়, তাহা হইলে গণ প্রভৃতি দুষ্ট হইলেও বিবাহে পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি করে। সুতরাং গণ-দোষেও বিবাহ হইতে পারে।

এই স্থলে সহজবোধের জন্য নবাংশবিচার দেওয়া হইল।

নবাংশবিচারঃ

চরাণাং স্বাবধিং কৃত্বা স্থিরাণাং নবমাত্তথা।
দ্ব্যাত্মকানাং পঞ্চমাচ্চ নবাংশান্ গণয়েৎ সুধীঃ॥
রাশে র্নব প্রভাগো যঃ স নবাংশ ইতি স্মৃতঃ।
স্বনবাংশো হি রাশীনাং স্যাদ্ বর্গোত্তম সংজ্ঞকঃ॥

প্রথমে লগ্ন ও গ্রহের স্ফুটাদি স্থির করিয়া সেই অংশ ক্রমে মেষ হইতে ৭২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চক্রদৃষ্টে চর-স্থিরাদি রাশির গণনা করতঃ চররাশি হইলে সেই গৃহ হইতে, স্থির রাশি হইলে তাহার নবম গৃহ হইতে ও দ্ব্যাত্মক রাশি হইলে তাহার পঞ্চম গৃহ হইতে ক্রমশঃ নয়টি রাশির অধিপতি গ্রহ, মেষাদি রাশির প্রথমাদি নবাংশপতি হইবে। রাশি বা লগ্নের নয় ভাগের এক ভাগের নাম নবাংশ। প্রত্যেক রাশির স্বীয় নবাংশকে বর্গোত্তম নবাংশ কহে।

নবাংশাধিপতি

প্রত্যেক রাশির নয়ভাগের একভাগ অর্থাৎ ৩ অংশ ২০ কলাকে নবাংশ কহে; প্রত্যেক রাশিতে ৯টি করিয়া নবাংশ হিসাবে দ্বাদশ রাশির নবাংশ সংখ্যা ১০৮টি। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে নবাংশাধিপতি নিরূপণ করিতে হয়, যথা—মেষ, সিংহ, ধনুঃ এই তিনটি রাশির নবাংশাধিপতি, যথাক্রমে মেষ হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত নয়টি রাশির অধিপতি গ্রহ হইবে; বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিনটি রাশির নবাংশাধিপতি, মকর হইতে কন্যা পর্য্যন্ত ৯টি রাশির অধিপতি গ্রহ হইবে; তুলা, কুম্ভ ও মিথুন এই তিনটি রাশির নবাংশাধিপতি, তুলা হইতে মিথুন পর্য্যন্ত নয়টি

রাশির অধিপতি গ্রহ হইবে এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই তিনটি রাশির নবাংশাধিপতি, কর্কট হইতে মীন পর্য্যন্ত নয়টি রাশির অধিপতি গ্রহ হইবে। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারিটি চররাশি স্বীয় স্বীয় পঞ্চম ও নবম রাশির সহিত পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধে সম্বন্ধী হয় বলিয়া চররাশির নবাংশাধিপতি যেরূপ হয়, সেই চররাশির সম্বন্ধী পঞ্চম ও নবম রাশির পঞ্চম ও নবম রাশির নবাংশাধিপতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। মেষের প্রথম নবাংশাধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় নবাংশের শুক্র, তৃতীয় নবাংশের বুধ ইত্যাদি নিয়মে নবাংশাধিপতি নিরূপিত হইবে। মেষের সম্বন্ধী সিংহ এবং ধনু রাশির নবাংশাধিপতিও উক্তরূপ নিয়মে স্থির করিতে হইবে।

নবাংশ চক্র

নবাংশ ভাগ	অংশ সংখ্যা	রাশির নাম মেষ	বৃষ	মিথুন	সিংহ	কর্কট	কন্যা
১ম	৩।২০	ম	শ	শু	ম	চ	শ
২য়	৬।৪০	শু	শ	ম	শু	র	শ
৩য়	১০।০	বু	বৃ	বৃ	বু	বু	বৃ
৪র্থ	১৩।২০	চ	ম	শ	চ	শু	ম
৫ম	১৬।৪০	র	শু	শ	র	ম	শু
৬ষ্ঠ	২০।০	বু	বু	বৃ	বু	বৃ	বু
৭ম	২৩।২০	শু	চ	ম	শু	শ	চ
৮ম	২৬।৪০	ম	র	শু	ম	শ	র
৯ম	৩০।০	বৃ	বু	বু	বৃ	বৃ	বৃ

নবাংশ ভাগ	অংশ সংখ্যা	রাশির নাম তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৩।২০	শু	চ	ম	শ	শু	চ
২য়	৬।৪০	ম	র	শু	শ	ম	র
৩য়	১০।০	বৃ	বু	বু	বৃ	বৃ	বু
৪র্থ	১৩।২০	শ	শু	চ	ম	শ	শু
৫ম	১৬।৪০	শ	ম	র	শু	শ	ম
৬ষ্ঠ	২০।০	বৃ	বৃ	বু	বু	বৃ	বৃ
৭ম	২৩।২০	ম	শ	শু	চ	ম	শ
৮ম	২৬।৪০	শু	শ	ম	র	শু	শ
৯ম	৩০।০	বু	বৃ	বৃ	বু	বু	বৃ

শৌনক মতে তু-

বর্গ বৈরং যোনি বৈরং গণবৈরং নৃদূরকং।
দুষ্টকূট ফলং সর্ব্বং গ্রহমৈত্রাদ্বিনশ্যতি ॥

মনোরোপি—

গ্রহমৈত্রী চ রজ্জুশ্চ যদি নাড়ী তয়োঃ পৃথক্।
বিবাহঃ শুভদঃ কন্যা রাক্ষসী বা নরো নরঃ ॥

শৌনক বলেন, বর্ণবৈরতা, যোনিবৈরতা এবং পুরুষ দূরে ও কন্যা নিকটে থাকা প্রভৃতি দুষ্টকূটজনিত অশুভ ফল সমূহ গ্রহের মিত্রতায় নষ্ট হইবে। মনুও বলেন, গ্রহের মিত্রতা থাকিলে দুষ্টতারা না হইলে এবং নাড়ী যদি পৃথক্ হয়, তবে কন্যা রাক্ষসগণ ও বর নরগণ হইলেও বিবাহ শুভ হইয়া থাকে।

মুহূর্ত্তকল্পদ্রুমে—

কৃত্তিকা রোহিণী স্বাতী মঘা চোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ন ক্বচিদ্‌গণদোষদে॥

মুহূর্ত্তকল্পদ্রুম গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, কৃত্তিকা, রোহিণী, স্বাতী, মঘা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জাত বর ও কন্যার, ভিন্নগণজনিত দোষ কখনও হইবে না।

সপ্তমংভকূটমাহ

(প্রথমং রাজযোটকম্‌)

একরাশৌ চ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সমসপ্তকে।
চতুর্থ দশকে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথা॥

অত্র সমসপ্তকে ইত্যত্র সমগ্রহণাদ্‌ বিষম সপ্তমে দোষঃ অতো বিষম সপ্তকে বিবাহোনাস্তি।

বর ও কন্যার এক রাশি হইলে অথবা সমসপ্তম (যেমন, বৃষ ও বৃশ্চিক) এবং চতুর্থ ও দশম (যেমন—তুলা ও কর্কট) অথবা তৃতীয় ও একাদশ (যেমন মেষ ও মিথুন) হইলে রাজযোটক মেলক হয়। এই রাজযোটক মেলক সর্ব্ব মিলন হইতে শ্রেষ্ঠ। রাজযোটক প্রশংসা কথনে গণ বর্ণাদির দোষেও রাজযোটকে বিবাহ হইতে পারে বলা হইয়াছে। কিন্তু যদি উক্তবিধ সংযোগে রাজযোটক মিলন হইয়া বর্ণশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি, গ্রহমিত্রতা, গণমিত্রতা, মিত্র-যোনি প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের সুখসৌভাগ্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দম্পতীর সুস্থ শরীরে সংসার

নির্ব্বাহ করা, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি, সম্মান বৃদ্ধি প্রভৃতি ফল লাভ হইয়া থাকে। বিষম সপ্তম হইলে (মেষ ও তুলা, সিংহ ও কুম্ভ) বিবাহ হইবে না।

রাজযোটক-ফল কথনম্

একরাশৌ মহাপ্রীতিশ্চতুর্থদশমে সুখম্।
তৃতীয়ৈকাদশে বিত্তং সুপ্রজা সমসপ্তকে ॥

বর ও কন্যার একরাশি হইলে অত্যন্ত প্রীতি হয়, চতুর্থ ও দশমে সুখ, তৃতীয় ও একাদশে অর্থবৃদ্ধি ও সমসপ্তমমিলনে বিবাহ হইলে শ্রেষ্ঠ পুত্রলাভ হইয়া থাকে।

তথাচ সংহিতাপ্রদীপে—

সৌভাগ্য পুত্র ধনলাভকৃদেকরাশৌ
প্রীত্যর্থভোগ সুখদঃ সমসপ্তকেষু।
ত্র্যায়ে চতুর্থ দশমেঽপি চ রাশিকূটে
প্রীত্যর্থ সৌখ্য কুলবৃদ্ধিকরো বিবাহঃ॥

সংহিতাপ্রদীপ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, একরাশি মিলনে বিবাহ হইলে সৌভাগ্য, পুত্র ও ধনলাভ হয়। এইরূপ সমসপ্তমে প্রীতি, অর্থ লাভ, সুখ ও উত্তম ভোগ এবং তৃতীয় একাদশ ও চতুর্থ দশম রাশিকূটে বিবাহ হইলে প্রীতি, অর্থলাভ, সৌখ্য, বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাজযোটক প্রশংসা

ন রাজযোগে গ্রহ-বৈরিতা চ ন তারা-শুদ্ধি র্ন গণত্রয়ং স্যাৎ।
ন নাড়ী-দোষো ন চ বর্ণ-দুষ্টি র্গর্গাদয়স্তে মুনয়ো বদন্তি॥

রাজমার্ত্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, গর্গাদি মুনিগণ বলিতেছেন বর ও কন্যার যদি রাজযোটক মিলন হয়, তাহাতে উভয়ের রাশির অধিপতিদ্বয়ের শত্রুতা, বরের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার নক্ষত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরি বা বধতারা হয় এবং উভয়ের মধ্যে একের রাক্ষসগণ ও অপরের নরগণ হয়, অথবা নাড়ীবেধ হয় অর্থাৎ উভয়ের একনাড়ী হয় কিম্বা কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হয় তবে, রাজযোটকের অত্যন্ত শুভফল বশতঃ ঐ সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ রাজযোটকে গ্রহ-শত্রুতাদি দোষ দ্বারা কোন অনিষ্ট হইবে না।

চতুর্থ দশমাদৌ বিশেষঃ

চতুর্থ দশমে বন্ধ্যা পুত্রিণী দশতূর্য্যকে।
তৃতীয়ৈকাদশে দুঃখী সুখী চৈকাদশত্রিকে॥

যদি কন্যা বর হইতে চতুর্থ অথবা কন্যা অপেক্ষা বর দশম হয় তবে কন্যা বন্ধ্যা হইবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ বরের রাশি হইতে কন্যা দশম ও কন্যার রাশি হইতে বর চতুর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ বিবাহিতা কন্যা পুত্রবতী হইবে। এইরূপ যদি বর হইতে কন্যা তৃতীয় এবং কন্যা হইতে বর একাদশ রাশি হয় তবে ঐ বিবাহে পরস্পর দুঃখভোগ করিবে। কন্যা হইতে বর তৃতীয় ও বর হইতে কন্যা একাদশ হইলে অত্যন্ত সুখভোগ করিয়া থাকে।

দম্পত্যোরেকরাশিনক্ষত্রযোগে বিশেষ ফলম্

একর্ক্ষা চ যদা কন্যা রাশ্যেকা চ যদা ভবেৎ।
ধনপুত্রবতী সাধ্বী ভর্ত্তা চ চিরজীবকঃ॥

নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশি-
র্দম্পতী তত্র সুখং লভেতাম্।
বিভিন্নমৃক্ষং যদি চৈক রাশি-
স্তদা বিবাহঃ সুতসৌখ্যদায়ী ॥

একনক্ষত্র ও একরাশিযোগে বিশেষ ফল, যথা—যদি কন্যা ও বরের একনক্ষত্র হইয়া একরাশি হয়, অথচ কন্যার বালবৈধব্য, ধনহানি ও পুত্রনাশাদি অশুভ যোগ না থাকে তবে ঐ বিবাহে কন্যা ধনবতী, পুত্রবতী, সতী সাধ্বী ও অত্যন্ত সুখভোগিনী হয় এবং তাহার স্বামী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে।

বর ও কন্যার যদি একনক্ষত্র হইয়া ভিন্নরাশি হয় (যেমন বর ও কন্যা দুই জনেরই জন্মনক্ষত্র কৃত্তিকা; কিন্তু কৃত্তিকার প্রথম পাদে জন্ম জন্য একজনের মেষরাশি ও কৃত্তিকার তৃতীয় পাদে জন্ম জন্য আর একজনের বৃষরাশি), তবে ঐরূপ বিবাহে স্ত্রী, স্বামী কেহই সুখলাভ করিবে না। বরঞ্চ যদি একরাশি হইয়া ভিন্ননক্ষত্র হয়, তাহা হইলে বিবাহে উভয়ের পরস্পর সুখ ও সৌভাগ্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বিষম সপ্তম কথনম্

যোটকে সপ্তকে মেষে তুলে যুগ্মহয়ৌ তথা।
সিংহ ঘটৌ সদা বর্জ্জ্যৌ মৃতিং তত্রাব্রবীচ্ছিবঃ ॥

বর ও কন্যা পরস্পরের রাশি মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনু, সিংহ ও কুম্ভ হয়, তাহা হইলে বিষমসপ্তম মিলন হয়, ইহাতে কদাচ বিবাহ দিবে না। কারণ, এইরূপ বিবাহে মৃত্যু হইয়া থাকে। এস্থলে

কাহার মৃত্যু হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অথবা দুইয়ের মধ্যে যে কেহ একজনের মৃত্যু হইতে পারে। ইহা শিব বলিয়াছেন। এইরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, এ বিবাহে মৃত্যু হইবেই, ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং ইহা ভাবিয়া বিচার করিবে।

বিষমসপ্তম দোষ পরিহারঃ

তথাচ বৃহদ্‌বিবাহকুণ্ডল্যাম—

রাশিনাথে বিরুদ্ধেঽপি
মিত্রত্বে চাংশ নাথয়োঃ।
বিবাহং কারয়েদ্ধীমান্
দম্পত্যোঃ সৌখ্যবর্দ্ধনম্॥

জগন্মোহনে তু—

রাশিনাথে বিরুদ্ধেঽপি
সবলা বংশকাধিপৌ।
তত্তন্মৈত্রেঽপি কর্ত্তব্যং
দম্পত্যোঃ সুখমিচ্ছতা॥

অত্রি মতে চ—

রাশীশয়োঃ সুহৃদ্ ভাবে
মিত্রত্বে চাংশ নাথয়োঃ।
গণাদি দোষেঽপ্যুদ্বাহঃ
পুত্র পৌত্র প্রবর্দ্ধকঃ॥

বিষম সপ্তম দোষের প্রধান অর্থই হইল, পরস্পর রাশির অধিপতি গ্রহের শত্রুতা। সুতরাং যে স্থলে অন্যান্য সাতটি কূটের মধ্যে অধিকাংশই শুভ সে স্থলে যদি উক্ত বিষম সপ্তম যোটক হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে নৈসর্গিক গ্রহ মিত্রতা না থাকিলেও তাৎকালিক বিচারে যদি গ্রহমিত্রতা হয়, অথবা উভয়ের নবাংশপতি গ্রহ দ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকে, কিম্বা বলাবল বিচারে উভয়ের রাশির অধিপতি বা উভয়ের নবাংশ অধিপতিদ্বয়ের মধ্যে যে কেহ বলবান্ হয়, তবে ভকূট জনিত দোষ হইবে না। এইরূপ স্থলে বিবাহ সুখকারক হইবে।

চতুর্থ দশমে বিশেষঃ

তথাচ বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে—

তুলা মৃগেণাথ বৃষেণ সিংহো
মেষেণ কীটো মিথুনেন মীনঃ।
চাপেন কন্যা ঘটভেন চালি-
র্দৌর্ভাগ্য দৈন্যে দশ তূর্য্যকেঽস্মিন্॥

মকরের সহিত তুলা, বৃষের সহিত সিংহ, মেষের সহিত কর্কট, মিথুনের সহিত মীন, ধনুর সহিত কন্যা ও কুম্ভের সহিত বৃশ্চিক রাশির বিবাহে দুর্ভাগ্য ও দৈন্যতা বৃদ্ধি হয়। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি যদি চতুর্থ হয় তবেই এই ফল। অন্যথায় শুভ।

সমসপ্তমে বিশেষঃ

তথাচ বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে—

মৃগঃ কুলীরেণ ঘটেন সিংহো
বৈরপ্রদঃ স্যাৎ সমসপ্তকোঽয়ম্।

অন্যচ্চ—

মকরে কর্কটে চৈব কুম্ভে সিংহে তথৈব চ।
যদি স্যাৎ সপ্তমোহন্যোহন্যং বৈধব্যং তত্র নির্দ্দিশেৎ॥

বৃহৎদৈবজ্ঞরঞ্জন গ্রন্থে বলিয়াছেন,—মকর ও কর্কট, সিংহ ও কুম্ভে সমসপ্তম হইলেও বিবাহে শত্রুতা বৃদ্ধি করে। এস্থলে পরস্পর সপ্তম দৃষ্টি থাকায় সম শব্দের অর্থ সমান দৃষ্টি ধরিয়া বিষমসপ্তম সিংহ ও কুম্ভ রাশিতে বিবাহে সমসপ্তমের তুল্য বলা হইয়াছে। কেন না পর বচনে বলিতেছেন, মকর ও কর্কট সমসপ্তম হইলে ও উহাতে বিবাহ হইলে কন্যা বিধবা হয়। ইহা মতান্তর।

একরাশৌ বিশেষঃ

তথাচ নারদ ঃ—

একর্ক্ষে চৈকরাশৌ চ বিবাহঃ প্রাণহানিদঃ।

যদি বর ও কন্যার উভয়ের এক নক্ষত্র ও এক রাশি হয়। তবে বিবাহ হইলে উভয়েরই প্রাণনাশ হইয়া থাকে। ইহা নারদ মুনি বলিয়াছেন।

তৎপ্রতিপ্রসবমাহ

বশিষ্ট ঃ—

দম্পত্যো র্জন্মভে চৈকরাশৌ চ নিধনং তয়োঃ।
একস্য চ তাথোদ্‌বাহে কিঞ্চিদ্‌ ভেদেঽপি বা ন বা॥
একগৃহে সম্ভাবনাং ভবতি বিবাহঃ সুতার্থ সম্পত্ত্যৈ।
যদ্যুভয়োরেকর্ক্ষে ভবতি চ যদা চাংশাকো ভিন্নঃ॥

বর ও কন্যার একরাশি একনক্ষত্র হইয়া যদি নক্ষত্রের অংশ ভিন্ন হয়, তবে বিবাহ হইতে পারে। তাহাতেই ফল শুভ। অন্যথায়, পুত্রহানি ও রোগাদি হইবার সম্ভাবনা।

একনক্ষত্রাদৌ বিশেষঃ

তথাচ অত্রি ঃ—

একরাশৌ পৃথগ্‌ ধিষ্ণে পৃথগ্‌রাশৌ তথৈকভে।
একাংশেঽপি কৃতোদ্‌বাহঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যোঽধমঃ ক্রমাৎ॥

বর ও কন্যার একরাশি হইয়া যদি পৃথক্ নক্ষত্র হয়, অথবা ভিন্নরাশি হইয়া যদি একনক্ষত্র হয় কিম্বা উভয়ের একরাশি ও একনক্ষত্র হইয়া যদি নক্ষত্রের অংশ সমান না হয়, তবে ঐরূপ যোগকে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ, অল্প-মধ্যম, ও অধম যোগ বলা হইয়াছে। ইহা বিচার করিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে রাজযোটক-মিলন চক্র দেওয়া গেল।

রাজযোটক-মিলন চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	রাজযোটক
মেষ রাশি	মেষ, মকর ও কুম্ভ রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	মিথুন ও কর্কট রাশি	উত্তম মিল
বৃষ রাশি	বৃষ, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীন রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	কর্কট ও সিংহ রাশি	উত্তম মিল
মিথুন রাশি	মিথুন, মীন ও মেষ রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	সিংহ ও কন্যা রাশি	উত্তম মিল

বরের রাশি	কন্যার রাশি	রাজযোটক
কর্কট রাশি	কর্কট, মকর, মেষ ও বৃষ রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	কন্যা ও তুলা রাশি	উত্তম মিল
সিংহ রাশি	সিংহ, বৃষ ও মিথুন রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	তুলা ও বৃশ্চিক রাশি	উত্তম মিল
কন্যা রাশি	কন্যা, মীন, মিথুন ও কর্কট রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	বৃশ্চিক ও ধনু রাশি	উত্তম মিল
তুলা রাশি	তুলা, কর্কট ও সিংহ রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	ধনু ও মকর রাশি	উত্তম মিল
বৃশ্চিক রাশি	বৃশ্চিক, বৃষ, সিংহ ও কন্যা রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	মকর ও কুম্ভ রাশি	উত্তম মিল
ধনু রাশি	ধনু, কন্যা ও তুলা রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	কুম্ভ ও মীন রাশি	উত্তম মিল
মকর রাশি	মকর, কর্কট, তুলা ও বৃশ্চিক রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	মীন ও মেষ রাশি	উত্তম মিল
কুম্ভ রাশি	কুম্ভ, বৃশ্চিক ও ধনু রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	মেষ ও বৃষ রাশি	উত্তম মিল

বরের রাশি	কন্যার রাশি	রাজযোটক
মীন রাশি	মীন, কন্যা, ধনু ও মকর রাশি	অতি উত্তম মিল
,,	বৃষ ও মিথুন রাশি	উত্তম মিল

বিষম সপ্তমে বিষয়ান্তরমাহ

অন্যচ্চ বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে—

রাশি নাথেঽপি নেষ্টত্বে বলিষ্ঠে চাংশকাধিপে।
বিবাহস্তত্র কর্ত্তব্যো দম্পত্যোঃ সুখমিচ্ছতা ॥

বিষম সপ্তম মিলনে রাশির অধিপতিদ্বয় পরস্পর শক্র হইলেও নবাংশতি গ্রহের পরস্পর মিত্রতা থাকিলে বিবাহ হইতে পারে। এই বিষয়ে অত্রি মুনি বলিতেছেন,—

রাশি মৈত্রে শুভে লব্ধে গ্রহমৈত্রীং ন চিন্তয়েৎ ॥

যদি বর ও কন্যার রাশির পরস্পর মিত্রতা থাকে, তবে গ্রহমিত্রতা না থাকিলেও কোন দোষ হইবে না। এই জন্য কুম্ভ ও সিংহ রাশির পরস্পর মিত্রতা থাকায় গ্রহদ্বয়ের শক্রতায় ক্ষতি হইবেনা।

তথাচ বিবাহবৃন্দাবনে—

ইতি তুলা জিতুম প্রমদা ধনুঃ
প্রথম খণ্ডমখণ্ডফলং জগুঃ।
সতত মস্তপতি দ্বিষদীশ্বরং
নববলং বলবন্ধ্যপতিং ত্যজেৎ ॥

এই প্রকারে বিচার দ্বারা তুলা, মিথুন, কন্যা ও ধনুর প্রথম খণ্ড এবং কুম্ভ এই কয়টি রাশির অধিপতির সহিত অন্তরাশির অধিপতির শত্রুতা থাকিলেও পূর্ণফল লাভ হইয়া থাকে ; ইহা যবনাদি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। তবে এই স্থলে উক্ত রাশি সকল বরের হওয়া চাই। কন্যার হইলে নবাংশপতির মিত্রতা ভিন্ন শত্রুযোগ ত্যাগ করিবে।

মন্তব্য। তুলা, জিতুম (মিথুন), প্রমদা (কন্যা), ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ অখণ্ড (কুম্ভ),—ইহারা দ্বিপদরাশি ইহা প্রসিদ্ধ। ধনুরাশির অস্তাংশ অর্থাৎ সপ্তম মিথুনরাশি। ইহাদের রাশির অধিপতি বৃহস্পতি ও বুধের শত্রুতা হইলেও যবন মতে মিত্রতা আছে, এই জন্য ধনু ও মিথুনরাশিযোগে বিষম সপ্তমে মিলন শুভ। এইরূপ কন্যার অস্তাংশ অর্থাৎ সপ্তমরাশি মীন তাহাদেরও স্বামিগ্রহ বুধ ও বৃহস্পতির সমশত্রুতাযোগেও যবন মতে মিত্রতা থাকায় শুভ। কুম্ভরাশির অস্তাংশ সিংহ, উভয়ের অধিপতি শনি ও রবির পরস্পর শত্রুতা থাকায় শুভ নহে, কিন্তু রাশি-মিত্রতা জন্য শুভ হইলে ও নবাংশপতির মিত্রতা থাকিলে বিবাহ দিবে।

এই বিষম সপ্তম মিলন বিষয়ে বহু মুনি ও যবনাচার্য্য, সত্যাচার্য্য ও বরাহ মিহির প্রভৃতির একরূপ মত থাকায় এই ব্যবস্থা দেওয়া হইল। এই স্থলে সহজ বোধের জন্য বিষম সপ্তম মিলন চক্র প্রদত্ত হইল।

বিষম সপ্তম মিলন চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	ফল
মেষ রাশি	তুলা রাশি	হানি
মিথুন রাশি	ধনু রাশি	ক্ষতি
সিংহ রাশি	কুম্ভ রাশি	শুভ

বরের রাশি	কন্যার রাশি	ফল
তুলা রাশি	মেষ রাশি	মধ্যম
ধনু রাশি	মিথুন রাশি	ক্ষতি
কুম্ভ রাশি	সিংহ রাশি	শুভ

কুম্ভ ও সিংহ রাশির অধিপতিদ্বয়ের পরস্পর শত্রুতা হইলেও রাশির মিত্রতা জন্য ও অন্যান্য কূট শুভ হইলে এইরূপ বিষম সপ্তমে বিবাহ হইতে পারে।

মিত্রদ্বিদ্বাদশ কথনম্

চাপে মৃগেন্দ্রে ঘটভে মৃগে বা
মেষে ঝষে সিংহ কুলীরকেষু।
যুগ্মে বৃষে তৌলধরে যুবত্যাং
দ্বিদ্বাদশে চার্থকরা ভবন্তি॥

ধনুরাশির বরের সহিত বৃশ্চিকরাশির কন্যার, এরূপ কুম্ভরাশির সহিত মকররাশির, মেষরাশির সহিত মীনরাশির, সিংহরাশির সহিত কর্কটরাশির, মিথুনরাশির সহিত বৃষরাশির এবং তুলারাশির সহিত কন্যারাশির যে মিলন তাহাকে মিত্রদ্বিদ্বাদশ মিলন কহে। ইহাতে বিবাহ হইলে অর্থবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মিত্র দ্বিদ্বাদশে বিশেষ ফলমাহ

তথাচ জগন্মোহনে কশ্যপ বশিষ্ঠৌ—

আয়ুষ্য সম্পৎ সুতভোগ সম্পৎ
পুত্রার্থসম্পৎ পতিসৌখ্য সম্পৎ।

সৌভাগ্য সম্পদ্ধনধান্য সম্পৎ
ঝষাদি যুগ্মে ক্রমতঃ ফলানি ॥

মীনাদি যুগ্ম অর্থাৎ মীনরাশির কন্যা ও মেষরাশির বর এইরূপ মিত্র দ্বিদ্বাদশ মিলনে ক্রমশঃ আয়ুবৃদ্ধি, পুত্রবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যভোগ, পুত্র এবং অর্থবৃদ্ধি, পতিসুখ বৃদ্ধি, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, ধন ও ভূসম্পত্তিবৃদ্ধিরূপ অত্যন্ত শুভ ফল হইয়া থাকে।

সহজ বোধের জন্য নিম্নে মিত্রদ্বিদ্বাদশ ও অরিদ্বিদ্বাদশ মিলনের চক্র দেওয়া হইল।

মিত্রদ্বিদ্বাদশ মিলন চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন ফল
মেষ	মীন	পুত্রবতী ও স্বামিপ্রিয়া
বৃষ	মিথুন	ধনহানি
মিথুন	বৃষ	পুত্রবতী ও স্বামিপ্রিয়া
কর্কট	সিংহ	ধনহানি
সিংহ	কর্কট	পুত্রবতী ও স্বামিপ্রিয়া
কন্যা	তুলা	ধনহানি
তুলা	কন্যা	পুত্রবতী ও স্বামিপ্রিয়া
বৃশ্চিক	ধনু	ধনহানি
ধনু	বৃশ্চিক	পুত্রবতী ও স্বামিপ্রিয়া
মকর	কুম্ভ	ধনহানি
কুম্ভ	মকর	পুত্রবতী ও স্বামিপ্রিয়া
মীন	মেষ	ধনহানি

অরিদ্বিদ্বাদশকথনম্

চাপে মৃগে বা ঘটভে চ মীনে
মেষে বৃষে বা মিথুনে চ কর্কে।
সিংহে যুবত্যাঞ্চ তুলালিযোগে
দ্বিদ্বাদশে চাত্র ধন প্রহানিঃ ॥

ধনুরাশি বরের সহিত মকররাশি কন্যার, এইরূপে কুম্ভ ও মীন, মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিকরাশির মিলনকে অরিদ্বিদ্বাদশ কহে। ইহাতে বিবাহ হইলে অর্থহানি হইয়া থাকে ; সুতরাং এরূপ মিলনে কদাচ বিবাহ দিবে না।

অরিদ্বিদ্বাদশে বিশেষ ফলমাহ

অজাদি যুগ্মে ক্রমতঃ ফলানি বৈধব্য মৃত্যুর্ব্বধ বন্ধনানি।
বিয়োগ সন্তাপ মতীব দুঃখং বশিষ্ঠ গর্গ প্রমুখৈঃ স্মৃতানি ॥

অজাদি যুগ্মে অর্থাৎ মেষরাশির বর ও বৃষরাশির কন্যা এইরূপ অরিদ্বিদ্বাদশ মিলনে ক্রমশঃ বৈধব্য, মৃত্যু, বধ ও বন্ধন, বিয়োগ (বিচ্ছেদ) সন্তাপ, অত্যন্ত দুঃখ প্রভৃতি অশুভ ফল হইয়া থাকে। অতএব উক্তরূপ ফলাদি বিচার করিয়া বিবাহ দিবে।

অরিদ্বিদ্বাদশ মিলন চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন ফল
মেষ	বৃষ	অত্যন্ত অশুভ
বৃষ	মেষ	অল্প অশুভ
মিথুন	কর্কট	অত্যন্ত অশুভ

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন ফল
কর্কট	মিথুন	অল্প অশুভ
সিংহ	কন্যা	অত্যন্ত অশুভ
কন্যা	সিংহ	অল্প অশুভ
তুলা	বৃশ্চিক	অত্যন্ত অশুভ
বৃশ্চিক	তুলা	অল্প অশুভ
ধনুঃ	মকর	অত্যন্ত অশুভ
মকর	ধনুঃ	অল্প অশুভ
কুম্ভ	মীন	অত্যন্ত অশুভ
মীন	কুম্ভ	অল্প অশুভ

অরিষড়ষ্টকমাহ

তথাচ জ্যোতিস্তত্ত্বে —

মকরঃ করিকুলরিপুণা
কন্যা মেষেণ সহ ঝষস্তুলয়া।
কার্কি ঘটৌ বৃষধনুষী
বৃশ্চিকমিথুনৌ চারিবিধৌ ॥

রাজমার্ত্তণ্ডে চ —

মকর সকেশরি মেষযুবত্যা
তুলধর মীন কুলীর ঘটেষু।
ধন বৃষ বৃশ্চিক মন্মথগামী
মরণকরাস্তু ষড়াষ্টকযোগাঃ ॥

সিংহরাশির বরের সহিত মকররাশির কন্যার, এইরূপ মেষের সহিত কন্যার, তুলার সহিত মীনের, কুম্ভের সহিত কর্কটের, ধনুর সহিত বৃষের, মিথুনের সহিত বৃশ্চিকরাশির যে মিলন, তাহাকে অরিষড়ষ্টক কহে। এইরূপ অরিষড়ষ্টকে বিবাহ হইলে অত্যন্ত অশুভ হয় এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথমটি কন্যার ও দ্বিতীয়টি বরের রাশি হইলেও দোষাবহ হইয়া থাকে, যদি দ্বিতীয় প্রমাণে দোষ না হয়, এবং অন্যান্য মিল ভাল থাকে, তাহা হইলে মধ্যম যোগ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ষড়ষ্টক প্রমাণম্

যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ ষষ্ঠে চ কন্যকা।
ষড়ষ্টকং বিজানীয়াদ্ বর্জ্জিতং ত্রিদশৈরপি॥

যদি কন্যার অর্থাৎ স্ত্রীসংজ্ঞক রাশির অষ্টমে ভর্ত্তা অর্থাৎ পুংসংজ্ঞক রাশি, এবং পুংসংজ্ঞক রাশির ষষ্ঠে স্ত্রীসংজ্ঞক রাশি হয়, তাহাকে ষড়ষ্টক দোষ বলিয়া থাকে। এইরূপ মিলন দেবতাগণেরও পরিত্যজ্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যদি উভয় বচনে মিল থাকে, তবেই প্রবল ষড়ষ্টক দোষ হয়। অতএব এরূপ মিলনে কদাচ বিবাহ দিবে না।

অনেকে এই বচনের অর্থ করিতে গিয়া কন্যা ও বরের রাশি হইতে ষষ্ঠাষ্টম বিচার করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহা নহে। কারণ মুহূর্ত্তচিন্তামণির টীকায় বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, স্ত্রীসংজ্ঞক (১৬ পৃষ্ঠায় সংজ্ঞাচক্র দ্রষ্টব্য) ও পুরুষসংজ্ঞক রাশি হইতেই ইহার বিচার হইয়া থাকে।

তথাচ বশিষ্ঠ :—

বিষমাৎ কন্যকা রাশিঃ ষষ্ঠং ষষ্ঠাষ্টকে ন সৎ।
সমাৎ ষষ্ঠং শুভং জ্ঞেয়ং বৈপরীত্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥

বিষম রাশি (পুরুষ সংজ্ঞক রাশি) হইতে কন্যার রাশি যদি ষষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ষড়ষ্টক মিলনে অশুভ; এবং সম রাশি (স্ত্রী সংজ্ঞক রাশি) হইতে বরের রাশি যদি ষষ্ঠ হয়, তবে উক্ত যোগে বিবাহ শুভদায়ক হইবে। তাহার বিপরীত হইলে অশুভ।

অরিষড়ষ্টক-মিলন চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন ফল
মেষ	কন্যা	বিশেষ অশুভ
বৃষ	ধনু	মধ্যম অশুভ
মিথুন	বৃশ্চিক	বিশেষ অশুভ
কর্কট	কুম্ভ	মধ্যম অশুভ
সিংহ	মকর	বিশেষ অশুভ
কন্যা	মেষ	মধ্যম অশুভ
তুলা	মীন	বিশেষ অশুভ
বৃশ্চিক	মিথুন	মধ্যম অশুভ
ধনুঃ	বৃষ	বিশেষ অশুভ
মকর	সিংহ	মধ্যম অশুভ
কুম্ভ	কর্কট	বিশেষ অশুভ
মীন	তুলা	মধ্যম অশুভ

মিত্রষড়ষ্টকমাহ

মকর সমেতং মিথুনং
কন্যাকলসৌ মৃগেন্দ্রমীনৌ চ।
বৃষভতুলে অলিমেষৌ
কর্কট ধনুষি চ মিত্রবিধৌ ॥

মকররাশির কন্যার সহিত মিথুনরাশির বরের মিলনকে মিত্রষড়ষ্টক বলে। কন্যা ও কুম্ভ, মীন ও সিংহ, বৃষ ও তুলা, বৃশ্চিক ও মেষ এবং কর্কট ও ধনু যথাক্রমে কন্যা ও বরের রাশি হইলে মিত্রষড়ষ্টক হইয়া থাকে। এইরূপ যোটকে বিবাহ হইলে শুভ হইয়া থাকে। এই স্থলে পরস্পর গ্রহের মিত্রতা থাকায় শুভ। অরিষড়ষ্টক মিলনের দ্বিতীয় বচনে কন্যাষ্টমাদি দোষ হইলেও মিত্রতা জন্য অশুভ হইবে না।

সহজ বোধের জন্য নিম্নে মিত্রষড়কষ্টক চক্র দেওয়া হইল।

মিত্র ষড়ষ্টক চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন ফল
মেষ	বৃশ্চিক	শুভ
বৃষ	তুলা	সম
মিথুন	মকর	শুভ
কর্কট	ধনুঃ	সম
সিংহ	মীন	শুভ
কন্যা	কুম্ভ	সম
তুলা	বৃষ	শুভ

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন ফল
বৃশ্চিক	মেষ	সম
ধনুঃ	কর্কট	শুভ
মকর	মিথুন	সম
কুম্ভ	কন্যা	শুভ
মীন	সিংহ	সম

ষড়ষ্টক প্রতিপ্রসবমাহ

তথাচ বরাহঃ—

ষড়ষ্টকেঽপি ভবনাধিপ মিত্রভাব-
মৈকাধিপত্য মবলোক্য বরস্য রাশিম্।
কার্য্যো বিবাহ সময়ঃ শুভকৃৎ স উক্ত-
স্তারা ভবেদ্ যদি পরস্পরতো বিশুদ্ধা ॥

উক্ত ষড়ষ্টক যোগে যদি বর ও কন্যার রাশ্যধিপতি গ্রহদ্বয় পরস্পর মিত্র বা এক হয়, এবং উভয়ের তারা যদি শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উক্ত ষড়ষ্টক যোটক, বিবাহে মঙ্গল সাধন করে।

দেখা যায়, উক্ত অরিষ্টক কেবলমাত্র রাশির অধিপতির পরস্পর শত্রুতা থাকার জন্য হইয়া থাকে। সুতরাং মিত্রতা যোগ হওয়া অসম্ভব; কাজেই মিলন অশুভ।

ষড়ষ্টকাদি ফলম্

মরণং নাড়ীযোগে কলহঃ ষট্‌কাষ্টকে বিপত্তির্ব্বা।
অনপত্যতা চ ত্রিকোণে দ্বি-দ্বাদশে চ দারিদ্র্যম্ ॥

সমসপ্তকে বিবাহে ভবতি সখিত্বং শুভঞ্চৈব।
একাদশে তৃতীয়ে কুলবৃদ্ধি র্ভবতি চাশু নিয়মেন॥

ষড়ষ্টকাদি দোষের ফল, যথা—নাড়ীবেধের ফল—মৃত্যু, মিত্রষড়ষ্টকের ফল—কলহ, অরিষড়ষ্টকের ফল—মৃত্যু (পূর্ব্বে ষড়ষ্টক দোষের মৃত্যু ফল নির্দ্দিষ্ট হইলেও, এখানে বিশেষ বিধি দ্বারা অরিষড়ষ্টকেই মৃত্যু ফল নিরূপিত হইল), নবপঞ্চকের ফল—অনপত্যতা, দ্বি-দ্বাদশের ফল—দারিদ্র্য, সমসপ্তমের ফল—বন্ধুত্ব শুভ ও সৌখ্য, এবং তৃতীয় একাদশে আশু কুলবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ বধূ অল্প বয়সেই সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়া থাকেন এবং প্রায় প্রতিবর্ষেই এক একটি ফললাভ হেতু বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে!

ষড়ষ্টকাদৌ প্রতিপ্রসবমাহ

সৌহৃদ্যে হ্যুভয়ো র্দ্বয়োরপি তয়ো রেকাধিপত্যেঽপি চ
তারা ষষ্ঠ সুমিত্র মিত্রজনন ক্ষেমাচ সম্পদ্ যদি।
ষট্ কাষ্টে নব-পঞ্চমে ব্যয়-ধনে যোগেঽপি পুংযোষিতোঃ
প্রীত্যায়ুঃ সুখবৃদ্ধি-পুষ্টি-জনকঃ কার্য্যো বিবাহস্তদা॥

ষড়ষ্টকাদি দোষের প্রতিপ্রসব, যথা—বর ও কন্যার রাশ্যাধিপ গ্রহ দ্বয়ের যদি মিত্রতা থাকে বা উভয়ের রাশ্যধিপ গ্রহ এক হয় এবং বরের নক্ষত্র হইতে কন্যার নক্ষত্রে গণনায় তারা শুদ্ধ হয় ও কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হয়, তবে মিত্রষড়ষ্টক, নবপঞ্চক ও দ্বি-দ্বাদশ যোগেও বিবাহ হইতে পারে এবং তাহাতে দম্পতীর প্রীতি, আয়ু, সুখবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়।

মিত্রনবপঞ্চম মিলনম্

তথাচ চণ্ডেশ্বরঃ—

মেষে চ চাপে মকরে বৃষে চ
কুম্ভে চ যুগ্মে বৃষ কর্কটে চ।

কুম্ভে তুলায়াং বৃষ কীটয়োশ্চ
শত্রু ত্রিকোণে বহুদুঃখ হানিঃ ॥

যদি বরও কন্যার রাশি পরস্পর মেষ ও ধনুঃ, মকর ও বৃষ, কুম্ভ ও মিথুন, মীন ও কর্কট, কুম্ভ ও তুলা, মীন ও বৃশ্চিক হয়, তবে এইরূপ শত্রু- ত্রিকোণে বিবাহ হইলে বহু দুঃখ ও হানি হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

মেষে চ সিংহে বৃষভে চ কন্যে
যুগ্মে ঘটে বৃশ্চিক কর্কটে চ।
সিংহে চ চাপে মকরে যুবত্যা
মিত্র ত্রিকোণে বহু পুত্রলাভঃ ॥

যদি বর ও কন্যার রাশি পরস্পর মেষ ও সিংহ, বৃষ ও কন্যা, মিথুন ও কুম্ভ, বৃশ্চিক ও কর্কট, সিংহ ও ধনুঃ, মকর ও কন্যা হয়, তবে মিত্রত্রিকোণ জন্য অত্যন্ত শুভ। ইহাতে বহু পুত্র লাভ করিয়া সুখী হয়।

শত্রুনবপঞ্চম মিলনম্

তথাচ শারঙ্গীয়ে শুক্র :—

মৎস্যাভ্যাঞ্চ যুতে কীটে কুম্ভে মিথুন সংযুতে।
মকরে কন্যকা যুক্তে ন কুর্য্যান্নবপঞ্চমে ॥

শারঙ্গীয় শাস্ত্রে শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন, মীন ও বৃশ্চিকরাশি, কুম্ভ ও মিথুনরাশি, মকর ও কন্যারাশি যদি বর ও কন্যার হয়, তবে পরস্পর

জন্মরাশির অধিপতি গ্রহদ্বয়ের মিত্রতা থাকিলেও রাশিশত্রুতাদি জন্য বিবাহ দিবে না। উক্ত নবমপঞ্চম মিলনে শুভ হইলেও মিলনের দ্বিতীয় বচনের ফল বিচারের সার্থকতা রক্ষার জন্য পুরুষরাশি হইতে পঞ্চমরাশিস্থ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নবপঞ্চম দ্বিদ্বাদশ ষড়ষ্টক ফলম্

দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কন্যা
রিপ্ফে স্থিতা ধনবতী পতিবল্লভা চ।
পুংসো গৃহাৎ সুতগৃহে সুতহাচ কন্যা
ধর্ম্মে স্থিতা সুতবতী পতিবল্লভা চ॥

বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে, কন্যা ধননাশিনী হইয়া থাকে। আর দ্বাদশ হইলে ধনবতী ও পতিপ্রাণা হয়; এবং কন্যার রাশি বরের রাশি হইতে পঞ্চম হইলে, কন্যা পুত্রনাশিনী এবং নবম হইলে পুত্রবতী ও স্বামীর অনুরাগিণী হইয়া থাকে।

রাজমার্ত্তণ্ডে—

ভবেত্রিকোণে বহু পুত্র বিত্তো
দ্বিদ্বাদশে চার্থমুপৈতি কন্যা।
ষট্কাষ্টকে সৌখ্যফলং বিধত্তে
স্ত্রীণাং বিবাহো গ্রহমৈত্রী ভাবে॥

রাজমার্ত্তণ্ডে কথিত আছে যে, ত্রিকোণে অর্থাৎ নবপঞ্চম মিলনে বহু অর্থ ও পুত্রলাভ এবং দিদ্বাদশ মিলনে কন্যা ধনবতী হয়।

ষষ্ঠ ও অষ্টম মিলনে যদি গ্রহমিত্রতা যোগ হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

নবপঞ্চম দ্বিদ্বাদশে বিশেষফলমাহ

তথাচ বৃহদ্‌বিবাহবৃন্দাবনে —

ব্যয়ে ন বিত্তং ন তপস্যপত্যম্
নায়ু র্দ্বিষত্যেব বধূবরাণাম্।
দ্বির্দ্বাদশঃ পঞ্চ নবাষ্ট ষষ্ঠৌ
জন্মর্ক্ষয়োঃ সখ্যবিধি র্ন দৃষ্টঃ॥

যেখানে ব্যয় অধিক সেখানে অর্থ কি করিয়া থাকে। এই জন্য ব্যয় অর্থাৎ দ্বাদশ যদি বর হয়, তবে বিত্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় (কন্যা) অর্থবৃদ্ধি করিতে পারে না। যেখানে তপস্যার যোগ রহিয়াছে, সে স্থলে অপত্য (ব্রহ্মচর্য্যাচরণে স্ত্রীসংযোগ অভাবে) লাভ কি করিয়া হয়? এই জন্য যদি বর তপোরাশি অর্থাৎ নবম ও কন্যা অপত্য রাশি অর্থাৎ পঞ্চম হয়, সেখানে পুত্রনাশ বা অপুত্রক যোগ হইয়া থাকে। যেখানে প্রবল শত্রু যোগ সেখানে আয়ু থাকে কি করিয়া? কেন না, শত্রুর নিকটে থাকিলে মৃত্যু নিশ্চিত। এই জন্য আয়ু অর্থাৎ অষ্টম পুরুষ ও শত্রু অর্থাৎ ষষ্ঠ কন্যা যোগে জীবনহানি ঘটিয়া থাকে। অতএব মিত্রাদি যোগ না হইলে এইরূপ যোগে বিবাহ দিবে না।

সহজ বোধের জন্য নিম্নে নবম পঞ্চম মিত্র চক্র দেওয়া হইল

নবপঞ্চম মিলন চক্র

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন	ফল
মেষ রাশি	ধনু রাশি	শুভ	পুত্র লাভ ও স্বামিপ্রিয়ত্বা

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন	ফল
মেষ	সিংহ রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
বৃষ রাশি	মকর রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	কন্যা রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
মিথুন রাশি	কুম্ভ রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	তুলা রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
কর্কট রাশি	মীন রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	বৃশ্চিক রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
সিংহ রাশি	মেষ রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	ধনু রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন	ফল
কন্যা রাশি	বৃষ রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	মকর রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
তুলা রাশি	মিথুন রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	কুম্ভ রাশি	অশুভ	পুত্রনাশ বা অপুত্রক যোগ
বৃশ্চিক রাশি	কর্কট রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,	মীন রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
ধনু রাশি	সিংহ রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	মেষ রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
মকর রাশি	কন্যার রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা

বরের রাশি	কন্যার রাশি	মিলন	ফল
মকর	বৃষ রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
কুম্ভ রাশি	তুলা রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	মিথুন রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ
মীন রাশি	বৃশ্চিক রাশি	শুভ	পুত্রলাভ ও স্বামিপ্রিয়তা
,,	কর্কট রাশি	অশুভ	পুত্রহানি বা অপুত্রক যোগ

বিবাহে বিপদাদি নক্ষত্রবর্জ্জ্যতা কথনম্

মৈত্রাদি যোগেঽপি ষড়্‌ষ্টকাদৌ
তারা বিপৎ প্রত্যরিনৈধনাখ্যাঃ।
বর্জ্জ্যা বিবাহে পুরুষোড়ুতোহি
পরা জন্মস্থ তারকাস্থ ॥

ষড়ষ্টক ও দ্বিদ্বাদশাদি মিলনে বর ও কন্যার রাশির অধিপতি গ্রহ-দ্বয়ের মিত্রতা যোগ থাকিলেও পুরুষের নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার বিপৎ, প্রত্যরি ও বধ তারা পরিত্যাগ করিবে। যদি বরের জন্মনক্ষত্র

হইতে গণনায় কন্যার জন্মনক্ষত্র জন্মতারা হয়, তবে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়া থাকে। এইরূপ যোগে বিবাহ হইতে পারে।

অষ্টমং নাড়ীকূটম্

অশ্বিন্যাদি লিখেচ্চক্রং সর্পাকারং ত্রিনাড়ীকম্।
অত্র বেধ বশাজ্‌জ্ঞেয়ং বিবাহাদৌ শুভাশুভম্॥
ত্রিনাড়ীবেধনক্ষত্রমশ্বিন্যার্দ্রাযুগোত্তরাঃ।
হস্তেন্দ্রমূলবারুণ্যঃ পূর্ব্বভাদ্রপদাস্তথা॥
যাম্যঃ সৌম্যো গুরুর্যোনিশ্চিত্রামিত্র জলাহ্বয়ং।
ধনিষ্ঠা চোত্তরা ভদ্রা মধ্যনাড়ী ব্যবস্থিতা॥
কৃত্তিকা রোহিণী সর্পো মঘাস্বাতী বিশাখকঃ।
উত্তরা শ্রবণা পৌষ্ণং পৃষ্ঠনাড়ী ব্যবস্থিতা॥
অশ্বিন্যাদি নাড়ীবেধর্ক্ষে ষষ্ঠং দ্বিতীয়কং ক্রমাৎ।
যামাদি তূর্য্য তূর্য্যঞ্চ কৃত্তিকাদি দ্বিষট্‌ককঃ॥
এবং নিরীক্ষয়েদ্ বেধঃ কন্যামন্ত্রে স্বরে গুরৌ।
পণ্যস্ত্রী স্বামিমিত্রেষু দেশে গ্রামে পুরে গৃহে॥
একনাড়ীস্থ ধিষ্ণ্যানি যদি-স্যু র্বর-কন্যয়োঃ।
তদা বেধং বিজানীয়াদ্ গুর্ব্বাদিষু তথৈব চ॥
প্রকটং যস্য জন্মর্ক্ষং তস্য জন্মর্ক্ষতো ব্যধঃ।
প্রনষ্টং জন্মভং যস্য তস্য নামর্ক্ষতো বদেৎ॥
দ্বয়োর্জ্জন্মভয়ো র্বেধো দ্বয়ো র্নামভয়ো স্তথা।
নাম জন্মর্ক্ষয়ো র্বেধে ন কর্ত্তব্যং কদাচন॥

তিনটি ভাগ করিয়া একটি সর্পাকার চক্র অঙ্কিত করিবে। তাহাতে অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি নক্ষত্র ত্রিভাগে লিখিবে। তাহাতে অবস্থিত নক্ষত্রের দ্বারা কোন্ নক্ষত্রের সহিত কোন্ নক্ষত্রের বেধ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিবাহ প্রভৃতি শুভাশুভ কার্য্য সম্পাদন করিবে। ত্রিনাড়ী মধ্যস্থ নক্ষত্রের ব্যবস্থা এইরূপ, যথা—অশ্বিনী, আর্দ্রা, দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা), মূলা, বারুণ (শতভিষা) ও পূর্ব্বভাদ্রপদ ইহারা প্রথম বা আদ্য নাড়ী। যাম্য (ভরণী), সৌম্য (মৃগশিরা), গুরু (পুষ্যা), যোনি (পূর্ব্বফল্গুনী), চিত্রা, মিত্র (অনুরাধা), জল (পূর্ব্বাষাঢ়া), ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ ইহারা মধ্য বা দ্বিতীয় নাড়ী। কৃত্তিকা, রোহিণী, সর্প (অশ্লেষা), মঘা, স্বাতী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা, পৌষ্ণ (রেবতী), ইহারা পৃষ্ঠ বা অন্ত্য নাড়ী। প্রথম অশ্বিন্যাদি নাড়ী নক্ষত্র বেধবিচারে ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় ক্রমে, এবং দ্বিতীয় নাড়ীবিচারে চতুর্থ চতুর্থ, এবং তৃতীয় নাড়ীবিচারে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ হিসাবে বেধনক্ষত্র স্থির করিবে অর্থাৎ প্রথম অশ্বিনী, তারপর অশ্বিনী হইতে ষষ্ঠ অর্থাৎ আর্দ্রা, আর্দ্রা হইতে দ্বিতীয় পুনর্ব্বসু, প্রথম নাড়ী, এইরূপে বিচার করিবে। তারপর ভরণী হইতে চতুর্থ মৃগশিরা, তাহা হইতে চতুর্থ পুষ্যা, এইরূপে দ্বিতীয় নাড়ী; এবং কৃত্তিকা হইতে দ্বিতীয় অর্থাৎ রোহিণী, তথা হইতে ষষ্ঠ করিয়া অশ্লেষা এইরূপে তৃতীয় নাড়ী গণনা করিবে। এইরূপে গণনা করিয়া কন্যা, মন্ত্র, দেবতা, গুরু, পণ্য (ক্রয়-বিক্রয়), স্ত্রী, স্বামী, মিত্র, দেশ, গ্রাম, নগর ও গৃহের শুভাশুভ বিচার করিবে। একনাড়ীস্থ যদি বর ও কন্যা হয়, তবে বেধ জানিবে। সেইরূপ লাভ ও গুরু-করণ প্রভৃতি কার্য্যেও বেধবিচার করিয়া লইবে। যাহার জন্মনক্ষত্র জানা আছে, তাহার জন্মনক্ষত্র হইতে বেধবিচার করিবে। আর যাহার জন্মনক্ষত্র নষ্ট হইয়াছে

বা জানা নাই, তাহার ডাক নামের আদ্যক্ষর দ্বারা নক্ষত্র স্থির করিয়া বেধবিচার করিবে। দুই জন্মনক্ষত্রের ও দুই নামনক্ষত্রের বেধবিচার করিতে বলা হইল। কিন্তু দুইটি একসঙ্গে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। নাম দ্বারা রাশি ও নক্ষত্র বিচারে অনেক মতভেদ থাকায় এখানে প্রসিদ্ধ মতে অক্ষর বিভাগ করিয়া রাশি দেওয়া হইল। দুইটি অক্ষরে একরাশি, সুতরাং সোয়া ২।০ দুই নক্ষত্রে একরাশি হইলে তদর্দ্ধ ১৵০ একটি অক্ষর এক নক্ষত্রে ও দ্বিতীয় নক্ষত্রের ৮ ভাগের একভাগ লইয়া একটি অক্ষর হইবে। সুতরাং বেধবিচারে নামের অক্ষর সংলগ্ন দুইটি নক্ষত্রই বিচার করিবে।

অ ল মেষ, উ ব বৃষ, ক ছ মিথুন, ড হ কর্কট,
ম ট সিংহ, প ঠ কন্যা, র ত তুলা, ন য বৃশ্চিক,
ভ ধ ধনুঃ, খ জ মকর, গ স কুম্ভ, দ চ মীন,

বর ও কন্যার জন্মনক্ষত্র—

আদ্য নাড়ী	মধ্য নাড়ী	অন্ত্য নাড়ী
১	২	৩
৬	৫	৪
৭	৮	৯
১২	১১	১০
১৩	১৪	১৫
১৮	১৭	১৬
১৯	২০	২১
২৪	২৩	২২
২৫	২৬	২৭

নাড়ীবেধ ফলম্

একনাড়ীস্থিতা যা তু ভর্ত্তুর্নাশায় চাঙ্গনা।
তস্মান্নাড়ীব্যধো বীক্ষ্যো বিবাহে শুভমিচ্ছতা॥
প্রাঙ্‌নাড্যা বেধতো ভর্ত্তা মধ্যনাড্যোভয়ং তথা।
পৃষ্ঠনাড়ীব্যধে কন্যা ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
একনাড়ীস্থিতা যত্র গুরুর্ম্মন্ত্রশ্চ দেবতা।
তত্র দ্বেষং রুজং মৃত্যুং ক্রমেণ ফলমাদিশেৎ॥
প্রভুঃ পণ্যাঙ্গনামিত্রং দেশো গ্রামঃ পুরং গৃহম্।
একনাড়ী গতা ভব্যা অভব্যা বেধবর্জ্জিতাঃ॥

বর ও কন্যার জন্মনক্ষত্র যদি এক নাড়ীতে অবস্থিত হয়, তবে ঐরূপ বিবাহে কন্যার স্বামিবিযোগ হয়। সুতরাং বিবাহে মঙ্গলকামনাকারিগণ নাড়ীবেধ বিচার করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবে। যদি উভয়ের জন্মনক্ষত্র প্রথম নাড়ীতে অবস্থিত হইয়া বেধ হয়, তবে স্বামীর মৃত্যু হয়। আর যদি উভয়ের জন্মনক্ষত্র মধ্য নাড়ীতে থাকে, তবে উক্ত বেধে কন্যা ও বর বিবাহের পরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং পৃষ্ঠ বা অন্ত্য নাড়ীতে উভয়ের নক্ষত্র পতিত হইয়া যদি বেধ হয়, তবে কন্যারই মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল অবশ্য ত্যাগ করিবে। গুরু, মন্ত্র, দেবতা, প্রভু ও ভৃত্য প্রভৃতির প্রথম নাড়ীবেধ হইলে, প্রথম নাড়ীতে শত্রুতা, দ্বিতীয় নাড়ীতে রোগ ও তৃতীয় নাড়ীতে মৃত্যু হইয়া থাকে, অতএব একনাড়ীগতের ফল অশুভ ও ভিন্ন নাড়ী হইলে শুভ হইয়া থাকে।

নাড়ীবেধ ফলস্য মতান্তরমাহ

সা মধ্যনাড়ী পুরুষং নিহন্তি
তৎ পার্শ্বনাড়ী খলু কন্যকান্তু।
আসন্নপর্য্যায় সমাগতা চেদ্
বর্ষেণ সাপ্যন্তরিতা ত্রিবর্ষৈঃ ॥

মধ্য নাড়ীবেধ হইলে স্বামীর মৃত্যু হয়। তার পার্শ্ব নাড়ী অর্থাৎ প্রথম নাড়ীবেধ হইলে কন্যার মৃত্যু হয়। এবং শেষ নাড়ীবেধ হইলে বিবাহের এক বর্ষ বা তিন বর্ষের মধ্যে কন্যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

নাড়ীবেধ প্রতিপ্রসবমাহ

একরাশ্যাদি যোগে তু নাড়ীদোষো ন বিদ্যতে।
অন্যত্র তু বিচার্য্যৈষা স্বভাবাচ্ছোভনাশ্চ তে ॥

একরাশি প্রভৃতি রাজযোটক মিলনে নাড়ীদোষ হয় না। ইহা ভিন্ন অর্থাৎ নবপঞ্চম, মিত্র দ্বিদ্বাদশাদি মিলনে বিশেষ ভাবে নাড়ী বিচার করিবে। কারণ, ইহারা কোন যোগের দ্বারা দুর্ব্বল না হইলে উত্তম ফল দিয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

সুহৃদেকাধিপ যোগে তারা বলে বশ্যরাশৌ বা।
অপি নাড্যাদি বিরোধে ভবতি বিবাহো হিতার্থায় ॥

শ্রীপতি বলেন, বর ও কন্যার রাশ্যধিপের যদি মিত্রতা থাকে অথবা উভয়ের রাশ্যাধিপ এক হয় এবং বরের তারাশুদ্ধি ও বশ্য রাশি হয়, তাহা হইলে নাড়ীবেধে এবং বিরুদ্ধ দ্বিদ্বাদশ বা নবপঞ্চকাদি মেলকস্থলে বিবাহ দেওয়া যায়, তাহাতে অশুভ হয় না।

দেশভেদে নাড়ীবেধবিচারঃ

তথাচ নারদ ঃ—

চতুর্নাড়ী ত্বহল্যায়াং পঞ্চালে পঞ্চ নাড়িকা।
ত্রিনাড়ী সর্ব্বদেশেষু বর্জ্জনীয়া বিচক্ষণৈঃ ॥

নারদ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অহল্যায় চতুর্নাড়ীবেধ, পঞ্চাল-দেশে পঞ্চনাড়ীবেধ এবং সর্ব্বদেশেই ত্রিনাড়ীবেধ পরিত্যাগ করিবে।

দেশভেদে নাড়ীবেধ ফলম্

মনু সংহিতায়াম্—

অহল্যে তু চতুর্নাড়ী সংযোগোঽকাল মৃত্যুদঃ।
ত্রিনাড্যান্তু সমাযোগঃ সর্ব্বথানিষ্টকারকঃ ॥

মনু সংহিতায় বলিয়াছেন যে, অহল্যায় চতুর্নাড়ীবেধে বিবাহাদি হইলে অকালমৃত্যু হয়। ত্রিনাড়ী যোগে সর্ব্বদেশেই মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

মতান্তরমাহ

তথাচ কশ্যপ ঃ—

সারস্বত করহাট কোঙ্কণকাশ্মীর চীন বঙ্গেষু।
নাড়ীবেধ শ্চিন্ত্যঃ পাণিগ্রহণে ন চান্যত্র এব ॥

কশ্যপ মুনি বলেন, সারস্বত, করহাট, কোঙ্কণ, কাশ্মীর, চীন ও বঙ্গদেশে মাত্র বিবাহ কালে নাড়ীবেধ বিচার করিবে। উল্লিখিত দেশ ব্যতীত অন্যত্র নাড়ীবেধ বিচারের আবশ্যকতা নাই।

সংখ্যা চক্র

কূটের নাম	সংখ্যা	ক্রমিক বল
বর্ণ	১	১ গুণ
বশ্য	২	২ গুণ
তারা	৩	৩ গুণ
যোনি	৪	৪ গুণ
গ্রহমৈত্রী	৫	৫ গুণ
গণ	৬	৬ গুণ
ভমিলন	৭	৭ গুণ
নাড়ী	৮	৮ গুণ

যোগফল

বর্ণ	১
বশ্য	২
তারা	৩
যোনি	৪
গ্রহমৈত্রী	৫
গণ	৬
ভমিলন	৭
নাড়ী	৮
	৩৬

ইহাদের পরস্পর যোগে ৩৬ হইল।

ইহারা প্রথম হইতে একটি তৎপরবর্ত্তীটি অপেক্ষা একগুণ বেশী। অর্থাৎ বর্ণ অপেক্ষা বশ্য দ্বিগুণ শক্তি, সেইরূপ তারা, বশ্য অপেক্ষা আরও একগুণ বেশী, এইরূপে গুণ ঠিক করিয়া লইবে।

এইরূপ সংযোগে গুণের কত সংখ্যায় কি ফল হইবে, তাহা বলা হইতেছে,

উত্তম সংখ্যামাহ

তথাচ সারদীয়ে ঃ—

যোটকেষ্বষ্টকূটানাং
পূর্ণসংখ্যা ভবেদ্ যদি।
তদোত্তমো ভবেন্মেলো
বিবাহঃ শুভকৃৎ স্মৃতঃ॥

যোটক-বিচারে অষ্টকূটই বিচার করিয়া দেখিবে। যদি আটকূটই শুদ্ধ হয়, তবে ৩৬গুণ হইয়া থাকে (কেন না, আটকূটের পরিমাণই ৩৬ হয়) এইরূপ পূর্ণ গুণ হইলে বিবাহে মিলন উত্তম হইয়াছে জানিবে। তাহাতে ভবিষ্যৎ ফল বিশেষ শুভদায়ক।

মধ্যম সংখ্যামাহ

তথাচ সারদীয়ে ঃ—

সপ্ত বিংশতি সংখ্যাঞ্চ
প্রাপ্নুয়ান্মেলনে যদি।
মধ্যমস্তু ফলং তত্র
গৃহ্ণীয়াৎ পণ্ডিতো জনঃ॥

উক্ত অষ্টকূট বিচারে সমস্ত কূটবিচার করিয়া যদি গুণ সংখ্যা (অর্থাৎ কূটের অঙ্কসংখ্যা) ২৭ হয়, তাহাহইলে মধ্যম মিল হইয়াছে জানিবে, এইরূপ মেলকে বিবাহের ফল মধ্যবিধ হইয়া থাকে। সুতরাং এ যোগেও গ্রহাদি যোগের দ্বারা ভাবী জীবনের ফল শুভ থাকিলে, বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

অধম সংখ্যামাহ

তথাচ সারদীয়ে ঃ—

যদৈব বসু চন্দ্রা স্যাদ্
বসু চন্দ্রাল্পকাথবা।
সংখ্যা বিজানীয়াত্তত্র
শুভং নাস্তীতি কিঞ্চন॥

যখন ঐরূপ অষ্টকুট বিচারে সমস্ত কূটের গুণ সংখ্যা ১৮ হইবে অথবা আঠার সংখ্যার (অর্থাৎ অর্দ্ধ শুভ বা অর্দ্ধেকের চেয়েও ন্যূন) কম হয়, তখন ঐরূপ বিবাহ-মিলনে ফল শুভ হয় না।

গুণসংখ্যায়া উত্তমাদি ফলানি

তথাচ সারদীয়ে ঃ—

উত্তমে বহুলা প্রীতিঃ
প্রিয়তা মধ্যমে স্মৃতা।
অধমে কলহো দুঃখং
তন্মেলস্তু বিবর্জ্জয়েৎ॥

উত্তম সংখ্যা (৩৬গুণ সংখ্যা) প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ হইলে উত্তমরূপে উভয়ের মধ্যে সদ্‌ভাব জন্মিয়া জীবন সুখময় হইবে। মধ্যম সংখ্যা (২৭গুণ সংখ্যা) প্রাপ্তিতে বিবাহ যোগের ফল—আনন্দ বৃদ্ধি। আর অধম সংখ্যায় (অর্থাৎ ১৮ কিংবা ১৮ সংখ্যার কম) বিবাহ হইলে, কলহ ও দুঃখ বৃদ্ধি করিবে, সুতরাং এইরূপ মিলন পরিত্যাগ করিবে।

অধম সংখ্যাপবাদমাহ

তথাচ সারদীয়ে ঃ—

নাগভূ সংখ্যকে মেলে তদল্পে বা বরানুগা।
কন্যা যোনি-বিশুদ্ধা চ গণ-শুদ্ধা ভবেদ্ যদি ॥
গ্রহমৈত্রে শুভঃ প্রোক্তো বিবাহঃ পুত্র কন্যয়োঃ।
কদাপি বৈপরীত্যে চ বিবাহং নৈব দাপয়েৎ ॥

১৮ সংখ্যা বা তাহা হইতে কম সংখ্যাপ্রাপ্তি হইলেও যদি কন্যা বরের বশ্যা হয় এবং যোনিশুদ্ধি, গণশুদ্ধি হয় অথবা গ্রহমিত্রতা থাকে, তবে উক্ত মিলনে বিবাহে শুভফল হইবে। ইহার বিপরীত হইলে কদাচ বিবাহ দিবে না।

অথ গুণজ্ঞানম্

প্রথমং বর্ণগুণঃ

একো গুণঃ সদৃগ্‌বর্ণে তথা বর্ণোত্তমে বরে।
হীন বর্ণে বরে শূন্যং কেহপ্যাহুঃ সদৃশে দলম্‌॥

সমান সমান বর্ণে একগুণ। অর্থাৎ বর ও কন্যা একজাতি হইলে গুণ সংখ্যা ১ এবং যদি বর উত্তম বর্ণ হয় অর্থাৎ কন্যা অপেক্ষা বর শ্রেষ্ঠ বর্ণ হয়, তাহা হইলেও গুণ-সংখ্যা ১ হইবে। যদি কন্যা অপেক্ষা বর হীন বর্ণ হয়, তবে গুণ শূন্য হইবে। কেহ কেহ বলেন, বর ও কন্যা যদি সমান বর্ণ হয়, তবে অর্দ্ধ গুণ হইবে।

গুণখণ্ডা

বর	কন্যা	গুণ
সমান বর্ণ	সমান বর্ণ	১
”	”	মতান্তরে ॥০
উত্তম ”	অধম ”	১
অধম ”	উত্তম ”	০
ব্রাহ্মণ ”	ব্রাহ্মণ ”	১
”	ক্ষত্রিয় ”	১
”	বৈশ্য ”	১
”	শূদ্র ”	১

বর	কন্যা	গুণ
ক্ষত্রিয় বর্ণ	ব্রাহ্মণ বর্ণ	০
	ক্ষত্রিয় "	১
	বৈশ্য "	১
	শূদ্র "	১
বৈশ্য বর্ণ	ব্রাহ্মণ বর্ণ	০
	ক্ষত্রিয় "	০
	বৈশ্য "	১
	শূদ্র "	১
শূদ্র বর্ণ	ব্রাহ্মণ বর্ণ	০
	ক্ষত্রিয় "	০
	বৈশ্য "	০
	শূদ্র "	১

অন্য পরিহারমাহ

বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে,—

হীনবর্ণো যদা রাশী রাশীশো বর্ণ উত্তমঃ।
তদারাশীশ্বরো গ্রাহ্য স্তদ্‌রাশিং নৈব চিন্তয়েৎ ॥

যখন রাশি হীন বর্ণ হইবে (অর্থাৎ বরের রাশি যদি কন্যার রাশি অপেক্ষা হীন হয়) তখন রাশির অধিপতি বিচারে (উভয়ের রাশির অধিপতি যদি পরস্পর মিত্র হয়) বর হীন বর্ণ হইলেও অশুভ হইবে না। তখন রাশির অশুভ চিন্তা না করিয়া অধিপতি দ্বারাই বিচার করিবে।

বশ্যগুণমাহ

সখ্যং বৈরঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চ সংখ্যামাহু স্ত্রিধা পুনঃ।
বৈরভক্ষ্যে গুণাভাবো দ্বয়োঃ সখ্যে গুণদ্বয়ম্ ॥
বৈশ্য বৈরেগুণস্ত্বেকো বশ্য ভক্ষ্যে গুণার্দ্ধকঃ।
এবং বিচারয়েদ্ বিদ্বান্ বশ্য গুণ বিচারণে ॥

বশ্যগুণবিচারের তিনটি ভাগ করা হইয়াছে। যথা,—সখ্যভাব, বৈরিভাব ও ভক্ষ্যভাব। বৈর ও ভক্ষ্য যোগে গুণসংখ্যায় শূন্য অর্থাৎ বর ও কন্যার যদি পরস্পর শত্রু ও ভক্ষ্য রাশি হয়, তবে গুণ শূন্য। পরস্পর সখ্যভাব থাকিলে গুণসংখ্যা ২। বর ও কন্যার একজনের বশ্য ও একজনের শত্রুরাশি হইলে গুণসংখ্যা ১ হইবে। উভয়ের মধ্যে বশ্য ও ভক্ষ্য রাশি হইলে অর্দ্ধগুণ জানিবে।

গুণখণ্ডা

বর	কন্যা	গুণ
বৈরভাব	ভক্ষ্যভাব	০
সখ্য „	সখ্য „	২
বশ্য „	বৈর „	১
বশ্য „	ভক্ষ্য „	॥০

মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ডেঽপি—

অথ বশ্য ভক্ষ্যেঽর্দ্ধে দ্বয়ং মিত্রয়োঃ খম্।
বৈরাশনকে ধরারি বশক ইতি ॥

মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, বশ্য ও ভক্ষ্যরাশি মিলনে গুণ অর্দ্ধ সংখ্যা ; মিত্রযোগে দুই ; বৈর-ভক্ষ্যে শূন্য ; অরি ও বশ্য মিলনে এক।

অস্যাপবাদমাহ

বিবাহবৃন্দাবনে—

স্বভাবমৈত্রী সখিতা স্বপত্যো-
র্ব্বশিত্বমন্যোঽন্যভযোনিশুদ্ধিঃ।
পরস্পরঃ পূর্ব্বগমে গবেষ্যো
হস্তে ত্রিবর্গো যুগপদ্ যুতিশ্চেৎ ॥

স্বাভাবিক সমসপ্তমাদি রাশিমিত্রতা, পরস্পরের রাশির অধিপতির মিত্রতা, বশ্যরাশি, যোনিশুদ্ধি এই চারিটির মধ্যে প্রথমাদির যোগ না হইলে পর পর বিষয়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বিচার করিবে। অর্থাৎ প্রথম সমসপ্তমাদি রাজযোটক, তাহা না হইলে গ্রহমিত্রতা, তাহার অভাবে রাশির বশ্যতা, তাহাও না পাইলে পরস্পরের যোনিশুদ্ধি দ্বারাও শুভ হইতে পারে। যদি উক্ত চারিটি কূটই শুভ হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত শুভ, তাহাতে বিবাহ হইলে ধর্ম্মার্থকাম লাভ হইয়া থাকে।

বশ্য কূট-গুণসংখ্যা

বর	কন্যা	গুণ
চতুষ্পাদ	চতুষ্পাদ	২
”	দ্বিপদ	৷৹

বর	কন্যা	গুণ
চতুষ্পদ	জলচর	১
,,	বনচর (সিংহ)	০
,,	কীট	১
দ্বিপদ	চতুষ্পদ	॥০
,,	দ্বিপদ	২
,,	জলচর	০
,,	বনচর (সিংহ)	০
,,	কীট	০
জলচর	চতুষ্পদ	১
,,	দ্বিপদ	০
,,	জলচর	২
,,	বনচর (সিংহ)	২
,,	কীট	২
বনচর	চতুষ্পদ	০
,,	দ্বিপদ	০
,,	জলচর	২
,,	বনচর (সিংহ)	২
,,	কীট	২

বর	কন্যা	গুণ
কীট	চতুষ্পদ	১
"	দ্বিপদ	০
"	জলচর	১
"	বনচর	০
"	কীট	২

তারাকূট গুণজ্ঞানম্

তথাচ দৈবজ্ঞমনোহরে—

একতো লভ্যতে তারা শুভা চৈবাশুভান্যতঃ।
তদা সার্দ্ধং গুণশ্চৈব তারাশুদ্ধ্যা মিথ স্ত্রয়ঃ ॥
উভয়ো র্ন শুভা তারা তদা শূন্যং সমাদিশেৎ ।
বিচার্য্যৈষা বুধৈস্তারা বরতঃ কন্যকা শুভা ॥

বরের জন্ম গণনায় তারাশুদ্ধি হইয়া যদি কন্যার তারাশুদ্ধি না হয়, তবে তারাকূটের গুণ দেড় সংখ্যা, বর ও কন্যা উভয়ের তারাশুদ্ধি হইলে গুণসংখ্যা তিন। যদি বর ও কন্যা উভয়ের কাহারও তারাশুদ্ধি না হয়, তবে গুণ (০) শূন্য হইবে। ইহার দুইতেই বিশেষ বিচার্য্য।

তারাগুণ চক্র

বরের তারা	কন্যার তারা	গুণ
অশুভ	অশুভ	০
শুভ	অশুভ	১॥০
শুভ	শুভ	৩

বরের তারা

কন্যার তারা

	জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম
জন্ম	৩	৩	১॥০	৩
সম্পৎ	৩	৩	১॥০	৩
বিপৎ	১ ০	১॥০	০	১॥০
ক্ষেম	৩	৩	১॥০	৩
প্রত্যরি	১॥০	১॥০	০	১॥০
সাধক	৩	৩	১॥০	৩
বধ	১॥০	১॥০	০	১॥০
মিত্র	৩	৩	১॥০	৩
পরমমিত্র	৩	৩	১॥০	৩

বরের তারা

ঐ

	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
জন্ম	১॥০	৩	১॥০	৩	৩
সম্পৎ	১॥০	৩	১॥০	৩	৩
বিপৎ	০	১॥০	০	১॥০	১॥০
ক্ষেম	১॥০	৩	১॥০	৩	৩
প্রত্যরি	০	১॥০	০	১॥০	১॥০
সাধক	১॥০	৩	১॥০	৩	৩
বধ	০	১॥০	০	১॥০	১॥০
মিত্র	১॥০	৩	১॥০	৩	৩
পরমমিত্র	১॥০	৩	১॥০	৩	৩

যোনিগুণজ্ঞানম্

যোন্যেকত্বে সুহৃত্বে চ গুণসংখ্যা চতুষ্টয়ম্।
সমমিত্রে তথা ত্রীণি সমত্বে যুগলং স্মৃতং ॥
সমশত্রৌ চ মিত্রারৌ সংখ্যৈকা মুনিসম্মতা।
উভয়োঃ শত্রুতা যোগে শূন্যমেব সমাদিশেৎ ॥

বর ও কন্যার নক্ষত্র-যোনি যদি এক বা মিত্র হয়, তবে গুণসংখ্যা ৪ চার হইবে। এইরূপ যদি একজনের মিত্র ও অপরের সম হয়, তবে গুণ ৩ তিন। উভয়ের সমযোনিতে মিলন হইলে, গুণসংখ্যা ২ দুই। সম ও শত্রু যোনি অথবা মিত্র ও শত্রুযোনি হইলে গুণসংখ্যা ১ এক। উভয়ের যোনি পরস্পর শত্রু হইলে গুণসংখ্যা (০) শূন্য জানিবে।

একযোনি ফলম্

তথাচ বিবাহবৃন্দাবনে—

একযোনিষু কলহো গজয়োঃ সিংহয়োঃ শুনোঃ।
মহদ্বৈরস্য সমতা মহিষস্য কপেস্তথা ॥
সদ্ভকূটে যোনিবৈরং মৃত্যুদঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
তত্র চেদ্ গ্রহয়োঃ সখ্যং নাতিদুষ্টং বিদু র্বুধাঃ ॥
যোনিবৈরং সদা ত্যাজ্যং স্ত্রীপুংসো র্ভিন্নলিঙ্গয়োঃ।
একলিঙ্গজয়োঃ প্রোক্তং মধ্যমং নাতি দোষজম্ ॥
সতি সদ্রাশি কূটেঽপি যোনিবৈরং নদোষকৃৎ।
যদি স্যাদবলা যোনেঃ পুংসো যোনি বর্বলীয়সী ॥

সিংহ, গজ ও কুকুর এই তিনটি যোনির মধ্যে যদি বর ও কন্যার একযোনি হয়, তবে ফল অশুভ। ইহাতে ঝগড়া, বিবাদ প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু মহিষ ও বানর এই দুইটির মধ্যে, পরস্পর জাতীয় শত্রুতা থাকিলেও যদি একযোনি হয়, তবে ফল সম হইবে;—ভালও নহে, মন্দও নহে। সমসপ্তমাদি মিলনেও এই মৃত্যুযোগকর যোনির শত্রুতাও ত্যাগ করিবে। যদি গ্রহের মিত্রতা থাকে, তবে বেশী দোষ হয় না। বর ও কন্যার ভিন্ন যোনি স্থলেও যোনিবৈরিতা পরিত্যাগ করিবে। একযোনি যোগে ফল মধ্যম, তাহাতে বিশেষ দোষ নাই। উক্তরাশি মিলনে গ্রহমিত্রতা থাকিলে, বৈরিতায় অশুভ হইবে না। যদি কন্যার নক্ষত্র-যোনি দুর্ব্বল হয়, তবে বরের নক্ষত্র-যোনি প্রবল হইলে শুভ হইবে। সুতরাং, বিশেষরূপে যোনিবিচার করিয়া বিবাহ দিবে।

যোনিগুণসংখ্যা খণ্ডা

বরের যোনি	কন্যার যোনি	গুণ
এক	এক	৪
মিত্র	মিত্র	৪
মিত্র	সম	৩
সম	সম	২
মিত্র	শত্রু	১
সম	শত্রু	১
শত্রু	শত্রু	০

যোনিগুণসংখ্যা চক্র

বরের যোনি

কন্যার যোনি

	অশ্ব	হস্তী	মেষ	সর্প	কুকুর
অশ্ব	৪	২	২	৩	২
হস্তী	২	৪	৩	৩	২
মেষ	২	৩	৪	২	১
সর্প	৩	৩	২	৪	২
কুকুর	২	২	১	২	৪
বিড়াল	২	২	২	২	৪
মূষিক	২	২	১	১	১
গো	১	২	৩	২	২
মহিষ	০	৩	৩	২	২
ব্যাঘ্র	১	২	১	১	১
হরিণ	৩	২	২	২	২
বানর	৩	৩	০	২	২
নকুল	২	৩	৩	০	১
সিংহ	১	০	১	২	২

বরের যোনি

কন্যার যোনি	বিড়াল	মূষিক	গো	মহিষ	ব্যাঘ্র
অশ্ব	২	২	১	০	১
হস্তী	২	২	২	৩	১
মেষ	২	১	৩	৩	১
সর্প	১	১	১	১	২
কুকুর	২	১	২	২	১
বিড়াল	৪	০	২	২	১
মূষিক	০	৪	২	২	২
গো	২	২	৪	৩	০
মহিষ	২	২	৩	৪	১
ব্যাঘ্র	১	২	০	১	৪
হরিণ	৩	২	৩	২	১
বানর	৩	২	২	২	১
নকুল	২	১	২	২	২
সিংহ	১	১	২	৩	২

বরের যোনি

কন্যার যোনি

	হরিণ	বানর	নকুল	সিংহ
অশ্ব	৩	৩	২	১
হস্তী	২	৩	২	০
মেষ	২	০	৩	১
সর্প	২	২	০	২
কুকুর	০	২	১	১
বিড়াল	৩	৩	২	২
মূষিক	২	২	২	১
গো	৩	২	২	১
মহিষ	২	২	২	৩
ব্যাঘ্র	১	১	২	২
হরিণ	৪	২	২	০
বানর	২	৪	৩	২
নকুল	২	৩	৪	২
সিংহ	২	২	২	৪

গ্রহমৈত্রীগুণজ্ঞানম্

দৈবজ্ঞমনোহরে—

গ্রহমৈত্রং সপ্তবিধং গুণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তত্রৈকাধিপতিত্বে চ মিত্রত্বে গুণ পঞ্চকম্॥

চত্বারঃ সমমিত্রত্বে দ্বয়োঃ সাম্যে ত্রয়ো গুণাঃ।
মিত্রবৈরে গুণশ্চৈকঃ সমবৈরে গুণার্দ্ধকম্॥
পরস্পরং খেট বৈরে গুণঃ শূণ্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
অসত্ত্বে সমমিত্রাদৌ ব্যেকা গ্রাহ্যা যথোদিতা॥

গ্রহমৈত্রী গুণ সাত প্রকার। যথা—একাধিপতিত্ব, মিত্রত্ব, সমমিত্রত্ব, সমত্ব, মিত্রবৈর, সমবৈর, ও পরস্পর শত্রু। মোট গুণসংখ্যা পাঁচ। তাহাতে বর ও কন্যার অধিপতি যদি পরস্পর এক হয় বা মিত্র হয়, তবে গুণসংখ্যা ৫ পাঁচ হইবে। ঐরূপ পরস্পর উভয়ের রাশ্যধিপতি গ্রহ সম ও মিত্র হইলে গুণসংখ্যা ৪ চার, দুইই সম হইলে গুণ ৩ তিন, মিত্র ও শত্রু যোগে গুণসংখ্যা ১ এক, সম ও শত্রু হইলে গুণ-সংখ্যা ॥০ অর্দ্ধ, পরস্পর শত্রু হইলে গুণসংখ্যা (০) শূন্য হইবে, এইরূপে গুণ সংখ্যা স্থির করিবে।

গুণসংখ্যানিয়ম

বরের অধিপতি	কন্যার অধিপতি	গুণ
এক	এক	৫
মিত্র	মিত্র	৫
মিত্র	সম	৪
সম	সম	৩
মিত্র	শত্রু	১
সম	শত্রু	॥
শত্রু	শত্রু	০

গ্রহগুণসংখ্যাচক্র

বরের রাশির অধিপতি গ্রহ

কন্যার রাশির অধিপতি গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল
রবি	৫	৫	৫
চন্দ্র	৫	৫	৪
মঙ্গল	৫	৪	৫
বুধ	৩	১	ll০
বৃহস্পতি	৫	৪	৫
শুক্র	০	ll০	৩
শনি	০	ll০	ll০

বরের রাশির অধিপতি গ্রহ

কন্যার রাশির অধিপতি গ্রহ	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
রবি	৪	৫	০	০
চন্দ্র	১	৪	ll০	ll০
মঙ্গল	ll০	৫	৩	ll০
বুধ	৫	ll০	৫	৪
বৃহস্পতি	ll০	৫	ll০	৩
শুক্র	৫	ll০	৫	৫
শনি	৪	৩	৫	৫

গণগুণজ্ঞানম্

স্বজাতৌ ষট্‌গুণাঃ প্রোক্তা দেবতা মানুষে তথা।
নরদেবে গুণাঃ পঞ্চ ত্রয়ং স্যাৎ দেব রাক্ষসে॥
দৈত্যামরে গুণৌ দ্বৌ চ গুণৈকং দানবে নরে।
মানবে দেব শত্রৌতু গুণং শূন্যং সমাদিশেৎ॥

বর ও কন্যার একগণ হইলে গুণসংখ্যা ৬ ছয়; বর দেবগণ ও কন্যা নরগণ হইলেও গুণসংখ্যা ৬ ছয়। বর নরগণ ও কন্যা দেবগণ হইলে গুণসংখ্যা ৫ পাঁচ। বর দেবগণ ও কন্যা রাক্ষসগণ যোগে গুণ ৩ তিন। বর রাক্ষসগণ ও কন্যা দেবগণ হইলে গুণসংখ্যা ২ দুই। বর রাক্ষসগণ ও কন্যা নরগণ হইলে গুণ ১ এক এবং বর নরগণ ও কন্যা রাক্ষসগণ হইলে গুণ শূন্য, এইরূপে গুণ বিচার করিয়া লইবে।

গণগুণনিয়ম

বরের গণ	কন্যার গণ	গুণ
এক	এক	৬
দেবগণ	নরগণ	৬
নরগণ	দেবগণ	৫
দেবগণ	রাক্ষসগণ	৩
রাক্ষসগণ	দেবগণ	২
রাক্ষসগণ	নরগণ	১
নরগণ	রাক্ষসগণ	০

গণগুণজ্ঞানচক্র

বর	কন্যা	গুণ
দেবগণ	দেবগণ	৬
„	নরগণ	৬
„	রাক্ষসগণ	৩
নরগণ	নরগণ	৬
„	দেবগণ	৫
„	রাক্ষসগণ	০
রাক্ষসগণ	রাক্ষসগণ	৬
„	দেবগণ	২
„	নরগণ	১

ভকূটগুণজ্ঞানম্

সপ্তসংখ্যা গুণা বিদ্বন্ ভবেয়ু রাজযোটকে।
নবমে পঞ্চমে ষট্ চ চত্বারো গুণ সংখ্যকাঃ॥
মিত্র দ্বিদ্বাদশে চৈব পঞ্চমে নবমে তথা।
মিত্রষষ্ঠে গুণাঃ পঞ্চ ব্যয়ার্থে তু গুণত্রয়ম্॥
শত্রু দ্বিদ্বাদশে দ্বৌ চ গুণৌ স্তো বরকন্যয়োঃ।
অরিষষ্ঠে গুণঃ শূন্যং জানীয়া মেলনেঽত্রতু॥

রাজযোটক মিলনে গুণসংখ্যা ৭ সাত। বর হইতে কন্যা যদি দ্বাদশ হয়, তবে মিত্র দ্বিদ্বাদশ স্থলে গুণসংখ্যা ৪ চার, আর বর হইতে কন্যা যদি দ্বিতীয়া হয়, তবে গুণসংখ্যা ৩ তিন। বর হইতে কন্যা নবম হইলে গুণসংখ্যা ৫ পাঁচ। বর হইতে কন্যা পঞ্চম হইলে গুণসংখ্যা ৪ চার। মিত্রষড়ষ্টক যোগে গুণসংখ্যা ৫ পাঁচ। অরিষড়ষ্টক বিচারে গুণসংখ্যা (০) শূন্য, কিন্তু অরি দ্বিদ্বাদশে গুণসংখ্যা ২ দুই। এইরূপে ভকূট বিচার করিয়া গুণ ভাগ করিবে।

গুণনিয়ম

বর	কন্যা	
রাজযোটক	রাজযোটক	৭
১।৩।৪।১০।১১	১।৩।৪।১০।১১	০
রাশি	রাশি	
দ্বাদশ	দ্বিতীয়	৪
নবম	পঞ্চম	৬
পঞ্চম	নবম	৪
দ্বিতীয়	দ্বাদশ	৩
শত্রু দ্বাদশ	শত্রু দ্বিতীয়	২
মিত্র অষ্টম	ষষ্ঠ	৫
শত্রু অষ্টম	ষষ্ঠ	০

ভকূটজ্ঞানচক্র

বর	কন্যা	গুণ
একরাশি	একরাশি	৭
সম ৭ম	সম ৭ম	৭
৩য়	১১শ	৭
৪র্থ	১০ম	৭
১১শ	৩য়	৬
১০ম	৪র্থ	৬
৯ম	৫ম	৬
৫ম	৯ম	৪
২য়	১২শ	৩
১২শ	২য়	৪
শত্রু ১২শ	শত্রু ২য়	শত্রু ২য় ২
মিত্র ৮ম	মিত্র ৬ষ্ঠ	৫
শত্রু ৮ম	শত্রু ৬ষ্ঠ	০
বিষম	৭ম	০

বিষম-সপ্তকাদি-ভকূট-গণকূট দোষ-পরিহার

মৈত্র্যাং রাশিস্বামিনোরংশনাথ-
দ্বন্দ্বস্যাপি স্যাদ্‌গণানাং ন দোষঃ।

খোঽরিত্বং নাশয়েৎ সম্ভকূটং
খেট প্রীতিশ্চাপি দুষ্টং ভকূটম্॥

বিষম সপ্তকাদি, বিরুদ্ধ রাশিকূট ও বিরুদ্ধ গণকূট এই উভয় দোষের প্রতি-প্রসব। যদি বর ও কন্যার রাশ্যাধিপ গ্রহদ্বয়ের অথবা রাশি-নবাংশপতি গ্রহদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকে, তবে বিবাহে দুষ্ট গণদোষ থাকে না। অর্থাৎ স্ত্রী রাক্ষসগণা এবং পুরুষ নরগণ বা দেবগণ হইলে, সেই বিবাহে কোন দোষ হয় না, পরন্তু পুত্র-পৌত্রাদি লাভ হয়। এই নিয়মানুযায়ী বিষমসপ্তক ও ষড়ষ্টকাদি বিরুদ্ধ মেলকেও বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে অনিষ্ট হয় না।

ষট্কাষ্টকে বিশেষমাহ

পুরুষস্যাষ্টমে ভাগে কন্যা তিষ্ঠতি বৈ যদা।
কন্যায়াঃ ষট্সু স্থানেষু ন দোষো বৈ প্রজায়তে॥

পুরুষের রাশি (পুং সংজ্ঞক) হইতে কন্যার রাশি অষ্টম হয়, এবং কন্যার ষষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ কন্যার রাশি (স্ত্রী সংজ্ঞক) হইতে গণনায় পুরুষের রাশি ষষ্ঠ হইলে দোষ হইবে না। এইরূপ যোগে যদি গ্রহমিত্রতাদি থাকে, তবে বিবাহ হইতে পারে, ইহার অন্যথায় বিবাহে ফল অশুভ।

সমসপ্তকাদৌ দোষমাহ

ক্বচিদ্ বরাহ মতে দীপিকায়াম্ —

ঘটলই কেশরি কন্যহমীন
কর্কট মকরে মরণহদীন।

চাপে মন্মথে জোড়নং যস্ত
বদতি বরাহো মরণং তস্য ॥

কীটে কুম্ভে হয় বিবাদী
মীনে মিথুনে নাহিক সিদ্ধি।

বৃষে সিংহে আত্মা খায়
যুবতি চাপে ভিক্ মাগায় ॥

কুম্ভ ও সিংহে, কন্যা ও মীনে, মকর ও কর্কটে বিবাহ হইলে, উভয়ের মৃত্যু হয়। ধনু ও মিথুনে যাহাদের মিলন হইবে, বরাহ বলেন,— সেই স্থলে বরের মৃত্যুযোগ হয়। বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির মিলনে পরস্পর ঝগড়া হয়। মীন ও মিথুনে বিবাহ হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। বৃষ ও সিংহ রাশির যোগে অপুত্রক যোগ বা পুত্রাদি নাশ হয়; এবং কন্যা ও ধনু রাশি যোগে বিবাহে সম্পত্তি নাশ এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়। সমসপ্তমাদি রাজযোটক মিলনে এইরূপ দোষের উল্লেখ থাকায় রাজযোটক মাত্রেই বিবাহ হইতে পারে না, তাহা যদি হয়, তবে অন্য এমন কোন যোগ নাই, যাহাতে বিবাহিত জীবনে সুখলাভ করিতে পারে। এই জন্য এই বচন সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে, কারণ একটি মাত্র বচনের উপর নির্ভর করিলে বহু মুনি ও গ্রন্থকর্ত্তার বাক্য নিরর্থক হইয়া যায়। তবে সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে এই বচন উদ্ধৃত করিলাম। নতুবা অল্পশিক্ষিত লোকগণ উক্ত বচন দ্বারা সাধারণের মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তা উৎপন্ন করাইয়া দিতে পারে। রাজযোটক মিলনের প্রভূত প্রশংসা থাকায় উক্ত বচন পরিত্যক্ত হইল।

নাড়ীকূটগুণজ্ঞানম্

একনাড্যাং ভবেচ্ছূন্যং ভিন্ন নাড্যাং গুণাষ্টকম্ ।
বিচার্য্য যত্নতো ধীমান্ মেলনং কারয়েত্তদা ॥

বর ও কন্যার জন্মনক্ষত্র যদি এক নাড়ীস্থ হয়, তবে গুণ (০) শূন্য জানিবে। ভিন্ন নাড়ী হইলে গুণসংখ্যা ৮ আট হইবে। অতএব এইরূপ ভাবে যত্ন পূর্ব্বক বিচার করিয়া বিবাহে মিলন স্থির করিবে।

নাড়ীকূটগুণচক্র

বর	কন্যা	গুণ
আদ্যনাড়ী	আদ্যনাড়ী	০
,,	মধ্যনাড়ী	৮
,,	অন্ত্যনাড়ী	৮
মধ্য নাড়ী	আদ্য নাড়ী	৮
,,	মধ্যনাড়ী	০
,,	অন্ত্যনাড়ী	৮
অন্ত্যনাড়ী	আদ্যনাড়ী	৮
,,	মধ্যনাড়ী	৮
,,	অন্ত্যনাড়ী	

একরাশিযোগে রাজযোটকের উদাহরণ

১নং

পাত্র (বর)

মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ
রেবতী নক্ষত্র।

পাত্রী (কন্যা)

মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ
উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র।

অষ্টকূটবিচার

সংখ্যা	কূট	পাত্র	পাত্রী	ফল	গুণসংখ্যা
১।	বর্ণ	বিপ্রবর্ণ	বিপ্রবর্ণ	শুভ	১
২।	বশ্য	জলজ (কীট)	জলজ (কীট)	,,	২
৩।	তারা	পরমমিত্র	সম্পৎ	,,	৩
৪।	যোনি	হস্তী	গো	সম	২
৫।	গ্রহমিত্র	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	শুভ	৫

সংখ্যা	কূট	পাত্র	পাত্রী	ফল	গুণসংখ্যা
৬।	গণ	দেবগণ	নরগণ	সম	৬
৭।	রাশি	মীন	মীন	শুভ	৭
৮।	নাড়ী	অন্ত্যনাড়ী	মধ্যনাড়ী	শুভ	৮

৩৪ গুণ

১। **বর্ণকূট**—বর মীনরাশি কন্যাও মীনরাশি এই জন্য উভয়ই বিপ্রবর্ণ; অতএব সমবর্ণে গুণসংখ্যা ১।

২। **বশ্যকূট**—একরাশি জন্য বর কীট বা জলজ, কন্যাও কীট বা জলজ। সুতরাং পরস্পর একত্ব বিধায় গুণসংখ্যা ২।

৩। **তারাকূট**—বরের তারা ২৭ রেবতী হইতে গণনায় কন্যার তারা ২৬ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র শেষ নবম পরম মিত্র তারা, কন্যার নক্ষত্র হইতে গণনায় বরের নক্ষত্র ২য় সম্পৎ তারা। এই জন্য তারাশুদ্ধ বলিয়া "তারাশুদ্ধ্যা মিথস্ত্রয়" এই বচনে গুণসংখ্যা ৩।

৪। **যোনিকূট**—বরের ২৭ নক্ষত্র হস্তীযোনি কন্যার ২৬ নক্ষত্র গোযোনি, উভয়ের যোনির সমতা হওয়ায় গুণসংখ্যা ২।

৫। **গ্রহ মৈত্রীকূট**—বর ও কন্যা উভয়েরই মীনরাশি হেতু রাশ্যধিপতি বৃহস্পতি, একগ্রহ। সুতরাং একাধিপত্য যোগহেতু গ্রহমৈত্রীকূট শুভ বিধায় গুণসংখ্যা ৫।

৬। **গণকূট**—বরের ২৭ নক্ষত্র দেবগণ, কন্যার ২৬ নক্ষত্র নরগণ। সুতরাং কন্যা অপেক্ষা বর উত্তমগণ বিশিষ্ট হইয়াছে, এই জন্য গুণসংখ্যা ৬।

৭। **রাশিকূট** (ভকূট)—বর ও কন্যা উভয়েরই রাশি মীন। সুতরাং একরাশি জন্য ভকূট বিশেষ শুভ এবং ভিন্ননক্ষত্র দ্বারা একরাশি রাজযোটক হইয়াছে বলিয়া অতি উত্তম। অতএব গুণসংখ্যা পূর্ণ ৭ হইল।

৮। **নাড়ীকূট**—বরের জন্মনক্ষত্র ২৭ ত্রিবিধনাড়ী চক্রে অন্ত্য নাড়ীতে পতিত হইয়াছে, এই জন্য অন্ত্যনাড়ী। কন্যার জন্মনক্ষত্র ২৬ উক্ত নাড়ী চক্রে মধ্যনাড়ীতে পড়িয়াছে। সুতরাং ভিন্ন নাড়ীতে উভয়ের নক্ষত্র জন্য নাড়ীশুদ্ধ হওয়ায় গুণসংখ্যা ৮ হইল।

মন্তব্য—উভয়ের অষ্টকূট বিচারে দেখা যায়, ৩৬ গুণের মধ্যে ৩৪ গুণ হইয়াছে। বিশেষতঃ একরাশি হওয়ায় রাজযোটক মিলন ও সর্ব্বসমেত গুণসংখ্যা ৩৪ গুণ। গুণাধিক্য জন্য মিলন উত্তম পাওয়া যায়। এবং আটটি কূটের মধ্যে সাতটি বিশেষ শুভ। মাত্র ভিন্ন যোনি হেতু একটু কম হইয়াছে। যদিও রাজযোটক স্থলে “ন রাজযোগে গ্রহ বৈরিতা চ” ইত্যাদি বচনে অষ্টকূট বিচারের প্রয়োজন নাই, তথাপি ঐ আটটিও শুভ হেতু মিলন ফল উত্তমই হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ বিবাহে, স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর মিলন খুব ভালই হইবে।

এই স্থলে একরাশ্যাদি রাজযোটক ও অন্যান্য যোটক বিচারের অষ্টকূট বিচারমাত্র দেওয়া হইল। অন্যান্য ভাগ্য ও বৈধব্যাদিযোগ পরে নম্বর হিসাবে যথাস্থানে দেখান হইবে। এই জন্য নম্বর দিয়া মিলন বিচার করিলাম। আশা করি, পাঠকগণের ইহাতে অসুবিধা হইবে না।

চতুর্থ দশম রাজযোটকের উদাহরণ

২নং

বর

বৃ রা
শ
র শু
ম
কে লং

সিংহরাশি, ক্ষত্রিয়বর্ণ,
পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র, নরগণ

কন্যা

বৃষরাশি, শূদ্রবর্ণ, মতান্তরে
বৈশ্যবর্ণ, মৃগশিরানক্ষত্র, দেবগণ।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	পাত্র	পাত্রী	ফল	গুণ
১।	বর্ণ	ক্ষত্রিয়	শূদ্র বা বৈশ্য	শুভ	১
২।	বশ্য	চতুষ্পাদ (সিংহ)	চতুষ্পাদ	শুভ	২
৩।	তারা	ক্ষেম	বধ	মধ্যম	১৷৹
৪।	যোনি	ইন্দুর	সর্প	মধ্যম	১

সংখ্যা	কূট	পাত্র	পাত্রী	ফল	গুণ
৫।	মিত্রতা	(র) শত্রু	(শু) শত্রু	অশুভ	০
৬।	গণ	নরগণ	দেবগণ	মধ্যম	৫
৭।	রাশি	দশম	চতুর্থ	শুভ	৭
৮।	নাড়ী	মধ্য	মধ্য	অশুভ	০
					১৭॥০

উভয়ের অষ্টকূট বিচারে অর্দ্ধ শুভ না হওয়ায় কূটফল শুভ নহে। এই জন্য গুণমাত্র ১৭॥০ সংখ্যা হইয়াছে। তবে চতুর্থ দশম রাজযোটক-হেতু "ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতাচ" ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত গ্রহমিত্রতাদির অভাব জন্য বিশেষ দোষ হইবে না, তবে উক্ত রাজযোটকস্থলেও যদি অষ্টকূট শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মিলন খুব শুভ হইবে। বিশেষ বিচার দেওয়া হইল।

১। **প্রথম বর্ণকূট**—বরের সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, কন্যার বৃষরাশি শূদ্রবর্ণ বা মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। শূদ্র ও বৈশ্য দুই বর্ণই ক্ষত্রিয়ের বাধ্য ; এই জন্য "বর্ণোত্তমে বরে" এই বচন বশতঃ বর উত্তমবর্ণ হেতু বর্ণগুণ ১।

২। **বশ্যকূট**—বরের সিংহরাশি চতুষ্পদ, কন্যা বৃষরাশি চতুষ্পদ, 'মৃগপতি বশে তিষ্ঠন্তি' এই বচন বশতঃ বর সিংহ হেতু বশ্যরাশি হইয়াছে। এই জন্য গুণ ২, তবে বশ্য ভক্ষ্য জন্য মতান্তরে গুণ ১।

৩। **তারাকূট**—বরের তারা ১১ হইতে গণনায় কন্যার ৫ নক্ষত্র, ৪র্থ ক্ষেম তারা। কন্যার নক্ষত্র ৫ হইতে গণনায় বরের

১১ নক্ষত্র, ৭ম বধ তারা, সুতরাং তারাশুদ্ধ হয় নাই, শুভাশুভ হইয়াছে ; এইজন্য গুণসংখ্যা ১॥০ হইল।

৪। **যোনিকূট**—বরের ১১ নক্ষত্রে ইন্দুরযোনি, কন্যার ৫ নক্ষত্রে সর্পযোনি, ইহাদের পরস্পর শত্রুতা নাই, কিন্তু মিত্রতাও নাই। সুতরাং সমতা প্রযুক্ত ফলের হ্রাস জন্য গুণসংখ্যা ১।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের রাশ্যধিপতি রবি, কন্যার রাশ্যধিপতি শুক্র। উভয়েই পরস্পর নৈসর্গিক শত্রু। সুতরাং গুণসংখ্যা (০) শূন্য হইল। এই স্থলে বরের রাশ্যধিপতি রবির সহিত শুক্র একগৃহে থাকায় তাৎকালিক শত্রুও হইয়াছে। তবে কন্যার রাশ্যধিপতি গ্রহ শুক্রের দ্বাদশ স্থানে রবি থাকায় তাৎকালিক মিত্র হইয়াছে। ইহাতে শত্রু ও মিত্রযোগ হেতু মধ্যম ফল হইল। ইহাতে গুণ ১।

৬। **গণকূট**—বরের উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র জন্য নরগণ কন্যার মৃগশিরানক্ষত্র জন্য দেবগণ। এই জন্য মধ্যমফল। বর অপেক্ষা গণ শ্রেষ্ঠ হইলেও মধ্যম ফল হেতু গুণ সংখ্যা ৫ হইল।

৭। **ভকূট বা রাশিকূট**—পাত্রের রাশি সিংহ হইতে কন্যার রাশি বৃষ গণনায় দশম, ও কন্যার রাশি হইতে পাত্রের রাশি চতুর্থ। সুতরাং রাজযোটক মিলন হেতু রাশিকূট উত্তম হইয়াছে। তাহাতে কন্যা দূরে থাকায় রাজযোটকে অতি উত্তম ফল হইয়াছে, এই জন্য গুণসংখ্যা ৭ হইল।

৮। **নাড়ীকূট**—বরের নক্ষত্র ১১ ও কন্যার নক্ষত্র ৫, এই দুইটি নক্ষত্রই মধ্য নাড়ীতে পড়িয়াছে, এই জন্য একনাড়ী হওয়ায় নাড়ীবেধ দোষ হইয়াছে। অতএব নাড়ীবেধ বশতঃ গুণসংখ্যা (০) শূন্য হইল।

তৃতীয় একাদশ রাজযোটকের উদাহরণ

৩নং

বর কন্যা

কে
চ ২
বৃ শু
র শ
বু ল
রা

মিথুনরাশি, বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, মৃগশিরানক্ষত্র, দেবগণ। মেষরাশি, বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, অশ্বিনীনক্ষত্র, দেবগণ।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণ	বৈশ্যবর্ণ	বৈশ্যবর্ণ	শুভ	১
		(মতান্তরে শূদ্রবর্ণ)	(মতান্তরে ক্ষত্রিয়)		
২।	বশ্য	দ্বিপদ	চতুষ্পদ	শুভ	২
৩।	তারা	সাধক	প্রত্যরি	মধ্যম	১॥০
৪।	যোনি	সর্প	অশ্ব	মধ্যম	৩

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
৫।	গ্রহমৈত্রী	সম (বু)	শত্রু (ম)	অশুভ	॥০
৬।	গণ	দেবগণ	দেবগণ	শুভ	৬
৭।	রাশি	একাদশ	তৃতীয়	শুভ	৭
৮।	নাড়ী	মধ্য	আন্ত	শুভ	৮

পূর্ণ ২৯ গুণ

১। **বর্ণকূট**—বরের মিথুনরাশি, বৈশ্যবর্ণ, কন্যারও মেষরাশি বৈশ্যবর্ণ, একহেতু ফল শুভ ; এই জন্য গুণসংখ্যা ১। মতান্তরে বরের শূদ্রবর্ণ ও কন্যার ক্ষত্রিয় বর্ণ জন্য মতান্তরে বর্ণবিচারে কন্যা বর্ণাধিকা হইয়াছে, এই জন্য শুভ নহে বলিয়া গুণসংখ্যা ০। এই স্থলে প্রধান মতে মিল থাকায় সর্ব্ববাদী মতে বর্ণ শুভ। তবে যাহারা মতান্তরের বচনকে প্রধান বলিয়া মানেন, তাহাদের পক্ষে বর্ণফল অশুভ।

২। **বশ্যকূট**—বরের মিথুন রাশি দ্বিপদ রাশি, কন্যার মেষ রাশি চতুষ্পদরাশি ; সুতরাং দ্বিপদের বশ্য। এই জন্য শুভ। গুণফল ২।

৩। **তারাকূট**—বরের নক্ষত্র ৫ হইতে গণনায় কন্যার নক্ষত্র ৬ষ্ঠ সাধক তারা, কন্যার নক্ষত্র হইতে গণনায় বরের নক্ষত্র পঞ্চম প্রত্যারি তারা। সুতরাং তাহা অশুভ। এইজন্য তারাগুণসংখ্যা ১॥০ হইল।

৪। **যোনিকূট**—বরের মৃগশিরা নক্ষত্র, সর্পযোনি, কন্যার অশ্বিনী নক্ষত্র, অশ্বযোনি ; সুতরাং অশ্বের সম। এই জন্য শুভ, গুণফল ৩।

৫। **গ্রহমৈত্রীকুট**—বরের মিথুন রাশির অধিপতি বুধ। কন্যার মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গল, তবে নৈসর্গিক মিত্রাদি হিসাবে বুধের সমগ্রহ মঙ্গল এবং মঙ্গলের শত্রুগ্রহ বুধ, এই জন্য অশুভ। তাহাতে সমবৈরে গুণসংখ্যা ॥০। এই স্থলে গ্রহমিত্রতা থাকায় তাৎকালিক মিত্র বিচার করিয়া দেখিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, বুধের নৈসর্গিক সম মঙ্গল তৃতীয়ে থাকায় তাৎকালিক মিত্র হেতু মিত্রই হইল। আর মঙ্গলের নৈসর্গিক শত্রু বুধ তাৎকালিক মিত্র হেতু সম। ইহাতে সম-মিত্রতা জন্য শুভ হইবে। ইহাতেও যদি অশুভ হইত তবে নবাংশ পতির মিত্রতা দেখিতে হইত।

৬। **গণকুট**—বরের মৃগশিরা নক্ষত্র ও কন্যার অশ্বিনী নক্ষত্র, উভয় নক্ষত্রই দেবগণ। সুতরাং একগণ জন্য গুণসংখ্যা ৬।

৭। **ভকুট**—বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি একাদশ এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি তৃতীয়, এইজন্য শুভ। তাহাতে কন্যা দূরে থাকায় অতি উত্তম রাজযোটক হইয়াছে। এই জন্য গুণসংখ্যা ৭ হইল। ইহাতে মিলন উত্তম হইয়া থাকে।

৮। **নাড়ীকুট**—বরের ৫ নক্ষত্র জন্য মধ্য নাড়ী ও কন্যার ১ নক্ষত্র জন্য আদ্য নাড়ী; সুতরাং উভয়ের ভিন্ন নাড়ী হেতু শুভ। গুসংখ্যা ৮। মিলনে ২৯ হইয়াছে, এই জন্য গুণাধিক্য বশতঃ মিলন শুভ হইবে।

মন্তব্য—যদিও উভয়ের তৃতীয় একাদশ মিলন হেতু উত্তম রাজযোটক মিলন শুভ হইয়াছে, তথাপি অষ্টকূট বিচারে গুণাধিক্য হইয়া ২৭ গুণের অধিক হওয়ায় আরও শুভ জানিবে। এইরূপ মিলনে যদি বর ও কন্যার জন্ম কালীন গ্রহসংস্থান শুভ হয়, তবে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ দেওয়া যায়।

সমসপ্তম রাজযোটকের উদাহরণ

৪নং

পাত্র

বৃ
চ ২৬ শমকে
রা
লং
র শু বু

মীনরাশি, বিপ্রবর্ণ,
উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র নরগণ।

পাত্রী

কন্যারাশি, শূদ্রবর্ণ মতান্তরে
বৈশ্যবর্ণ, নরগণ, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণ	বিপ্রবর্ণ	শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ	শুভ	১
২।	বশ্য	কীট (জলজ)	দ্বিপদ	অশুভ	০
৩।	তারা	প্রত্যরি	সাধক	অশুভ	১॥০
৪।	যোনি	হস্তী	গো	মধ্যম	২

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
৫।	গ্রহমিত্রী	(বৃ) শত্রু	(বু) সম	অশুভ	॥০
৬।	গণ	নরগণ	নরগণ	শুভ	৬
৭।	রাশি	সমসপ্তম	সমসপ্তম	শুভ	৭
৮।	নাড়ী	মধ্য	অন্ত্য	শুভ	৮
					২৬

১। **বর্ণকূট**—বর মীন রাশি জন্য বিপ্রবর্ণ, কন্যা কন্যারাশি জন্য শূদ্র বা বৈশ্য বর্ণ। সুতরাং বর বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ বর জন্য গুণসংখ্যা ১।

২। **বশ্যকূট**—বরের মীন রাশি কীট বা জলজ, কন্যার কন্যা রাশি দ্বিপদ রাশি; সুতরাং জলজ রাশি দ্বিপদ রাশির ভক্ষ্য, এই জন্য "বৈরী ভক্ষ্যে গুণাভাব" বচন বশতঃ এই স্থলে গুণসংখ্যা ০ শূন্য হইল।

৩। **তারাকূট**—বরের ২৬ নক্ষত্র হইতে গণনায় কন্যার ১২ নক্ষত্র ৫ম প্রত্যরি তারা, কন্যার নক্ষত্র ১২ হইতে গণনায় বরের ২৬ নক্ষত্র পর্য্যন্ত ৬ষ্ঠ সাধক তারা। এই জন্য তারাশুদ্ধ হয় নাই বলিয়া শুভাশুভযোগে গুণসংখ্যা ১॥০ হইল।

৪। **যোনিকূট**—বরের ২৬ নক্ষত্রে হস্তীযোনি, কন্যার ১২ নক্ষত্রে গোযোনি, গো ও হস্তীতে শত্রুতাও নাই, মিত্রতাও নাই; সুতরাং সমতাজন্য গুণসংখ্যা ২ হইল।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের রাশ্যধিপতি বৃহস্পতি ও কন্যার রাশ্যধিপতি বুধ। নৈসর্গিক চক্রে দেখা গেল—বৃহস্পতির শত্রু বুধ ও বুধের সম বৃহস্পতি। সুতরাং সমশত্রুতে "সমবৈরে গুণার্দ্ধকং" এই বচনানুসারে গুণসংখ্যা অর্দ্ধ হইবে। নৈসর্গিক মিত্রতা না থাকায় তাৎকালিক মিত্রতা বিচার করিতে হইবে। যথা,—বরের রাশ্যধিপতি বৃহস্পতি অষ্টমে থাকায় বুধ তাৎকালিক ও নৈসর্গিক শত্রু হেতু অধিশত্রু। কন্যার রাশ্যধিপতির বুধের (কন্যার রাশি চক্রে) পঞ্চমে গুরু থাকায় তাৎকালিক শত্রু। সুতরাং নৈসর্গিক সমতা জন্য শত্রু হইয়াছে, তাৎকালিক মিত্রতাও নাই। এই স্থলে উভয়ের নবাংশপতি বিচার করিতে হইবে। পাত্রের চন্দ্রের স্ফুট ১১।১২।৮।২০ হেতু চন্দ্র (মীন দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকায় নবাংশচক্রে দেখা গেল—চতুর্থ নবাংশে তুলায় চন্দ্র আছে; সুতরাং নবাংশপতি শুক্র। আর কন্যার চন্দ্রস্ফুট ৫।২.১১।২৫ হওয়ায় চন্দ্র (কন্যা) দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকায় নবাংশচক্রে দেখা গেল—প্রথম নবাংশে মকরে চন্দ্র আছে, অতএব নবাংশপতি শনি। নৈসর্গিক চক্রে দেখা গেল—শনি ও শুক্র পরস্পর মিত্র। সুতরাং বর ও কন্যার রাশ্যধিপতি গ্রহের নৈসর্গিক ও তাৎকালিক মিত্রতা না থাকিলেও উভয়ের চন্দ্রস্থিত নবাংশপতির মিত্রতা থাকায় শুভ হইবে।

৬। **গণকূট**—বরের ২৬ নক্ষত্র ও কন্যার ১২ নক্ষত্র উভয় নক্ষত্রেই নরগণ। সুতরাং "স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ" এই বচনে শুভ। এই জন্য গুণসংখ্যা ৬।

৭। **ভকূট**—বরের মীন রাশি হইতে গণনায় কন্যার কন্যা-রাশি সপ্তম, কন্যারও জন্ম রাশি কন্যা হইতে গণনায় মীন রাশি সপ্তম। কন্যা ও মীন রাশি দুইটিই সমরাশি। সুতরাং পরস্পর সমসপ্তম রাশি হেতু রাজযোটক হইয়াছে। এই জন্য গুণসংখ্যা ৭ হইল।

৮। **নাড়ীকুট**—বরের ২৬ নক্ষত্র নাড়ী চক্রে দেখাগেল মধ্য নাড়ীতে আর কন্যার ১২ নক্ষত্র নাড়ী চক্রের অন্ত্য নাড়ীতে আছে। সুতরাং ভিন্ন নাড়ী হেতু নাড়ী বেধ হয় নাই বলিয়া ফল শুভ। এইজন্য গুণ সংখ্যা ৮।

মন্তব্য—উভয়ের অষ্টকূট বিচারে দেখা গেল প্রায় অর্দ্ধাধিক শুভ হইয়াছে। এইজন্য বচনস্থিত ২৭ গুণ পর্য্যন্ত মধ্যম ফল হইলেও বর ও কন্যার রাশি পরস্পর সম সপ্তম হওয়ায় উত্তম রাজযোটক বশতঃ মিলন ফল উত্তমই হইবে, ইহাতে গ্রহাদির সংযোগ শুভ হইলে বিবাহে বিশেষ শুভফল লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। যদিও গ্রহ মিত্রতা নাই তথাপি "রাশীশয়োঃ সুহৃদ্ ভাবে মিত্রত্বে চাংশ নাথয়োঃ" এই বচন অনুসারে নবাংশপতির পরস্পর মিত্রতা থাকায় ফল শুভই হইবে। সুতরাং এইরূপ স্থলে নির্ব্বিবাদে বলা যায় মিলন উত্তমই হইবে।

বিষম সপ্তমের উদাহরণ

৫ নং

বর

বৃ

কে ম

শ ল

চ ১৫

রা ২০

তুলারাশি ক্ষত্রিয়র্ণ, মতান্তরে শূদ্রবর্ণ স্বাতিনক্ষত্র দেবগণ।

কন্যা

মেষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ কৃত্তিকানক্ষত্র দেবারিগণ।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণকূট	ক্ষত্রিয়বর্ণ	বৈশ্যবর্ণ	শুভ	
		(মতান্তরে শূদ্রবর্ণ)	(মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ)		
২।	বশ্য "	দ্বিপদ	চতুষ্পদ	শুভ	২
৩।	তারা "	বধতারা	ক্ষেম	মধ্যম	১॥০
৪।	যোনি	মহিষ	মেষ	শুভ	৩
৫।	গ্রহমৈত্রী "	সম (শু)	সম (ম)	মধ্যম	৩
৬।	গণ	দেবগণ	রাক্ষসগণ	অশুভ	১
৭।	ভকূট	বিষমসপ্তম	বিষমসপ্তম	অশুভ	৭
৮।	নাড়ী ..	অন্ত্য	অন্ত্য	অশুভ	০
					১৮॥০

১। বর্ণকূট—বরের রাশি তুলা হওয়ায় ক্ষত্রিয়বর্ণ ও কন্যার রাশি মেষ হেতু বৈশ্যবর্ণ, সুতরাং বর বর্ণশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, এই জন্য গুণ-সংখ্যা হইল ১। মতান্তরে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ ও মেষ রাশি বৈশ্যবর্ণ, ইহা যদি হয় তবে কন্যা বর্ণাধিক হেতু বর্ণদোষ হয়। তাহাতে বর্ণগুণ ০ হয়। কিন্তু "হীনবর্ণো যদা রাশী রাশীশো বর্ণ উত্তমঃ" এই বচন বশতঃ তুলারাশির অধিপতি শুক্র ব্রাহ্মণ এবং মেষরাশির অধিপতি মঙ্গল ক্ষত্রিয় সুতরাং রাশির অধিপতি হিসাবে পাত্র বর্ণাধিক

হইয়াছে এইজন্য বর্ণ শুভ হইবে। বিশেষতঃ বশ্য রাশি হেতুও বর্ণহীণ জন্য দোষ হইবে না।

২। **বশ্যকূট**—বরের তুলারাশি দ্বিপদ, কন্যারও মেষরাশি চতুষ্পদ। সুতরাং বশ্যরাশি হইয়াছে বলিয়া গুণসংখ্যা ২ হইল।

৩। **তারাকূট**—বরের নক্ষত্র ১৫ হইতে গণনায় কন্যার নক্ষত্র ৩ বধতারা হইল। আর কন্যার নক্ষত্র ৩ হইতে গণনায় বরের নক্ষত্র ক্ষেম তারা, সুতরাং তারাশুদ্ধ হইল। এইজন্য গুণ সংখ্যা ১॥০

৪। **যোনিকূট**—বরের নক্ষত্র ১৫ স্বাতি মহিষযোনি, কন্যার ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র মেষযোনি সুতরাং মেষ ও মহিষে মিত্রতা থাকায় মিত্র যোনি জন্য গুণসংখ্যা ৩

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরেররাশি তুলা, অধিপতি শুক্র, কন্যাররাশি মেষ অধিপতি মঙ্গল। নৈসর্গিক চক্রে দেখা গেল শুক্র ও মঙ্গলে পরস্পর সম। সুতরাং পরস্পর সমতাজন্য গুণ সংখ্যা ৩ সম হইলে শুভ ফল হউক বা নাই হউক অনিষ্ট করিবে না এইজন্য তাৎকালিক মিত্রতা বিচারের আবশ্যকতা নাই।

৬। **গণকূট**—বরের জন্মনক্ষত্র ১৫ সংখ্যায় দেবগণ, কন্যার ৩ নক্ষত্রে রাক্ষসগণ, ফল কলহ। সুতরাং দেব ও রাক্ষসে ফল শুভ নহে বলিয়া গুণসংখ্যা ১ হইল। যদিও পাত্র দেবগণ তথাপি কন্যা রাক্ষসগণ হেতু স্বামীর অনিষ্ট করিতে পারে। এইজন্য গুণ কম হইল। কিন্তু প্রতিপ্রসব হিসাবে বরের দেবত্ব হেতু রাক্ষসের শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে বলিয়া ততটা ক্ষতিকারক নহে।

৭। **ভকূট**—বরের রাশি তুলা বিষমরাশি, কন্যার রাশি মেষ, তাহাও বিষমরাশি সুতরাং কন্যা ও বরের পরস্পর সপ্তমরাশি হওয়ায়

বিষম সপ্তম হইয়াছে, এইজন্য ভকূট অশুভ বলিয়া গুণ শূন্য হওয়াই উচিত। কিন্তু এই স্থলে মেষ ও তুলারাশির পরস্পর রাশির মিত্রতা থাকায় গুণসংখ্যা ৭ হইলেও সর্ব্ববাদীসম্মতে গুণ ০ শূন্য হইবে।

৮। **নাড়ীকূট**—পাত্রের ১৫ নক্ষত্র ও কন্যার ৩ নক্ষত্র দুইটীই এক নাড়ীতে পড়িয়াছে। এই জন্য নাড়ী শুদ্ধি হয় নাই। সুতরাং গুণসংখ্যা ০ শূন্য।

অরি নবম পঞ্চম মিলনের উদাহরণ

৩নং

বর

		লং
কে		র রা
বৃ চ১২		প শু বু শ

কন্যারাশি, শূদ্রবর্ণ, মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র, নরগণ।

কন্যা

ম	শ রা	
		চ ২১ লং
শু	র বু কে বৃ	

মকররাশি, শূদ্রবর্ণ, মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র, নরগণ।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণ ,	শূদ্রবর্ণ	শূদ্রবর্ণ	শুভ	১
২।	বশ্য „	দ্বিপদরাশি	চতুষ্পাদ	শুভ	২

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
৩।	তারা "	জন্ম	জন্ম	শুভ	৩
৪।	যোনি "	গো যোনি	নকুলযোনি	মধ্যম	২
৫।	গ্রহমৈত্রী "	বুধ (সম)	(শ) মিত্র	মধ্যম	৪
৬।	গণ "	নরগণ	নরগণ	শুভ	৬
৭।	ভকূট "	পঞ্চম	নবম	অশুভ	০
৮।	নাড়ী "	আদ্যনাড়ী	অন্ত্যনাড়ী	শুভ	৮
					২৬

বর্ণকূট। বরেররাশি কন্যা, শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, কন্যার মকররাশি, শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। প্রথমটী প্রধান ও সর্ব্ব সম্মত মত বলিয়া সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য। এইস্থলে দুই মতেই একগণ হইয়াছে, সুতরাং বর্ণফল শুভ এইজন্য গুণ ১ এক।

২। **বশ্যকূট**। বর কন্যারাশি দ্বিপদ, কন্যা মকররাশির ২১ নক্ষত্রহেতু ১৫ অংশের মধ্যে হওয়ায় চতুষ্পদ রাশি সুতরাং কন্যা পুরুষের বশ্য হইয়াছে এইজন্য বশ্যগুণ শুভ, গুণ ২।

৩। **তারাকূট**—বরের জন্ম নক্ষত্র ১২ হইতে গণনায় কন্যার জন্ম নক্ষত্র ২১ ১ম জন্মতারা, কন্যার জন্ম নক্ষত্র ২১ হইতে গণনায় বরের ১২ নক্ষত্র জন্ম তারা। সুতরাং তারা শুভ।

৪। **যোনিকূট**—বরের ১২ নক্ষত্রে গোযোনি, কন্যার ২১ নক্ষত্রে নকুল যোনি, উভয়ের সমতা বশতঃ ফল মধ্যম। গুণ-সংখ্যা ২।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরেররাশি কন্যা অধিপতি গ্রহ বুধ, কন্যাররাশি মকর অধিপতি শনি। শনি বুধের সম, বুধ শনির মিত্র, উভয়ের মিত্রতা না থাকায় (শত্রুতাও নাই) ফল মধ্যম গুণসংখ্যা ৪। এইস্থলে তাৎকালিক বিচারে দেখা যায় পাত্রের অধিপতি বুধের (রাশিচক্রে) দ্বাদশে শনি থাকায় তাৎকালিক মিত্র হইয়াছে, কিন্তু নৈসর্গিক সম হেতু মিত্র হইল। কন্যার রাশির অধিপতি শনির (রাশিচক্রে) সপ্তম গৃহে বুধ থাকায় তাৎকালিক শত্রু নৈসর্গিক মিত্র হেতু সম হইল। সুতরাং তাৎকালিক বিচার ফলেও ফল মধ্যম। বিশেষ আবশ্যক হইলে চন্দ্রস্ফুট সাধন করিয়া নবাংশ পতির মিত্রতা বিচার করিয়া লইবে।

৬। **গণমৈত্রীকূট**—বরের ১২ নক্ষত্রে নরগণ কন্যার ২১ নক্ষত্রেও নরগণ, সুতরাং উভয়ের এক গণহেতু ফল শুভ। এই জন্য গুণ ৬।

৭। **ভকূট**—বরের রাশি কন্যা হইতে গণনায় কন্যাররাশি মকর ৫ পঞ্চম এবং কন্যারাশি মকর হইতে গণনায় বরের রাশি ৯ নবম হেতু নবম পঞ্চম মিলন হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা কন্যা ৫ পঞ্চম স্থানে থাকায় পুত্রনাশিনী হইবে। এইজন্য ভকূটের ফল অশুভ। গুণসংখ্যা ০।

৮। **নাড়ীকূট**—বরের নক্ষত্র ১২ আদ্যনাড়ীতে ও কন্যার নক্ষত্র ২১ অন্ত্যনাড়ীতে পতিত হওয়ায় ভিন্ননাড়ী হইয়াছে বলিয়া ফল শুভ, গুণসংখ্যা ৮ মোট গুণসংখ্যা ২৬ হইল। যদিও মধ্যম সংখ্যা ২৭ তথাপি ২৬ হেতু ফল মধ্যম শুভ হইয়াছে।

মন্তব্য—উভয়ের রাশি অনুসারে অষ্টকূট বিচারে শুভাধিক্য হেতু ফল শুভ। কিন্তু কন্যা বর অপেক্ষা পঞ্চম স্থানে থাকায় পুত্র নাশ

যোগ হইলেও অধিপতি গ্রহদ্বয়ের সমতা থাকায় অশুভ হইবেনা। মিলন ফল উত্তমই হইয়াছে। ইহাতে যদি কন্যার বৈধব্যাদি যোগ না থাকে তবে বিবাহ হইতে পারে।

মিত্র নবম পঞ্চম মিলনের উদাহরণ

৭নং

বর

চ ৪
ল কে
রা র বু
শু বৃ শ ম

বৃষ রাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রোহিণী নক্ষত্র নরগণ

কন্যা

মকর রাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র নরগণ

অষ্টকূটবিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণ "	শূদ্রবর্ণ	শূদ্রবর্ণ	শুভ	১
২।	বশ্য "	চতুষ্পদ	চতুষ্পদ	শুভ	২
৩।	তারা "	পরমমিত্র	সম্পৎ	শুভ	৩
৪।	যোনি "	সর্প	নকুল	অশুভ	০

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
৫।	গ্রহমৈত্রী "	(শ) মিত্র	(শু) মিত্র	শুভ	৫
৬।	গণ "	নরগণ	নরগণ	শুভ	৬
৭।	ভকূট "	নবম	পঞ্চম	শুভ	৭
৮।	নাড়ী "	পৃষ্ঠ (অন্ত্য)	পৃষ্ঠ (অন্ত্য)	অশুভ	০
					২৪

১। **বর্ণকূট**—বরের রাশি বৃষ, শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ; কন্যার রাশি মকর, শূদ্রবর্ণ, মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। যদিও প্রথম মতটা সর্ব্ব সময়ে গ্রাহ্য তথাপি দুই মতেই এক হওয়ায় বর্ণশুভ। এইজন্য গুণ সংখ্যা ১।

২। **বশ্যকূট**—বরের বৃষরাশি, চতুষ্পদ কন্যারও মকরের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ ২১ নক্ষত্র জন্য ১৫ অংশের মধ্যে হওয়ায় চতুষ্পদ রাশি; উভয়েই চতুষ্পদ হেতু ফল শুভ। গুণ সংখ্যা ২।

৩। **তারাকূট**—বরের জন্মনক্ষত্র ৪ রোহিণী হইতে গণনায় কন্যার জন্মনক্ষত্র ২১ উত্তরাষাঢ়া নবম পরমমিত্র তারা, আর কন্যার জন্মনক্ষত্র ২১ হইতে গণনায় নবমে ২য় সম্পৎ তারা, এইজন্য তারাশুদ্ধি হইয়াছে। ফল শুভ। গুণ সংখ্যা ৩।

৪। **যোনিকূট**—বরের নক্ষত্র ৪ রোহিণী সর্পযোনি কন্যার নক্ষত্র ২১ উত্তরাষাঢ়া নকুলযোনি। উভয়ের যোনি পরস্পর শত্রু হওয়ায় যোনি বিরুদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য ফল অশুভ, গুণ (০) শূন্য।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের রাশি বৃষ, ইহার অধিপতি শুক্র, কন্যার রাশি মকর ইহার অধিপতি শনি, শুক্র ও শনি পরস্পর মিত্র হেতু ফল শুভ। এইজন্য গুণ সংখ্যা ৫ পাঁচ।

৬। **গণকূট**—বরের জন্মনক্ষত্র ৪ রোহিণী নরগণ; কন্যার জন্মনক্ষত্র ২১ উত্তরাষাঢ়া নরগণ, উভয়ের একগণ হওয়ায় ফল উত্তম, গুণ সংখ্যা ৬।

৭। **ভকূট**—বরের বৃষ রাশি হইতে গণনায় কন্যার রাশি নবম ও কন্যার মকর রাশি হইতে গণনায় বর পঞ্চম হইয়াছে। সুতরাং পুরুষ অপেক্ষা নবম স্থানে থাকায় কন্যা স্বামী প্রিয়া ও পুত্রবতী হইবে। এইজন্য ফল উত্তম, গুণ সংখ্যা ৭।

৮। **নাড়ীকূট**—বরের জন্মনক্ষত্র ৪, তৃতীয় নাড়ীতে থাকায় পৃষ্ঠ বা অন্ত্য নাড়ী, কন্যা জন্মনক্ষত্র ২১ তৃতীয় নাড়ীস্থ হেতু অন্ত্য বা পৃষ্ঠ নাড়ী। সুতরাং উভয়ের নক্ষত্রই (বর ও কন্যার) এক নাড়ীতে হওয়ায় ফল অশুভ। এইজন্য গুণ সংখ্যা (০) শূন্য।

মন্তব্য—উভয়ের রাশি যোগে অষ্টকূট বিচারে শুভাধিক্য হেতু ফল শুভ। তন্মধ্যে বশ্যরাশি তারাশুদ্ধি ও গণ প্রভৃতি শুভ হওয়ায় বিশেষতঃ উভয়েরই রাশ্যধিপতি গ্রহদ্বয়ের মিত্রতা থাকায় "ঐকাধিপত্যে ভবনেশ মৈত্রে" ইত্যাদি বচনানুসারে মিলন উত্তম হইয়াছে। ৩৬ গুণ মধ্যে ২৭ সংখ্যা উত্তম হইলেও ২৪ সংখ্যায় ফল শুভ, যে হেতু প্রায় ৩ ভাগের ২ ভাগই শুভ। ইহাতে পতিপত্নী ভাব শুভ। কন্যার স্বামীর স্থানে কোন দোষ না থাকিয়া গ্রহস্থিতি অনুসারে ভাগ্য যোগাদি শুভ হইলে নির্ব্বিবাদে বিবাহ হইতে পারে।

মিত্রদ্বিদ্বাদশ উদাহরণ

নং ৮

বর

ল কে

চ ৬

রা র বু

ম শু ব র

মিথুনরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ আর্দ্রা নক্ষত্র নরগণ

কন্যা

বৃষরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রোহিণী নক্ষত্র নরগণ

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	
১।	বর্ণ ,,	বৈশ্যবর্ণ	শূদ্রবর্ণ	শুভ	১
২।	বশ্য ”	দ্বিপদ	চতুষ্পদ	শুভ	২
৩।	তারা ”	মিত্র	বিপৎ	মধ্যম	১॥•
৪।	যোনি ”	কুকুর	সর্প	মধ্যম	২
৫।	গ্রহমৈত্রী ”	(বু) মিত্র	(শু) মিত্র	শুভ	৫
৬।	গণ ”	নরগণ	নরগণ	শুভ	৬

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ,
৭।	ভকূট ”	দ্বাদশ	দ্বিতীয়	শুভ	৭
৮।	নাড়ী ”	প্রাঙ্‌ নাড়ী	পৃষ্ঠ নাড়ী	শুভ	৮

৩২॥০

১। **বর্ণকূট**—বরের মিথুনরাশি বৈশ্যবর্ণ, মতান্তরে শূদ্রবর্ণ কন্যার বৃষরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। এইস্থলে প্রথম মতে কন্যা বর্ণহীন হেতু বর্ণ শুভ। গুণ ১। কিন্তু মতান্তরে বর শূদ্র ও কন্যা বৈশ্য বর্ণাধিকা কন্যা হেতু বর্ণ অশুভ। তাহাতে গুণ সংখ্যা ০। কিন্তু ২য় মতের প্রাধান্য না থাকায় প্রথম মতই গ্রহণীয়।

২। **বশ্যকূট**—বর মিথুনরাশি জন্য দ্বিপদ, কন্যা বৃষ-রাশি জন্য চতুষ্পদ এইজন্য বশ্যরাশি হইয়াছে বলিয়া ফল শুভ। গুণ সংখ্যা ২।

৩। **তারাকূট**—বরের জন্ম নক্ষত্র ৬ আর্দ্রা হইতে গণনায় ৮ম মিত্র তারা, কন্যার জন্ম নক্ষত্র ৪ রোহিণী হইতে গণনায় বরের জন্ম নক্ষত্র ৩য় বিপৎ তারা। সুতরাং শুভ ও অশুভ তারাহেতু সম এইজন্য ফল অশুভ গুণ সংখ্যা ১॥।

৪। **যোনিকূট**—বরের নক্ষত্র ৬—কুকুরযোনি, কন্যার নক্ষত্র ৪ সর্প যোনি। উহাদের পরস্পর মিত্রতা না থাকায় ফল মধ্যম। এইজন্য গুণসংখ্যা ২।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের রাশি মিথুন অধিপতি বুধ কন্যার রাশি বৃষ অধিপতি শুক্রের সহিত মিত্রতা থাকায় গ্রহমিত্রতা যোগ শুভ। এই জন্য গুণ সংখ্যা ৫।

৬। **গণকুট**—বরের জন্ম নক্ষত্র ও আর্দ্রা নরগণ, কন্যার জন্ম নক্ষত্র রোহিণী নরগণ, সুতরাং একগণ জন্য ফল শুভ। গুণসংখ্যা ৬।

৭। **ভকূট**—বরের মিথুন রাশি হইতে গণনায় কন্যার বৃষ রাশি দ্বাদশ হওয়ায় মিত্র দ্বিদ্বাদশ হইয়াছে, এইজন্য কন্যা ধনবতী ও স্বামিপ্রিয়া হইবে। ফল শুভ। গুণসংখ্যা ৭।

৮। **নাড়ীকুট**—বরের জন্ম নক্ষত্র ও আদ্য বা প্রাণনাড়ী কন্যার জন্ম নক্ষত্র ও পৃষ্ঠ বা অন্ত্য নাড়ী। সুতরাং উভয়ের নক্ষত্র ভিন্ন নাড়ী হেতু নাড়ীশুদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য ফলশুভ গুণসংখ্যা ৮।

মন্তব্য—এই যোটকে অষ্টকুট বিচারে প্রায় শুভ হওয়ায় মিলন শুভ। তন্মধ্যে গ্রহমিত্রতা প্রভৃতি যোগ থাকায় বিবাহে পরস্পর মিলন উত্তম। ইহাতে বৈধব্যাদিদোষ না থাকিলে নির্ব্বিবাদে বিবাহ হইতে পারে।

অরিদ্বিদ্বাদশমিলনের উদাহরণ

নং ৯

বর

কে ল চ ৭ শ শু রা র বু ম বৃ

মিথুনরাশি বৈশ্যবর্ণ, মতান্তরে শূদ্রবর্ণ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র দেবগণ।

কন্যা

কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ পুষ্যানক্ষত্র দেবগণ।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণ ,,	বৈশ্যবর্ণ	বিপ্রবর্ণ	অশুভ	০
২।	বশ্য ,,	দ্বিপদ	কীট (জলজ)	মধ্যম	১
৩।	তারা ,,	সম্পৎ	পরমমিত্র	শুভ	৩
৪।	যোনি ,,	বিড়াল	মেষ	মধ্যম	২
৫।	গ্রহমৈত্রী ,,	(বু) শত্রু	(চ) সম	মধ্যম	১
৬।	গণ ,,	দেবগণ	দেবগণ	শুভ	৬
৭।	ভকূট ,,	দ্বিতীয়	দ্বাদশ	অশুভ	৩
৮।	নাড়ী ,,	অন্ত্য	মধ্য	শুভ	৮
					২৪

১। **বর্ণকূট**—বরের জন্মরাশি মিথুন বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। কন্যার জন্মরাশি কর্কট, বিপ্রবর্ণ, এইজন্য কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া ফল অশুভ। গুণ সংখ্যা ০।

২। **বশ্যকূট**—মিথুন বরের রাশি, দ্বিপদরাশি, কন্যার কর্কট রাশি কীট বা জলজ রাশি। কীট বা জলজ রাশি দ্বিপদ বা মানুষের ভক্ষ্য বিধায় কন্যা বরের অধীন হইলেও ফল মধ্যম গুণ সংখ্যা ১।

৩। **তারাকূট**—বরের জন্ম নক্ষত্র পুনর্ব্বসু হইতে গননায় কন্যার জন্মনক্ষত্র পুষ্যা ২য় সম্পৎ তারা। কন্যার জন্মনক্ষত্র ৮ হইতে গননায় বরের জন্ম নক্ষত্র ৯ম পরমমিত্র তারা। উভয় তারাই শুভহেতু তারা শুদ্ধি হইয়াছে ফল শুভ। গুণ সংখ্যা ৩।

৪। **যোনিকূট**—বরের ৭ নক্ষত্র বিড়ালযোনি, কন্যার ৮ নক্ষত্র মেষযোনি। বিড়াল ও মেষের সমতা থাকায় ফল মধ্যম। গুণ সংখ্যা ২।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের জন্মরাশি মিথুন অধিপতি বুধ, কন্যার জন্মরাশি কর্কট অধিপতি চন্দ্র; চন্দ্রের সহিত বুধের শত্রুতা ও বুধের সহিত চন্দ্রের সমতা জন্য ফল মধ্যম, এই জন্য গুণসংখ্যা ২।

৬। **গণকূট**—বরের নক্ষত্র ৭ দেবগণ, কন্যার জন্ম নক্ষত্র ৮ দেবগণ; উভয়ের গণ এক হওয়ায় ফল শুভ। গুণ সংখ্যা ৬।

৭। **ভকূট**—বরের রাশি মিথুন হইতে কন্যার জন্মরাশি কর্কট দ্বিতীয়, কন্যার রাশি কর্কট হইতে বরের রাশি মিথুন দ্বাদশ হেতু কন্যা ধননাশিনী হইবে। বিশেষতঃ অরিদ্বিদ্বাদশ মিলন হেতু ভকূট অশুভ। এইজন্য গুণসংখ্যা ৩।

৮। **নাড়ীকূট**—বরের জন্ম নক্ষত্র ৭ অন্ত্য নাড়ীতে ও কন্যার জন্ম নক্ষত্র ৮ মধ্য নাড়ীতে পড়িয়াছে। উভয়ের ভিন্ন নাড়ী হওয়ায় ফল শুভ। গুণসংখ্যা ৮।

মন্তব্য—উভয়ের অষ্টকূট বিচারে শুভাধিক্য হেতু মিলন শুভ। ইহাতে যদিও কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হইয়াছে তথাপি বশ্যরাশি জন্য দোষ হইবে না। অরি দ্বিদ্বাদশ মিলন হইলেও প্রায় ৩ ভাগের ২ ভাগ গুণ সংখ্যা পাওয়ায় আটটী কূটের মধ্যে তারাশুদ্ধি গণশুদ্ধি নাড়ীশুদ্ধি হেতু ফল অশুভ নহে। যদিও রাশ্যধিপতি গ্রহের মিত্রতা নাই তথাপি তাৎকালিক বিচারে রাশিচক্রে চন্দ্র, বুধের দশমে স্থিত বলিয়া তাৎকালিক মিত্র ও নৈসর্গিক শত্রু চন্দ্র সম, আর কন্যার রাশি চক্রে বুধ চন্দ্রের চতুর্থে থাকায় তাৎকালিক মিত্র নৈসর্গিক সম জন্য

মিত্র। চন্দ্র ও বুধ পরস্পর মিত্র ও অধিমিত্র চক্রে তাৎকালিক সমমিত্র হেতু গ্রহমৈত্রী ফলও শুভ। উভয়ের নবাংশপতিরও মিত্রতা থাকায় ফল শুভ। এইজন্য অরিদ্বিদ্বাদশ ভকূটে অমিল হইলেও মিলন অশুভ হইবে না। অতএব যদি কন্যার বৈধব্যাদি যোগ না থাকে তবে বিবাহ হইতে পারে।

মিত্র ষড়ষ্টক উদাহরণ

নং ১০

বর

কে র শু বু ম বৃ শ রা ল চ১১

কন্যারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ উত্তরফল্গুণী নক্ষত্র নরগণ

কন্যা

কুম্ভরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র নরগণ।

অষ্টকূট বিচার

সংখ্যা কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১। বর্ণ „	শূদ্রবর্ণ	বৈশ্যবর্ণ	অশুভ	০
২। বশ্য „	দ্বিপদ	দ্বিপদ	শুভ	২

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
৩।	তারা „	প্রত্যরি	সাধক	মধ্যম	১॥০
৪।	যোনি „	গো	সিংহ	মধ্যম	১
৫।	গ্রহমৈত্রী „	(বু) সম	(শ) মিত্র	মধ্যম	৪
৬।	গণ „	নরগণ	নরগণ	শুভ	৬
৭।	ভকূট „	ষষ্ঠ	অষ্টম	অশুভ	৩॥০
৮।	নাড়ী „	আদ্য	আদ্য	অশুভ	০
					১৮

১। **বর্ণকূট**—বরের রাশি কন্যা শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ কন্যার রাশি কুম্ভ, বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। এইস্থলে প্রথম মতানুসারে বর অপেক্ষা কন্যা শ্রেষ্ঠা হেতু বর্ণফল অশুভ। সুতরাং গুণ শূন্য ; কিন্তু মতান্তরে কন্যা শূদ্র ও বর বৈশ্য হেতু বরবর্ণ শ্রেষ্ঠ সুতরাং শুভ। অতএব বর্ণ জনিত ফল শুভ না হইলেও বিশেষ অশুভ হইবে না।

২। **বশ্যকূট**—বর কন্যারাশি দ্বিপদ, কন্যা কুম্ভ রাশি দ্বিপদ। উভয়ই দ্বিপদ রাশি হেতু এক জাতীয় জন্য বশ্য, ফল শুভ গুণ ২।

৩। **তারাকূট**—বরের নক্ষত্র ১২ উত্তরফল্গুণী হইতে গনণায় কন্যার ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ৫ম প্রত্যরি তারা কন্যার নক্ষত্র হইতে গনণায় বরের ১২ নক্ষত্র ৬ষ্ঠ সাধক তারা সুতরাং শুভাশুভ জন্য ফল মধ্যম গুণ সংখ্যা ১॥০।

৪। **যোনিকূট**—বরের ১২ নক্ষত্রে গোযোনি, কন্যার ২৫ নক্ষত্রে সিংহযোনি, গো ও সিংহে পরস্পর শত্রুতা না থাকিলেও মিত্রতা নাই ; সুতরাং ফল অধম, গুণসংখ্যা ১।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের কন্যা রাশির অধিপতি বুধ, কন্যার কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি। উভয়ের সমমিত্রতা জন্য ফল মধ্যম। সুতরাং গুণ ৪। এই স্থলে পূর্ব্বনিয়মে বরের রাশ্যধিপতি বুধের একাদশে শনি ও কন্যার রাশ্যধিপতি শনির দ্বাদশে বুধ থাকায় গ্রহমৈত্রীকূট শুভ।

৬। **গণকূট**—বরের ১২ নক্ষত্রে নরগণ ও কন্যার ২৫ নক্ষত্রে নরগণ। সুতরাং স্বজাতি জন্য ফল শুভ, গুণ ৬।

৭। **ভকূট**—বরের কন্যা রাশি হইতে কন্যার কুম্ভ রাশি গণনায় ষষ্ঠ, এবং কন্যার রাশি হইতে গণনায় বরের রাশি অষ্টম হওয়ায় ষড়ষ্টক মিলন হইয়াছে ; সাধারণ ফল অশুভ। এই জন্য গুণফল (০) শূন্য। কিন্তু কন্যা, কুম্ভ ষড়ষ্টক যোগ জন্য বিশেষতঃ বিষম অর্থাৎ পুং রাশি হইতে সম (স্ত্রীরাশি) ৮ম হেতু "পুরুষস্যাষ্টমে ভাগে—ন দোষ" "বিষমাৎ কন্যকারাশিঃ ষষ্ঠং" "এই বচনানুসারে দূষণীয় নহে ; সুতরাং ফল শুভ, গুণ ৩।০।

৮। **নাড়ীকূট**—বরের ১২ নক্ষত্র ও কন্যার ২৫ নক্ষত্র ; দুইই আদ্য নাড়ীতে পতিত হওয়ায় একনাড়ী হইয়াছে ; সুতরাং নাড়ীবেধ জন্য ফল অশুভ। গুণ ০।

মন্তব্য—উভয়ের অষ্টকূট বিচারে গুণাধিক্য হয় নাই বলিয়া মিলন ফল উত্তম নহে, ফল মধ্যম ; কিন্তু বশ্যরাশি, গ্রহমিত্রতা ও একগণ হওয়ায় তত অশুভকর যোগ নহে। সুতরাং ভৌমাদি দোষ না থাকিলে বিবাহ হইতে পারে। তবে মিলন মধ্যম।

অরিষড়ষ্টক মিলনের উদাহরণ

নং ১১

পাত্র

মকররাশি শূদ্রবর্ণ, মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র নরগণ।

পাত্রী

সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র নরগণ।

অষ্টকূটবিচার

সংখ্যা	কূট	বর	কন্যা	ফল	গুণ
১।	বর্ণ	শূদ্রবর্ণ	ক্ষত্রিয়বর্ণ	অশুভ	০
২।	বশ্য	চতুষ্পদ (মকর)	চতুষ্পদ (সিংহ)	অশুভ	০
৩।	তারা	পরমমিত্র	সম্পৎ	শুভ	৩
৪।	যোনি	নকুল	ইন্দুর	মধ্যম	২
৫।	গ্রহমৈত্র	(শ) শত্রু	(র) শত্রু	মধ্যম	০
৬।	গণ	নরগণ	নরগণ	শুভ	৬
৭।	ভকূট	৮ম	৬ষ্ঠ	অশুভ	০
৮।	নাড়ী	অন্ত্য	মধ্য	শুভ	৮

১। **বর্ণকূট**—বর মকর রাশি শূদ্রবর্ণ, কন্যা সিংহ রাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, কন্যার বর্ণাধিক্য জন্য ফল অশুভ, গুণ ০।

২। **বশ্যকূট**—বরের রাশির পূর্ব্বার্দ্ধে (২১ নক্ষত্রে) জন্ম জন্য চতুষ্পদ রাশি, কন্যা—সিংহ, ও চতুষ্পদ, যদিও দুই চতুষ্পদ রাশি হইয়াছে, তথাপি সিংহ রাশির কীটাদি রাশি বশ্য বলিয়া কন্যার বশ্য বর হইয়াছে, সুতরাং অশুভ। গুণ ০।

৩। **তারাকূট**—বরের ২১ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র, ৯ম পরম মিত্রতারা, কন্যার ১১ নক্ষত্র হইতে গননায় বরের ২১ নক্ষত্র দ্বিতীয় সম্পৎতারা; সুতরাং তারা শুদ্ধ হেতু ফল শুভ, গুণ ৩।

৪। **যোনিকূট**—বরের ২১ নক্ষত্রে নকুলযোনি কন্যার ১১ নক্ষত্রে ইন্দুর যোনি; উভয়ের সমতা হেতু ফল মধ্যম, গুণ ২।

৫। **গ্রহমৈত্রীকূট**—বরের মকর রাশির অধিপতি শনি, কন্যার সিংহ রাশির অধিপতি রবি, উভয়ের পরস্পর শত্রুতা থাকায় ফল অশুভ, গুণ ০।

৬। **গণকূট**—বরের ২১ নক্ষত্রে ও কন্যার ১১ নক্ষত্রে নরগণ হেতু স্বজাতি বলিয়া ফল শুভ, গুণ ৬।

৭। **ভকূট**—বরের মকর রাশি হইতে কন্যার সিংহ রাশি অষ্টম ও কন্যার রাশি হইতে বরের ষষ্ঠ রাশি হেতু ষড়ষ্টক মিলন হইয়াছে। অরিষড়ষ্টক বচনে "মকরঃ করিকুল রিপুণা" এই বাক্যের দ্বারা অরিষড়ষ্টক হইয়াছে। এই স্থলে দ্বিতীয় বচনে "যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা ভর্ত্তু ষষ্ঠেচ কন্যকা" হিসাবে কন্যা অপেক্ষা ষষ্ঠ হেতু অরিষড়ষ্টক হয় না। অতএব প্রথম বচনে অরিষড়ষ্টক হইলেও উভয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় দ্বিতীয় বচন অনর্থক হয়। এই জন্য দ্বিতীয় বচনের অর্থ পুংরাশি ও স্ত্রী রাশি। তাহা

হইলে উভয় বচনের অর্থ ঠিক হয়, যেহেতু মকর সম রাশি অর্থাৎ স্ত্রী রাশি (অথচ রাশি হিসাবে পুরুষের রাশি হইয়াছে) আর সিংহ রাশি বিষম অর্থাৎ পুরুষরাশি ; সুতরাং স্ত্রী রাশি হইতে অষ্টম ও পুংরাশি হইতে ষষ্ঠ হইয়াছে। এই জন্য উভয়েরই অশুভ হইল। "পুরুষস্যাষ্টমে ভাগে" ও "সমাৎ ষষ্ঠঃ"—এই বচনদ্বয়ের মতেও কিছুই শুভ হয় নাই। ইহাতেও অশুভ যোগ। সুতরাং ফল অশুভ গুণ ০।

৮। **নাড়ীকূট** - বরের ২১ অন্ত্য নাড়ী, কন্যার ১১ নক্ষত্র মধ্য নাড়ী। সুতরাং নাড়ীবেধ হয় নাই। এই জন্য ফল শুভ, গুণ ৮।

মন্তব্য—উভয়ের অষ্টকূট বিচারে ১৯ গুণ হেতু গুণাধিক্য হইয়াছে ; তাহাতে ১৮ সংখ্যার বেশী হওয়ায় মধ্যম মিলন। কিন্তু উভয়ের রাশ্যধিপতি গ্রহের পরস্পর শত্রুতা ও বশ্য রাশি প্রভৃতি না থাকায় এবং অরিষড়ষ্টক মিলন জন্য মিলনফল অশুভ, ইহাতে কোন প্রতিপ্রসব নাই। মাত্র তারা শুদ্ধ হইয়াছে। কন্যা বা বরের ভৌমবর্ত্তিদোষ অর্থাৎ বৈধব্য ও স্ত্রীনাশক দোষ না থাকিলেও এইরূপ মিলনে বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। গ্রহমিত্রতার অভাবে উক্তরূপ স্ত্রী স্বামীতে ঝগড়া বিবাদ প্রভৃতি দোষ প্রবল রূপে হইয়া থাকে।

স্ত্রীযোগবিচারস্থান কথনম্

জ্যোতির্নিবন্ধে—

স্ত্রীণাং জন্মফলং নৃযোগ মুদিতং যত্তৎপতৌ যোজয়ে-
ত্তাসাং দেহ শুভাশুভং হিমকরা ল্লগ্নাচ্চ বীর্য্যাধিকাৎ।
ভর্ত্তৄণামগুণং গুণং মদ গৃহাচ্ছিদ্রাচ্চ তেষাং মৃতিঃ
সৌম্যাসৌম্য বলাবলেন সকলং সঞ্চিন্ত্য সর্ব্বং বদেৎ॥

পুং জাতকে যে সমস্ত ফলাফল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদয়ই স্ত্রী জাতকে কল্পনীয়। কিন্তু স্ত্রীজীবনে যে সমস্ত ফলসংযোগ হওয়া অসম্ভব, সে সমস্ত ফল তাহার পতিতে সম্ভব। স্ত্রীগণের জন্মলগ্ন ও জন্মের চন্দ্র উভয়ের মধ্যে যে বলবান্ তাহা হইতে শারীরিক শুভাশুভ, রূপ-লাবণ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া সমস্তই বলিতে হইবে, এবং সপ্তমে শুভাশুভ গ্রহের দ্বারা পতির গুণাগুণ নির্ণয় করিবে।

পারিজাতে—

বৈধব্যং নিধনে চ লগ্নভবনাত্তেজোযশঃ সম্পদঃ
পুত্রং পঞ্চম ভাবতঃ পতিসুখং কামে চ সঞ্চিন্তয়েৎ।
প্রব্রজ্যামপি যোষিতামতিসুখং ধর্ম্মোপযাত গৃহৈঃ
শেষং ভাবজ-যোগজন্যমখিলং নারী-নরাণাং সমম্॥

স্ত্রীদিগের লগ্ন হইতে তেজঃ, যশঃ, সম্পদ্, স্বভাবাদি ও বিচার্য্য। এবং লগ্নের পঞ্চমে সন্তান শুভাশুভ, সপ্তমে পতি ও পতির সুখ, অষ্টমে বৈধব্যযোগ এবং নবমস্থ শুভ গ্রহদ্বারা অতিসুখ ও প্রব্রজ্যা বিচার করিতে হয়।

জাতকাভরণে—

যজ্জন্মকালাদ্ গদিতং নরাণাং
হোরা প্রবীণৈঃ ফলমেতদেব।
স্ত্রীণাং প্রকল্প্যং খলু চেদযোগ্যং
তন্নায়কে তৎপরিবেদিতব্যম্॥

পুরুষের জন্মজন্য যে ফল কথিত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকেরও হইয়া থাকে। তবে যে সমস্ত ফল স্ত্রীলোকের হওয়া সম্ভব নহে, তাহা তাহার স্বামীরই হইবে।

জাতকাভরণে—

লগ্নে শশাঙ্কে চ বপু র্বিচিন্ত্যং
তয়োঃ কলত্রে পতিবৈভবানি।
সুতাখ্য ভাবে প্রসবোঽবগম্যো
বৈধব্যমস্যাঃ কিল কাল গেহে॥

লগ্নে ও চন্দ্রে শরীরের শুভাশুভ চিন্তা করিবে। লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমে স্বামী, স্বামী সুখ, ঐশ্বর্য্য, পঞ্চমে সন্তানাদি এবং অষ্টমে বৈধব্য অর্থাৎ পতির মৃত্যু চিন্তা করিবে।

যবনজাতকে—

বৈধব্যং নিধনে নিত্যং শরীরং জন্মলগ্নভাক্।
সপ্তমে পতি-সৌভাগ্যং পঞ্চমে প্রসবস্তথা॥

জন্ম লগ্ন হইতে শরীর, পঞ্চমে পুত্রাদি, সপ্তমে পতিসৌভাগ্য ও অষ্টমে বৈধব্য বিচার করিবে।

বৃহজ্জাতকে —

যদ্‌যৎফলং নরভবেঽক্ষমমঙ্গনানাং,
তত্তদ্ বদেৎ পতিষু বা সকলং বিধেয়ম্।
তাসাস্তু ভর্তৃমরণং নিধনে বপুস্তু
লগ্নেন্দুগং সুভগতাস্তময়ে পতিশ্চ ॥

পুরুষের জন্মকালে গ্রহ সন্নিবেশাদি দ্বারা যেরূপ কোষ্ঠীর ফল নির্ণীত হইয়া থাকে, স্ত্রীদিগের কোষ্ঠীর ফলও তদ্রূপ। যে সকল ফল স্ত্রীদিগের সম্ভবিতে পারে, সে সমুদয় স্ত্রীর সম্বন্ধে ঘটিবে; তদ্ভিন্ন ফল সকল সেই স্ত্রীর পতিতে বর্তিয়া থাকে। স্ত্রীর অষ্টমে স্বামীর মরণ বিবেচনা করিবে, লগ্নও চন্দ্র দ্বারা স্ত্রীর শারীরিক শুভাশুভ ফল ও সপ্তমে পতির শুভাশুভ স্থির করিবে।

শুদ্ধিদীপিকায়াং—

স্ত্রী পুংসো র্জন্মফলং তুল্যং কিন্তত্র চন্দ্র লগ্নস্থং।
তদ্ বলাবল যোগাদ্ বপুরাকৃতিশ্চ সৌভাগ্যমস্তময়ে ॥

স্ত্রী ও পুরুষের জন্মফল প্রায় সমান। কিন্তু চন্দ্রও লগ্নস্থ গ্রহের বলাবল ও শুভাশুভ অনুসারে শরীর ও সৌভাগ্যাদি চিন্তা করিবে।

সুশীলা দুঃশীলা নারী

সুশীলা নারী

যুগ্মে লগ্ন নিশাকরৌ
যদি বরস্ত্রী রূপশীলান্বিতা,
সৌম্যালোকিত সংযুতৌ
গুণবতী সাধ্বী চ সম্পদ্‌যুতা ॥

যে নারীর লগ্ন ও চন্দ্র সপ্তম রাশিস্থ অথচ শুভগ্রহ যুক্ত ও দৃষ্ট, সেই নারী রূপবতী, গুণবতী, সুশীলা, সাধ্বী ও সম্পদ্‌যুক্তা হয়।

দুঃশীলা নারী

ওজর্ক্ষে পুরুষা কৃতিশ্চ
চপলা পুংচেষ্টিতা পাপিনী
পাপ ব্যোমচরেণ বীক্ষিত-
যুতৌ জাতা দুরাচারিণী।

যে নারীর লগ্ন ও চন্দ্র বিষম রাশিস্থ হইয়া পাপগ্রহদৃষ্ট ও যুক্ত হয়, সে নারী পুরুষাকৃতি অর্থাৎ কঠিনাবয়বা চঞ্চলা ও দুষ্ট স্বভাব হয় এবং পুংচেষ্টিতা অর্থাৎ বহির্গমন-রতা, উগ্রভাবাপন্না, পুরুষদের সহিত মিশিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি দর্শনপ্রিয়া ও তজ্জন্য ভব্য সমাজে নিন্দনীয়া এবং দুরাচারিণী; পাপকারিণী ও নির্গুণা হয়।

শুভাশুভ মিশ্রগুণঃ

লগ্নেন্দূ বিষমর্ক্ষগৌ শুভযুতৌ
সৌম্যাগ্রহালোকিতৌ
নারী মিশ্রগুণাকৃতিঃ স্থিতি-
গতি প্রজ্ঞাবতী জায়তে॥

যদি বিষম রাশিস্থ লগ্ন ও চন্দ্র শুভগ্রহযুক্ত ও দৃষ্ট এবং সম রাশিস্থ লগ্ন চন্দ্র পাপগ্রহযুক্ত ও দৃষ্ট হয়, তবে নারী শুভাশুভ মিশ্রগুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

যুতেক্ষক গ্রহ বলাদায়ুঃ জ্ঞানম্

যুগ্মাগার গতৌতু পাপ সহিতৌ
পাপেক্ষিতৌ বা তথা।
তদ্রাশীশ যুতেক্ষক গ্রহবলা—
দায়ুঃ সমস্তং বিদুঃ ॥

লগ্নপতি, জন্মপতি যুগ্মগৃহে পাপদৃষ্ট বা যুক্ত অথবা সেই গৃহাধিপতি এবং যুতেক্ষক গ্রহের বলানুসারে আয়ুঃ নির্ণয় করিবে।

অথ সপ্তাষ্টমস্থ গ্রহবশেন বৈধব্যাদি যোগমাহ

সপ্তমে দিনপতৌ পতি মুক্তা
ক্ষৌণিজে চ বিধবা খলু বাল্যে।
পাপখেচর বিলোকন যাতে
মন্দগে চ যুবতী জরতী স্যাৎ।

নারীর জন্মলগ্নের সপ্তমে, পাপদৃষ্ট বা শত্রুদৃষ্ট রবি থাকিলে, নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়। মঙ্গল থাকিলে বাল্যকালে বিধবা, শনি থাকিলে যৌবনকালেই জরা প্রাপ্ত হয়।

বরাহমিহিরে—

উৎসৃষ্টা তরণৌ কুজে চ
বিধবা বাল্যেঽস্তরাশি স্থিতে।
কন্যৈবাশুভ বীক্ষিতেঽর্কতনয়ে
দ্যূনে জরাং গচ্ছতি ॥

অন্যচ্চ—

অস্তগেঽর্কেঽরিভির্দৃষ্টে
তথোঽস্পৃষ্টা ভবেৎ স্বয়ম্।
সপ্তমস্থেঽর্কজে তদ্বদ্
বাল্যে সা বিধবা ভবেৎ॥

পাপদৃষ্ট মঙ্গল সপ্তমে থাকিলে বাল্যে (ষোড়শবর্ষ মধ্যে) বিধবা হয় এবং পাপদৃষ্ট বা শত্রুদৃষ্ট শনি সপ্তমে থাকিলে, নারী কন্যাকালেই জরাগ্রস্তা হয় ও তাহার বিবাহ হয় না, অথবা বাল্যবৈধব্য ঘটে।

পারিজাতে—

পাপর্ক্ষে মদন স্থিতে
রবিসুতে বৈধব্যমেত্যঙ্গনা।
কামাসক্ত মনস্বিনী চ
বিধবা পাপদ্বয়ে সপ্তমে॥
পশ্চাৎ স্বামিবধং করোতি
কুলটা পাপত্রয়ে চাস্তগে ;

নারীর জন্মলগ্নের সপ্তমে পাপক্ষেত্রে শনি থাকিলে, নারী বিধবা হয়, দুইটি পাপগ্রহ সপ্তমে থাকিলে, মনস্বিনী নারী কামাসক্তা ও বিধবা হয় ; তিনটি পাপ গ্রহ সপ্তমে থাকিলে, নারী কুলটা ও পশ্চাৎ পতিঘাতিনী (বিধবা) হয়।

খলৈঃ কলত্রে চ গতালকা স্যাৎ
কান্তা বিমিশ্রৈশ্চ ভবেৎ পুনর্ভূঃ।
কলত্রসংস্থে বিবলে খলাখ্যে
সৌম্যে রদৃষ্টে বিভুনা বিযুক্তা।

গ্রন্থান্তরে—

ক্রূরৈরস্তে বিধবা ভবতি
পুনর্ভূঃ শুভাশুভৈর্নারী।

সপ্তমস্থ নষ্টবলী পাপগ্রহ, শুভদৃষ্ট না হইলে নারী বিধবা অথবা স্বামি-পরিত্যক্তা হয়। শুভ ও অশুভ গ্রহ সপ্তমে থাকিলে নারী পুর্নভূ হয় অর্থাৎ বিধবা হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহিতা হইয়া থাকে।

পুনর্ভূ লক্ষণম্

স্বৈরিণী যা পতিং ত্যক্ত্বা
সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ॥
অক্ষতশ্চ প্রজাদ্বারং
পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ॥

অক্ষতযোনি বিধবার ও ব্যভিচারিণী স্বৈরিণী (স্বেচ্ছাচারিণী) নারীর পুনর্ব্বিবাহে পুনর্ভূলক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

জ্যোতির্নিবন্ধে—

ক্রূর ব্যোমচরঃ স্ত্রীণামষ্টমস্থো বিলগ্নতঃ।
নীচারি পাপবর্গেষু যদি মৃত্যুকরঃ পতেঃ॥

নারীর জন্মলগ্নের অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে, নারী বিধবা হয়। আর অষ্টমস্থ পাপগ্রহ নীচস্থ, শত্রুগৃহস্থ বা অশুভবর্গগত হইলে নারী বিধবা হয়।

বৈধব্যং স্যাৎ পাপ খেটেঽষ্টমস্থে
রন্ধ্র স্বামী সংস্থিতো যস্য চাংশে।
মৃত্যুঃপাকে তস্য বাচ্যোঽঙ্গনায়াঃ
সৌম্যৈরর্থ স্থানগৈঃ স্যাৎ স্বয়ংহি॥

জন্মলগ্নের অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে, নারী বিধবা হয়। এবং অষ্টম পতি অশুভ গ্রহের নবাংশে থাকিলেও বৈধব্যযোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে শুভ গ্রহ থাকিলে, নারী বিধবা হয় না, সধবা অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়।

বৃহজ্জাতকে—

ক্রূরেঽষ্টমে বিধবতা নিধনেশ্বরোঽংশে
যস্য স্থিতো বয়সি তস্য সমে প্রদিষ্টা।
সৎ স্বর্থগেষু নিধনং স্বয়মেব তস্যাঃ
কন্যালিগোহরিষু চাল্প সুতত্ব মিন্দৌ॥

অষ্টমপতির অংশে অষ্টমপতি থাকিলে এবং অষ্টমে পাপ গ্রহ থাকিলে নারী বিধবা হয়। অষ্টমে পাপ গ্রহ থাকিলেও যদি দ্বিতীয়ে শুভগ্রহ থাকে, তবে সে স্থলে বিবাহের পর কন্যারই মৃত্যু হয়। এবং যে নারীর জন্মকালে চন্দ্র, কন্যা, বৃষ, সিংহ ও বৃশ্চিক ইহার মধ্যে যে কোন রাশিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই নারী অল্পপুত্রবতী হয়।

স্ত্রীপুংসোঃ সমকাল মৃত্যুযোগঃ

রন্ধ্রে মিশ্রবলে শুভাশুভ খগৈ রালোকিতে বা যুতে
দম্পত্যোঃ সমকাল মৃত্যুমখিল জ্যোতির্ব্বিদঃ সংবিদুঃ।
একস্থৌ মদ-লগ্নপৌ চ যদি বা লগ্নস্থিতে কামপে
কামস্থে তনুপে শুভ গ্রহযুতে মৃত্যুস্তয়ো স্তুল্যতঃ॥

শুভ গ্রহ বা অশুভ গ্রহ অষ্টমে থাকিলে কিংবা অশুভ গ্রহযুক্ত থাকিলে বা অশুভ গ্রহ দৃষ্টি করিলে, স্ত্রী পুরুষের উভয়ের ফল মিশ্রবল

হইলে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই এক সঙ্গে মৃত্যু হয়। ইহা অনেক জ্যোতিষঃ গ্রন্থকার নিবদ্ধ করিয়াছেন।

তুঙ্গস্থা গগনাটনাঃ শুভকরঃ রন্ধ্রে সপাপে বধূ
বৈধব্যং সমুপৈতি পাপ ভবনে পাপ গ্রহালোকিতে।
রন্ধ্রেশাংশপতৌ খলে চ বিধবা নিঃসংশয়ো ভামিনী
সৌম্যে রন্ধ্রগতৈঃ সমেতি তরুণী প্রাগেব মৃত্যুঃ পতেঃ॥

স্ত্রীলোকের অষ্টমস্থ গ্রহ তুঙ্গী হইলে, বৈধব্যদোষ নষ্ট করিয়া শুভ-ফল দায়ক হন। লগ্নের অষ্টমস্থ পাপ গ্রহ পাপ ক্ষেত্রস্থ ও পাপ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, অথবা যে গ্রহের নবাংশে অষ্টম পতি থাকেন সেই নবাংশপতি পাপগ্রহ হইয়া পাপ কর্তৃক দৃষ্ট এবং পাপ গ্রহের ক্ষেত্রে থাকেন, তাহা হইলে, নারীর বৈধব্যযোগ প্রাপ্তি হয় এবং নারীর জন্মলগ্নের অষ্টমে শুভ গ্রহ অবস্থান করিলে, স্বামীর পূর্ব্বে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

ভৌমদোষে বৈধব্যযোগঃ

১ ১২ ৪ ৭ ৮
লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে।
স্ত্রী জাতকে ভর্ত্তৃনাশো নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥

যদি নারীর জন্মলগ্ন দ্বাদশ, চতুর্থ সপ্তম ও অষ্টম এই সকলের যে কোন স্থানে মঙ্গল অবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই নারী বিধবা হয়। ইহা মহাদেবের বাক্য।

অস্য ভঙ্গযোগঃ

অষ্টার্দ্রি তূর্য্য রবিচন্দ্র মিতাঙ্ক গেহগো
ভৌমো ভবেদ্ যদি তয়োরপি শোভনং স্যাৎ।

কুর্য্যাদ্ বিবাহ শুভদো বরকন্যয়োস্তদা
রাশ্যাদি-কিং গণনয়া গণ-বর্ণ-কিং তৎ ॥

কন্যার যদি লগ্নের ৪র্থ, ৭ম, ৮ম, বা ১২শ যে কোন স্থানে মঙ্গল থাকেন এবং উক্ত নিয়মে বরেরও যদি উক্ত স্থানাদির যে কোন স্থানে মঙ্গল অবস্থান করেন, তাহা হইলে কন্যার বৈধব্য যোগ থাকিলে এবং বরের স্ত্রীহানি যোগ হইলেও উভয়েরই মঙ্গলের অশুভ অবস্থান জন্য উক্ত যোগ হইবে না অর্থাৎ পত্নীর স্বামীহানি বা পতির পত্নীবিয়োগ হইবে না। উপরি উক্ত নিয়মানুযায়ী মঙ্গল দোষে জাত বরের যদি ভৌমদোষযুক্ত কন্যা পাওয়া না যায় এবং ভৌমদোষযুক্ত কন্যার যদি ভৌমদোষযুক্ত বর পাওয়া না যায়, তবে উহাদের গণ, বর্ণ ও রাশি প্রভৃতির মিল গণনা করিয়া কি ফল হইবে? ইহাতে রাজযোটকাদি বিশেষ হইলেও বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

এবম্বিধে কুজে সংস্থে বিবাহো ন কদাচন।
কার্য্যো বা গুণ বাহুল্যে কুজে বা তাদৃশে দ্বয়োঃ ॥

কন্যা ও বর উভয়ের মধ্যে ভৌমদোষ না থাকিয়া যদি একের ভৌমদোষ থাকে তাহা হইলে বিবাহ দিবে না। যদি মঙ্গলে গুণ বাহুল্য থাকে অর্থাৎ তুঙ্গস্থ স্বগৃহস্থ ও মূল ত্রিকোণস্থ হইয়া শুভাধিক বর্গশালী হন, তাহা হইলে অনিষ্টকারী না হইয়া ইষ্টকারী হন। সুতরাং বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

ভৌমতুল্যো যদা ভৌমঃ পাপো বা সদৃশো ভবেৎ।
উদ্বাহঃ শুভদঃ প্রোক্তশ্চিরায়ুঃ পুত্র পৌত্রদঃ ॥

পাপগ্রহ ভৌম যদি বর ও কন্যা উভয়েরই পাপদ হয়, তবে বিবাহ শুভ হয় এবং উভয়ের আয়ুবৃদ্ধি হয়, পুত্রপৌত্রাদি জন্মিয়া সুখে বাস করে।

সপ্তমেবাষ্টমে ক্রূরা দম্পত্যো র্যদি জায়তে।
বৈধব্য দোষো নাশঃ স্যাদ্ বিষস্য বিষমৌষধম্॥

বর ও কন্যা উভয়ের সপ্তমে বা অষ্টমে পাপ গ্রহ থাকিলে বৈধব্য দোষ নাশ হয়, যেমন বিষের ঔষধ বিষ। তদনুযায়ী দুইটি অশুভযোগ শুভ হইয়া বিবাহে সুফল প্রদান করে।

ভৌমদোষ পরিহারঃ

যামিত্রে চ যদা সৌরি র্লগ্নে বা হিবুকেঽথবা।
অষ্টমে দ্বাদশে চৈব ভৌমদোষো ন বিদ্যতে॥

নারীর সপ্তমে যদি শনি থাকেন ঐরূপ অষ্টমস্থ মঙ্গলের ব্যয়স্থ শনির দ্বারা, সপ্তমস্থ মঙ্গলের দোষ অষ্টমস্থ শনির দ্বারা, চতুর্থস্থ মঙ্গলের দোষ চতুর্থস্থ শনির দ্বারা এবং ব্যয়স্থ মঙ্গলের দোষ লগ্নস্থ শনির দ্বারা খণ্ডিত হইয়া বৈধব্য যোগ নষ্ট করে।

লগ্নে চতুর্থে চ ব্যয়াষ্টগে নগে
রাহুঃ শনির্ব্বাপি যদি স্থিতঃ স্যাৎ।
তদা কুজো নৈব করোতি দোষং
বিবাহকালে প্রবদন্তি গর্গাঃ॥

মঙ্গল বৈধব্যদোষকারক হইলে যদি লগ্নের চতুর্থ, দ্বাদশ, অষ্টম ও সপ্তম ইহাদের যে কোন গৃহে রাহু বা শনি থাকে, তাহা হইলে চতুর্থাদি স্থানস্থিত মঙ্গল বৈধব্যাদি দোষ জন্মাইবে না। অর্থাৎ বৈধব্য দোষ নষ্ট হয়।

স্ত্রীহানি-যোগঃ

দ্যূন কুটুম্ব গতৌ চ পাপৌ দারবিয়োগজ দুঃখকরৌ তৌ।
তাদৃশ যোগজ দার যুতশ্চেজ্জীবতি পুত্রদার ধনাদিযুক্তঃ॥

লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করিলে, স্ত্রী বিয়োগ-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্ত্রী বাঁচিয়া থাকে না। কিন্তু তাদৃশ যোগ স্ত্রীর কোষ্ঠীতে থাকিলে কুফল না হইয়া সুফল হয়। কেন না, ইহাতে পরস্পরের দোষ খণ্ডিত হয়, এবং পত্নী তদ্‌গর্ভজাত পুত্র সহ জীবিত থাকে ও ঐশ্বর্য্যাদি সংযুক্ত হয়।

ভৌমবর্ত্তি-দোষে স্ত্রীনাশঃ

ভূমি পুত্রে দ্যূন ভাবোপ যাতে।
কান্তাহীনঃ সন্ততং মানবঃ স্যাৎ॥

যে পুরুষের মঙ্গল সপ্তমে থাকে, তাহার স্ত্রীনাশ হয় অর্থাৎ স্ত্রী, পতি সোহাগ হইতে বঞ্চিতা হইয়া পরলোকে গমন করে।

পতিপত্নীহানিঃ

লগ্না নূনং ম্রিয়তে মন্দ দৃষ্টে
সৌম্যৈঃ খেটৈ বীক্ষিতে নৈব চাত্র।

বিবাহে কন্যায়া বর্জ্জনীয়ানি

তথাচ বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে—

মৃত্যুঃ পৌংশ্চল্য বৈধব্যং দারিদ্র্যমনপত্যতা।
এতান্ দোষান্ পরিত্যজ্য বিবাহং গণয়েদ্ বুধঃ॥

বিবাহ-মিলন বিচারে কন্যার মৃত্যু, পরপুরুষ গমন, বিধবা, দারিদ্র্য, অপুত্রতা—এই পাঁচটি দোষ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণ বিবাহ-ব্যবস্থা দিবেন।

কন্যায়াঃ সাধারণ দোষমাহ

তাজকসাগরে—

দ্বিতীয় পুত্রাঙ্কব্যয়স্থিতশ্চ
পাপস্তু সাধারণ দোষমাহ।
কেন্দ্রাষ্টমস্থে খলু পাপখেটে
কষ্টান্তরং চান্যগৃহে প্রশস্তম্ ॥

অন্যচ্চ—

চন্দ্রাদ্বা জন্মলগ্নাদ্বা বলাবল বিমৃষ্যতঃ।
অষ্টমং পতিমৃত্যুঃ স্যাৎ সপ্তমস্থানমেব বা ॥

তাজকসাগরে উক্ত হইয়াছে যে, কন্যার লগ্নের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে সাধারণ দোষ হয়। কিন্তু কেন্দ্র বা অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে বিশেষ কষ্ট হয়। ইহার অতিরিক্ত স্থানে থাকিলে শুভ।

আরও বলিয়াছেন, কন্যার চন্দ্র ও লগ্নের মধ্যে যে কেহ বলবান্ হইবে, তাহার অষ্টম অথবা সপ্তম স্থানে পতির মৃত্যুযোগ।

বন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা যোগমাহ

স্বর্ক্ষস্থিতৌ রন্ধ্রগতৌ যমার্কৌ
তদা স্ত্রিয়ং সন্দিশতোহি বন্ধ্যাম্।
ছিদ্রস্থিতৌ চন্দ্রবুধৌ সদোষাং
বা কাকবন্ধ্যাং বদতোঽঙ্গনাং বৈ ॥

যে নারীর জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানে শনি ও রবি একত্রে স্বক্ষেত্রে অবস্থান করে সেই নারী বন্ধ্যা হয়। এই স্থলে স্বক্ষেত্রে এক সঙ্গে

দুইটি গ্রহ থাকিতে পারে না ; এই জন্য শনির ক্ষেত্রে অথবা রবির ক্ষেত্রে উভয়েই অষ্টমস্থ হইলে এই ফল জানিবে। এইরূপ চন্দ্র ও বুধ যদি স্বক্ষেত্রে অষ্টমস্থ হয়, তবে নারী রোগগ্রস্তা ও কাকবন্ধ্যা হয়। অর্থাৎ কাকের মত একবার মাত্র সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

মৃতবৎসা গর্ভস্রবা নষ্টপুষ্পা যোগমাহ

মৃতপ্রজা ছিদ্রগয়োঃ সিতেজ্যয়োঃ
গর্ভস্রবা ভূ মসুতেঽষ্টমস্থিতে।
ছিদ্রেশ্বরে ছিদ্রগতে বলান্বিতে
পুষ্পং নবিন্দ্যাত্ত্যবলাসু গর্ভদম্ ॥

অষ্টম স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকিলে মৃতবৎসাদোষ জন্মে; এইরূপে মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকিলে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে, বলবান্ হইয়া অষ্টমপতি অষ্টম স্থানে থাকিলে নারীর পুত্রদায়ক ঋতু হয় না।

পাপযোগে সপ্তমে স্ত্রীনাশযোগঃ

সপ্তমে ক্রূর খচরঃ শুভ দৃষ্টি বিবর্জ্জিতঃ।
ভার্য্যামরণদঃ প্রোক্তো বিনষ্টে সপ্তনায়কে ॥

সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিয়া যদি শুভগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট না হয় অথবা সপ্তমপতি বলহীন বা পাপযুক্ত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীনাশ হইয়া থাকে।

পুরুষস্যাপি চন্দ্রাৎ পত্নীনাশযোগঃ

তথাচ বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে—

লগ্নাদিন্দো র্যদা ভৌমঃ সপ্তাষ্টান্ত্যাত্তূর্য্যগঃ।
পত্যুর্ভার্য্যা বিনাশায় ভার্য্যায়াঃ পতি-নাশনম্ ॥

বৃহদ্দৈবজ্ঞরঞ্জনে কথিত হইয়াছে, লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তমে বা অষ্টমে অথবা চতুর্থ বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকিলে, যেমন স্ত্রীর স্বামীনাশ হয়, সেইরূপ পুরুষেরও চন্দ্রাপেক্ষা উক্ত স্থানস্থ মঙ্গল স্ত্রীনাশ করিবে।

বালবৈধব্যযোগঃ

দ্ব্যাদিপাপ যুতে ভৌমে সপ্তমে চাষ্টমে স্থিতে।
বালবৈধব্যযোগঃ স্যাৎ কুলনাশকরী বধূঃ ॥

সপ্তম বা অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিয়া যদি দুই বা তিনটি পাপযুক্ত হয়, তবে কন্যার বালবৈধব্য দোষ হইয়া থাকে, ইহাতে উক্ত বধূ কুলনাশিনী হইবে, সন্দেহ নাই।

মঙ্গলদোষনাশযোগঃ

সপ্তমস্থো যদা ভৌমো গুরুণা চ নিরীক্ষিতঃ।
তদা তু সর্ব্বসৌখ্যং স্যান্মঙ্গলীদোষনাশকৃৎ ॥

কেবল সপ্তমস্থ মঙ্গল যদি বৈধব্যযোগকারক হয়, তবে উক্ত মঙ্গলকে বৃহস্পতি পূর্ণ দৃষ্টি করিলে বৈধব্যদোষ নষ্ট করিয়া সর্ব্বসৌখ্য দান ও মঙ্গলজনিত দোষ নাশ করে।

বর কন্যয়োর্ম্মরণ বর্ষনিরূপণমাহ

ষষ্ঠাষ্টমস্থে হিমগৌ চ ক্রূরে
লগ্নে মৃতিঃ স্যাৎ খলু বৎসরেঽষ্টমে।
চন্দ্রে বিলগ্নে ক্ষিতিজে কলত্রে
বর্ষেঽষ্টমে স্যান্মরণং বরস্ত্রিয়োঃ ॥

ষষ্ঠ বা অষ্টমে চন্দ্র, ও লগ্নে পাপগ্রহ অথবা চন্দ্রে, লগ্নে ও সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে তবে বিবাহের আট বৎসর পরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মৃত্যু হয়।

অন্যচ্চ—

উদয়াৎ সপ্তম সংস্থে রবিতনয়ে শশাঙ্ক পুত্রে বা।
বৈধব্যং ক্ষিতিতনয়ে সপ্তমগে কন্যকা ম্রিয়তে॥

লগ্নের সপ্তমে শনি বা বুধ থাকিলে কন্যা বিধবা হয়। আর সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে কন্যার মৃত্যু হয়।

কন্যায়াঃ স্বামিদ্বয়যোগঃ পুরুষস্য পত্নীদ্বয়যোগশ্চ।

চরোদয়ে শীতকরে চরস্থিতে
পাপগ্রহৈঃ কেন্দ্রচরৈর্বলান্বিতৈঃ।
সৌম্যগ্রহৈশ্চাপ্যযুতেক্ষিতৈর্বধূঃ
পতিদ্বয়ং যাতি তথা দ্বিদেহগৈঃ॥

চরলগ্নে জন্ম হইয়া যদি চন্দ্র চরস্থানে থাকে, ও পাপগ্রহগণ চরস্থানে বলবান্ হইয়া কেন্দ্রস্থ হয় এবং কোন শুভ গ্রহদ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট না হয়, তবে স্ত্রীলোকের দুইটি স্বামী ও পুরুষের দুইটি পত্নী হইবে। ইহা স্ত্রীজাতকসারে উক্ত হইয়াছে।

পুংশ্চলী কুলনাশিনীযোগঃ

লগ্নে সিতেন্দ্বো র্যমভৌমভস্থয়োঃ
সংদৃষ্টয়োঃ পাপ খগেন পুংশ্চলী।
লগ্নেঽথ চন্দ্রেঽশুভগ্রহান্তরে
পাপেক্ষিতে স্যাৎ কুলনাশিনী বধূঃ॥

শনি ও মঙ্গলের গৃহে লগ্নগত শুক্র ও চন্দ্র এক সঙ্গে থাকিয়া যদি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে নারী পরপুরুষগামিনী হইবে;

লগ্ন বা চন্দ্র দুই গ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যদি পাপদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নারী কুলনাশ করে অর্থাৎ পরপুরুষে আসক্তা হইয়া থাকে।

কুমারী-যোনিক্ষতযোগঃ

স্থিরোদয়ে শাতগু-লগ্ন-নাথৌ
স্থিরর্ক্ষগাবক্ষত যোনিরঙ্গনা।
চরোদয়ে চন্দ্র বিলগ্ননাথৌ
চরস্থিতৌ স্যাদ্রমিতা কুমারিকা॥

যদি স্থিররাশি লগ্ন হইয়া চন্দ্র ও লগ্নপতিগ্রহ স্থিররাশিতে অবস্থান করে, তবে কুমারীর যোনি ক্ষত হয় নাই বুঝিবে। আর চররাশি লগ্ন হইয়া যদি চন্দ্র ও লগ্নপতি চরস্থানে থাকে তবে কুমারীর যোনি পরপুরুষদ্বারা ক্ষত হইয়াছে জানিবে।

অন্যচ্চ—

চরে লগ্নে চরে চন্দ্রে চরেঽংশে খলখেচরাঃ।
তেষাং স্বামিচরেঽংশে বা নারী দেশান্তরং ব্রজেৎ॥

যদি চরলগ্নে জন্ম হইয়া চররাশিতে চন্দ্র ও চর নবাংশে পাপগ্রহ থাকে অথবা চন্দ্র ও লগ্নের অধিপতি চর নবাংশে থাকে, তবে নারী দেশান্তরে গিয়া পরপুরুষাসক্তা হয়।

হিত্বা স্থিরং চন্দ্রকুজেঽথশালে
পরেণ গুহ্যাদ্রমিতা কুমারী।
চন্দ্রার্কশন্যোরুদয়স্থয়োঃ সা
পরেণ কন্যা প্রগাঢ়োপভুক্তা॥

স্থিররাশি ভিন্ন অন্য রাশিস্থ হইয়া চন্দ্র ও মঙ্গল যদি একত্র থাকে, তবে কুমারী বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে রমিত হয়। আর চন্দ্রযুক্ত শনি ও রবি যদি লগ্নস্থ হয়, তবে প্রকাশ্যে কুমারী অবস্থায় বিশেষ ভাবে পুরুষদ্বারা অভিগমিতা হয়।

শ্বশ্রূশ্বশুরদেবরাদিহানিযোগঃ

শ্বশ্রূবিনাশ মহিজৌ সুতরাং বিধত্তঃ
কন্যাসুতৌ নিঋর্তিজৌ শ্বশুরং হতশ্চ।
জ্যেষ্ঠাভ জাত তনয়া স্বধবাগ্রজঞ্চ
শক্রাগ্নিজা ভবতি দেবর নাশ কর্ত্রী॥

দোষভঙ্গযোগঃ

দ্বীশান্ত পাদত্রয়জা কন্যা দেবর-সৌখ্যদা।
মূলান্ত্য পাদ সার্পাদ্য পাদ জাতৌ তয়োঃ শুভৌ॥

বধূ বা জামাতার অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে শ্বাশুড়ীর মৃত্যু হয়, মূলা নক্ষত্রে জন্ম হইলে শ্বশুরহানি হইয়া থাকে। যদি কন্যার জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হয়, তবে তাহার ভাশুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যার জন্মনক্ষত্র বিশাখা হইলে দেবরহানি হইয়া থাকে, কিন্তু বিশাখার আদ্য পাদত্রয়ে তুলারাশি জাতা কন্যার দেবরহানি হয় না, শেষ পাদে বৃশ্চিকরাশি কন্যার দেবরহানি হইয়া থাকে। মূলার চতুর্থ পাদে বর ও বধূর জন্ম হইলে শ্বশুরহানি হয় না। অশ্লেষার প্রথম পাদে জন্ম হইলে শ্বাশুড়ী বিনাশ হয় না।

মন্তব্য—পুত্র বা কন্যার বিবাহের অব্যবহিত পরে বা স্বল্পকাল মধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, শ্যালকাদির ও স্বজনের মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ

প্রায়ই দেখা ও শুনা যায়। পুত্র ও কন্যার জন্মনক্ষত্র ও বিবাহ ফলই এই অশুভ ঘটনার একমাত্র প্রধান কারণ এবং বিবাহের পূর্ব্বে ইহা সম্যক্‌রূপে বিচার না করিয়াই বর বা কন্যাপক্ষ বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয় ও বিবাহ সম্পন্ন করিয়া যে বিষম ভ্রম ও গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে অযথা 'অপয়া' 'অলক্ষণা', 'সর্ব্বনাশী' ও 'আয়পয় খেগো রাক্ষুসী' ইত্যাদি কটূক্তি দ্বারা কন্যাকে আমরণ নির্য্যাতিত করিয়া থাকেন ; ইহার একমাত্র কারণ স্ত্রী-পুরুষের মিলনফল বা গ্রহযোগ। সুতরাং যোটক-বিচার কালে যেমন মিলন বা বৈধব্য ও স্ত্রীনাশক যোগের বিচার করা গেল, সেইরূপ শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর ও ভাশুরের কিরূপ হইবে, তাহাও বিশেষরূপে বিচার করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত। ইহা জানিবার জন্য এই স্থলে উক্ত বিচার দেওয়া গেল। আমরা উক্তরূপ পরীক্ষা করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিলাম। আশা করি, পাঠক মহোদয়গণ ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন।

পতিপত্নীনাশে বিশেষঃ

তথাচ সারদীয়ে—

বিত্তে তু নীচভাবস্থে পাপখেটযুতে শুভে।
রন্ধ্রে পাপেস্থিতে চৈব পতিপত্নীবিনাশনম্॥ *

ধনস্থানে যদি নীচস্থ শুভগ্রহ পাপকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় এবং অষ্টমে পাপগ্রহ থাকে, তবে পুরুষের স্ত্রীনাশ ও স্ত্রীর স্বামিনাশ হইয়া থাকে।

পত্নীনাশো দ্বিভার্য্যাযোগশ্চ

সারদীয়ে—

বলহীনে কলত্রেশে শুক্রে বা পাপমধ্যগে।
অবশ্যং পত্নীনাশেন স্ত্রীলাভশ্চ পুনর্ভবেৎ॥ *

সপ্তম পতি যদি দুর্ব্বল অথবা শুক্র পাপ মধ্যগত হয়, তবে অবশ্যই পত্নীনাশ হইয়া পুনরায় বিবাহ হয়।

পত্নীনাশযোগঃ

যত্র তত্র স্থিতঃ শুক্রঃ পাপগ্রহ-সমন্বিতঃ।
ভৌমদোষং বিনা পুংসঃ স্ত্রীনাশো জায়তে ধ্রুবম্॥ *

শুক্র যে কোন রাশিতে থাকিয়া যদি পাপগ্রহের সহিত যুক্ত হয়, তবে ভৌমদোষ না হইলেও পুরুষের স্ত্রীনাশ হইয়া থাকে।

বিষকন্যাযোগঃ

যবনজাতকে—

ভদ্রাতিথি র্যদাশ্লেষা বারুণং কৃত্তিকা তথা।
মন্দার রবিবারেষু বিষকন্যা প্রজায়তে॥

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি, অশ্লেষা, শতভিষা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রযোগে জন্ম হইলে বিষকন্যা হয়।

অন্যচ্চ ত্রৈলোক্যপ্রকাশে—

রিপুক্ষেত্রগতৌ দ্বৌ তু লগ্নে যত্র শুভগ্রহৌ।
ক্রূরশ্চৈক স্তথা জাতা ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা॥

যেই কন্যার লগ্নে শত্রুক্ষেত্রে দুইটি শুভগ্রহ ও যে কোন একটি মাত্র পাপগ্রহ থাকে তাহাকে বিষকন্যা বলে।

---

* সারদীয় গ্রন্থ হইতে অতিরিক্ত এই তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ইহার সম্বন্ধে সুধীগণ পরীক্ষা করিয়া ফল নির্দ্দেশ করিবেন।

তথাচ যোগজাতকে—

লগ্নে সৌরী রবিঃ পুত্রে ধর্ম্মস্থো ধরণীসুতঃ।
অস্মিন্ যোগে তু যা জাতা সা ভবেৎ বিষকন্যকা॥

যাহার লগ্নে শনি, পঞ্চমে রবি ও নবমে মঙ্গল থাকে, তাহাকেও বিষকন্যা বলে।

কন্যায়াঃ শুভ যোগঃ

শুভৈঃ শশাঙ্ক লগ্নস্থৈরপাপৈঃ স্থির-রাশিগৈঃ।
স্বর্ক্ষোচ্চগৈশ্চ কেন্দ্রস্থৈঃ স্ত্রী সুশীলা পতিব্রতা॥

শুভগ্রহগণ পাপগ্রহ ব্যতিরেকে যদি লগ্নস্থ ও চন্দ্রযুক্ত হয় অথবা স্থিররাশিতে, স্বক্ষেত্রে, কেন্দ্রস্থানে বা উচ্চস্থানে থাকে তবে স্ত্রী অত্যন্ত সাধ্বী ও সুশীলা হয়।

স্ত্রীপুরুষয়োঃ পরস্পরবশিত্বম্

লগ্ন স্থিতে দ্যূনপতৌ স্বভর্ত্তু-
রাদেশ কর্ত্রী বনিতা সদা স্যাৎ।
জায়াস্থিতে লগ্নপতৌ স্বনার্য্যা
আদেশকারী পুরুষঃ সদৈব॥

সপ্তমপতি যদি লগ্নস্থ হয়, তবে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য ও আদেশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। আর লগ্নপতি যদি সপ্তমে থাকে, তাহা হইলে পুরুষই স্বীয় ভার্য্যার বাধ্য ও আদেশপালক হয়।

পরস্পরপ্রীতিযোগঃ

পশ্যন্তি সপ্তমং সর্ব্বে শনিজীব কুজাঃ পুনঃ।
বিশেষতশ্চ ত্রিশদ ত্রিকোণ চতুরষ্টমান্॥

লগ্নেশ্বরো লগ্নগতঃ স্মরেশো
জায়া স্থিতো দ্বাবর্থ লগ্নসংস্থৌ।
যামিত্রগৌ দ্বাবথ ভর্তৃবধ্বোঃ
প্রেমাতিরেকং কুরুতে প্রকর্ষাৎ ॥

সমস্ত গ্রহ যদি সপ্তম স্থানকে দেখে অথবা শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল যদি বিশেষভাবে তৃতীয়, দশম, ত্রিকোণ (নবম ও পঞ্চম), চতুর্থ ও অষ্টম স্থানকে দেখে, লগ্নপতি লগ্নস্থ সপ্তমপতি সপ্তমস্থ অথবা লগ্নপতি ও সপ্তমপতি যদি লগ্নে বা সপ্তমে থাকে, তবে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ প্রীতি জন্মায়।

মন্তব্য—ভৌমদোষ ও পতি-পত্নী-নাশের প্রতিপ্রসবের যে স্থলে 'ভৌমতুল্যো যদা ভৌম' এই বচন দ্বারা প্রতিপ্রসব দেওয়া আছে, তাহাতে ইহাই বিচার্য্য যে, যে স্ত্রীর মঙ্গলজনিত দোষ রহিয়াছে, সেই স্থলে পুরুষেরও মঙ্গল দোষ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। পুরুষের সদৃশপাপ অর্থাৎ অন্যান্য স্ত্রী-নাশক যোগে স্ত্রীর বৈধব্যযোগ নষ্ট হইবে না। তবে যদি নারীর অষ্টমে মঙ্গল থাকিয়া চন্দ্র বা লগ্নের সপ্তমে শুভগ্রহ বা বলবান্, সপ্তমপতি থাকে, তবেই পুরুষের সদৃশ পাপযোগে কন্যার অষ্টমস্থ মঙ্গলদোষ নষ্ট হইবে। ইহার অন্যথায় বিবাহ দিবে না। কারণ, মেষাদি রাশি কল্পনায় কালপুরুষ বা ব্রহ্মার অঙ্গ-বিভাগক্রমে তদধীন মানবগণের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরূপিত আছে, তদনুসারে লগ্নের অষ্টম স্থানকে লয় ও উৎপত্তির স্থান (লিঙ্গ ও যোনি) বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত অষ্টম স্থান পুরুষের লিঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের যোনি স্থান। উক্ত যোনিস্থান পাপগ্রহযোগে দোষযুক্ত হইলে, নারীর যোনি বিষাক্ত হয়; সুতরাং সেই রমণীর সহিত সঙ্গমে দীর্ঘায়ুযোগ সংজাত যুবকেরও আয়ু ক্ষয় হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ হয়। সুতরাং, ঐরূপ

পাপযোগে পুরুষেরও অষ্টম বা লগ্ন স্থান দুষিত হইলে, ঐরূপ রমণীর সহিত বিবাহ দেওয়া যায়। অন্যথা ঐ রমণী প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। উক্ত দোষযুক্তা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইলেও প্রায়ই পুনরায় বিধবা হইবে।

বৈধব্যদোষের প্রতীকার

মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

বালবৈধব্য যোগে তু কুম্ভেষু প্রতিমাদিভিঃ
কৃত্বা লগ্নং ততঃ পশ্চাৎ কন্যোদ্বাহেতি চাপরে।
স্বর্ণাম্বু পিপ্পলানাং চ প্রতিমা বিষ্ণুরূপিণ-
স্তয়া সহ বিবাহে তু পুনর্ভূত্বং ন জায়তে॥

সূর্য্যারুণসংবাদে—

বিবাহাৎ পূর্ব্বকালে চ চন্দ্রতারা বলান্বিতে।
বিবাহোক্তেন মন্ত্রেণ্যা কুম্ভেন চোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥
সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ পশ্চাদ্দশতন্তু বিধানতঃ।
কুঙ্কুমালঙ্কৃতং দেহং তয়োরেকান্ত মন্দিরে॥
ততঃ কুম্ভঞ্চ নিঃসার্য্য প্রসজ্য সলিলাশয়ে।
ততোঽভিষেচনং কুর্য্যাৎ পঞ্চ পল্লব বারিভিঃ॥

কুম্ভপ্রার্থনাপি তত্রৈবোক্তা—

বরুণাঙ্গ স্বরূপায় জীবনানাং সমাশ্রয়।
পতিং জীবয় কন্যায়াশ্চিরং পুত্র সুখং কুরু॥

দেহি বিষ্ণো বরং দেব কন্যাং পালয় দুঃখতঃ
ততোহলঙ্কার বস্ত্রাদি বরায় প্রতিপাদয়েৎ।

তত্রৈব মূর্ত্তিদানমপ্যুক্তম—

ব্রাহ্মণং সাধু সংবোধ্য সম্পূজ্য বিবিধার্হণৈঃ।
তস্মৈ দদ্যাৎ বিধানেন বিষ্ণুমূর্ত্তিং চতুর্ভুজাম্॥
শুদ্ধবর্ণ সুবর্ণেন বিত্ত শক্ত্যাথবা পুনঃ।
নির্ম্মিতাং রুচিরাং শঙ্খ গদা চক্রাব্জসংযুতাম্॥
দধানাং বাসসী পীতে কুমুদোৎপল মালিনীম্।
সদক্ষিণাং চ তাং দদ্যান্মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ॥
যন্ময়া প্রাচি জনুষি ত্যক্তা প্রতি সমাগমম্।
বিষোপ বিষশস্ত্রাদ্যো হোতো বাতি বিরক্তয়া॥
প্রাপ্যমানং মহাঘোরং যশঃ সৌখ্যধনাপহম্।
বৈধব্যাৎ পতি দুঃখৌঘং নাশয় সুখলব্ধয়ে॥
বহু সৌভাগ্য লব্ধো চ মহাবিষ্ণোরিমাং তনুম্।
সৌবর্ণ নির্ম্মিতাং শক্ত্যা তুভ্যং সম্প্রদদে দ্বিজ॥
অনথাদ্যাহমস্মাতি ত্রিবারং প্রজপেদিতি।
এবমস্ত্বিতি তস্যোক্তং গৃহীত্বা স্বগৃহং বিশেৎ।
ততো বৈবাহিকং কুর্য্যাত্তত্র দাতা মৃগীদৃশঃ॥

অন্যেপ্যশ্বত্থবৃক্ষ বিবাহ বৃক্ষ সেচনাদয় স্তত্রৈব জ্ঞেয়াঃ গ্রন্থগৌরবভয়ান্নেহোচ্যতে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠে জানা যায়, বৈধব্যদোষে কুম্ভ ও প্রতিমা বা মূর্ত্তি সংযুক্ত করিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। স্বর্ণ, জল,

পিপ্পল ও বিষ্ণু প্রতিমা সহ বিবাহ করিলে পুনর্ভূত্ব দোষ নাশ হয় অর্থাৎ বৈধব্যযোগ নাশ হইয়া শুভ ফল প্রদান করে।

চন্দ্র-তারাশুদ্ধিতে বিবাহ দিবে। বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে দশ-তন্তু বিশিষ্ট সূত্রেতে বেষ্টন করিয়া নিয়মানুযায়ী কুঙ্কুম অলঙ্কারযুক্ত হইয়া নিজ ভবনে থাকিবে তৎপর পুষ্করিণী হইতে পঞ্চপল্লবযুক্ত ঘট পূর্ণ করিয়া অভিষেক করিবে, তৎপর নিম্নোক্ত ভাবে প্রার্থনা করিবে,—পতিকে চিরায়ু করুন এবং পুত্রাদি দান করুন; শেষে অলঙ্কারবস্ত্রাদি বরকে প্রদান করিবে। সাধু ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া স্থবর্ণ বিষ্ণু মূর্ত্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মযুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি দান করিবে। তাহা হইলে বৈধব্যযোগ নষ্ট হইয়া শুভফল হইবে। অথবা যেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ বিবাহ হইয়াছে, সেখান হইতে জল সেচন করিয়া দিলে বৈধব্য-যোগ নষ্ট হয়, এবং স্থবর্ণনির্ম্মিত শক্তিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইত্যাদি নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া বিবাহ দিলে পূর্ব্বোক্ত মুনি-বাক্যানুযায়ী শুভ ফল পাওয়া যাইবে।

যোটক-বিচারের উদাহরণ

স্ত্রী-পুরুষের শুভাশুভ ও ভৌমদোষ-বিচার

(পাত্র ও পাত্রী)

১ নং

১নং উদাহরণে এক রাশি ও ভিন্ন নক্ষত্রে উত্তম রাজযোটক হইয়াছে। ইহাতে পাত্রের সপ্তমে মঙ্গল থাকায় পত্নীহানি যোগের সূচনা করিতেছে। কিন্তু মঙ্গল সপ্তমপতি যুক্ত থাকায় বিশেষ দোষ-জনক হয় নাই। তথাপি কন্যার চন্দ্রের অষ্টমে কেতু (যদিও রাহু কেতুর বিশেষ অশুভত্ব নাই তথাপি রাহু রিষ্টভঙ্গকারক বলিয়া কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করিতে পারে, এই জন্য এখানে উল্লেখ করিলাম) ও দ্বিতীয় শনিযুক্ত রাহু থাকায় আংশিক দোষকারক, সুতরাং একজাতীয় দোষ বশতঃ কোন পক্ষেরই ক্ষতি নাই। অতএব ভৌমজনিত দোষ হইবে না। বিশেষতঃ কন্যার কেন্দ্র স্থানে ও বরের নবমে বৃহস্পতি, এবং উভয়ের ভাগ্যপতি কেন্দ্র কোণে থাকায় পরস্পরের যোগফল শুভই হইবে। বিশেষতঃ উভয়ের একলগ্ন হওয়ায় ধনপতি পঞ্চমপতি ও ভাগ্য-পতির শুভযোগ ; বর ও কন্যার যোগে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ সপ্তমপতির তুঙ্গ ও নীচস্থান স্বামী ও স্ত্রী যোগের কারক বলিয়া বৃশ্চিকলগ্নের সপ্তমপতি শুক্রে তুঙ্গস্থান মীনে চন্দ্র থাকায় ইহাদের পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। অতএব এই বর ও কন্যার বিবাহ নিশ্চিতই হইবে, এবং ইহাদের বিবাহিত জীবন সুখময় হইবে।

২ নং

২নং উদাহরণে দশমচতুর্থ রাজযোটক মিলন হইয়াছে, ইহাতে "চতুর্থ দশমে দুঃখী সুখী স্যাদ্ দশতুর্য্যকে" এই বচনে ও "দূরে কন্যা নিকটে বর" এই হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা কন্যা দশমে (দূরে) থাকায় মিলন উত্তম হইয়াছে, তাহাতে অষ্টকূট বিচারে প্রায় অর্দ্ধশুভ বলিয়া আরও শুভ। কেন না, রাজযোটকে অষ্টকূট বিচারের আবশ্যকতা না থাকিলেও ১৭৷৷০ গুণ হেতু বিশেষ শুভ যোগ হইয়াছে। ইহাতে নাড়ী-দোষ ও রাশ্যধিপতির শত্রুতা হইলেও "রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ ন বর্ণ শুদ্ধির্নগণত্রয়ঞ্চ" ইত্যাদি বচন বশতঃ কোন দোষ হইবে না। সুতরাং মিলন ফল উত্তম। পাত্রের লগ্নের চতুর্থে মঙ্গল ও বুধযুক্ত রাহু থাকায় স্ত্রীনাশক যোগ সূচিত হইতেছে। কন্যার লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তম বা অষ্টমে পাপগ্রহ না থাকায় বৈধব্যযোগ নাই। কন্যারই মৃত্যুযোগ প্রবল। এবং অন্যান্য যোগের সহিতও মিল নাই। সুতরাং রাজযোটক হইলেও ভাবী জীবনের ফল অশুভ বলিয়া বিবাহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রজাপতির নিবন্ধযোগও নাই। কারণ, পাত্রের সপ্তমপতি শুক্রের উচ্চস্থান মীনের নীচস্থানে কন্যায় পাত্রীর লগ্ন হইলেও পাত্রের সপ্তম-পতি বৃহস্পতির উচ্চস্থানে কর্কট ও নীচস্থানে মকরে বা তাহার গৃহে পাত্রের লগ্ন বা চন্দ্র না থাকায় পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ হয় নাই। অতএব কিছুতেই এই বিবাহ হইতে পারিবে না।

৩ নং

৩নং উদাহরণে তৃতীয়একাদশ রাজযোটক মিলন হইয়াছে। ইহাতে রাজযোটক মিলন হেতু অষ্টকূট বিচারের আবশ্যকতা না থাকিলেও শুভাধিক্য হইয়াছে, এবং ৩৬ গুণ মধ্যে ২৯ গুণ।

একবর্ণ বশ্যরাশি একগণ ভকুট শুদ্ধ অর্থাৎ তৃতীয় একাদশ যোগে কন্যা তৃতীয় হইলে "সুখী চৈকাদশ ত্রিকে" ও "দূরে কন্যা নিকটে বর" এই বচন দুইটির অনুসারে কন্যা দূরে (একাদশে) বর (তৃতীয়ে) নিকটে থাকায় আরও শুভ। এই জন্য মিলন খুব উত্তম। ইহাদের গ্রহ-সংস্থানে দেখা যায়, পাত্রের কোনরূপ ভৌমবর্ত্তী দোষ নাই এবং কন্যারও কোনরূপ দোষ দেখা যায় না। কন্যার চন্দ্রাষ্টমে রাহু থাকায় অষ্টম পাপদোষযুক্ত হইলেও তত অশুভ হইবে না। বরের সপ্তমপতি বুধের তুঙ্গস্থান কন্যায় বা নীচস্থান মীনে অথবা বুধের গৃহে কন্যার চন্দ্র বা লগ্ন কিছুই নাই, কন্যারও সপ্তমপতি শনির তুঙ্গস্থান তুলা বা নীচস্থান মেষ বা শনির ক্ষেত্রে লগ্ন বা রাশির সংযোগ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধও সূচিত হইতেছে না। এই জন্য মনে হয়, মিলন উত্তম হইলেও ভাবী সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই বিবাহ হইবে না; সুতরাং যোটক ভাল থাকিলেও পতি-পত্নী ভাবের সংযোগ ব্যতিরেকে বিবাহ হইতে পারে না।

৪ নং

৪নং উদাহরণে সমসপ্তম রাজযোটক মিলন হইয়াছে। ইহাতেও গণ-বর্ণাদির আবশ্যক না থাকিলেও অষ্টকূট বিচারের ব্যবস্থা থাকায় দেখা যায় যে, উক্ত কূটবিচারে গুণাধিক্য অর্থাৎ ৩৬ গুণ মধ্যে ২৬ গুণ হেতু মিলন খুব উত্তম হইয়াছে। তাহাতে বর্ণ, গণ, রাশি ও নাড়ী-শুদ্ধি থাকায় অতীব শুভ। গ্রহাদির স্থিতি হিসাবে দেখা যায়, পাত্রের লগ্ন তুলা, তাহা হইতে চতুর্থাদি স্থানে মঙ্গল ও পাপাদিগ্রহ না থাকায় পাত্রের কোন দোষ নাই; কিন্তু কন্যার লগ্ন হইতে চতুর্থে মঙ্গল থাকিয়া দোষযুক্ত হইলেও অন্য গ্রহযুক্ত বলিয়া প্রবল দোষ হয় নাই। লগ্নে চন্দ্র থাকায় স্বভাব খারাপ হইবে না, যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ও পরস্পরের

প্রীতি জন্মে তবে বিবাহ হইতে পারে। পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ হিসাবে বরের স্ত্রীকারক মঙ্গলের উচ্চস্থান বা নীচস্থানে কন্যার লগ্ন বা চন্দ্র না থাকায় এই কন্যা এই বরের পত্নী নহে এবং কন্যারও স্বামীকারক গ্রহ বৃহস্পতির উচ্চস্থান বা নীচস্থানে পাত্রের লগ্ন বা চন্দ্র না থাকায় এই স্বামীও এই কন্যার নহে। সুতরাং এই বিবাহ হইবে না। ভাবী জীবনের ফলাফল মিল না হওয়ায় ফল শুভ নহে। রাজযোটক হইলেও বিচারফল ভাল নহে। অতএব এই বিবাহ হইতে পারে না।

৫ নং

৫নং উদাহরণে বিষমসপ্তম মিলন হইয়াছে, উহা অশুভ, তন্মধ্যে অষ্টকূট-বিচারের শুভাধিক্য হইয়াছে, বিশেষতঃ বৈশ্যরাশি, বর্ণশুদ্ধি, যোনিশুদ্ধি প্রভৃতি ও ৩৬ মধ্যে ১৮৷৷৹ গুণ প্রাপ্ত হওয়ায় শুভ। তবে পরস্পরের রাশি বিষমসপ্তম হওয়ায় অশুভ। কিন্তু এই স্থলে মেষ ও তুলা রাশির পরস্পর মিত্রতা থাকায় শুভ। এই স্থলে যদি এক বিষমসপ্তম মিলনে ভাবী জীবনের ফল অশুভ হয়, তাহা হইলে অষ্টকূট-বিচারের ফল নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্ব্বত্র বিষমসপ্তমে দোষ হইবে না। এই স্থলে ৪টি কূট বিশেষ শুদ্ধ ও ৫টি অশুদ্ধ হেতু শুভ হইয়াছে। অতএব মিলনে কোন দোষ হইবে না। এখন গ্রহাদিস্থানে দেখা যায়, পাত্রের কর্কটলগ্ন, লগ্নে শনি, ইহাতে পাত্রের স্বাস্থ্য ভাল হইবে না। দ্বাদশে মঙ্গল ও দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ থাকায় স্ত্রীনাশক যোগ সূচিত হইতেছে। কন্যার সিংহলগ্ন, লগ্নে রাহু থাকায় স্বভাব ভাল হইলেও দূষিত রক্তজ পীড়ায় কষ্ট পাইবে। ইহার ভৌম-দোষ না থাকায় বরের দোষ খণ্ডিত হয় না। এই জন্য এই কন্যার বিবাহে কন্যারই

মৃত্যুযোগ সূচিত হয়। ভাগ্যপতি ও কর্ম্মপতি উভয়ের সামঞ্জস্য নাই। পাত্রের সপ্তমাধিপতি শনির তুঙ্গস্থানে তুলায় ও স্বগৃহে মকর ও কুম্ভে কন্যার জন্মলগ্ন না হওয়ায় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ পাওয়া যায় না, তবে মেষে চন্দ্র থাকায় আংশিক যোগ আছে। কন্যার সপ্তমাধিপতি শনির তুঙ্গস্থানে চন্দ্র থাকায় ঐ যোগ দেখা যায়। সুতরাং, লগ্নদ্বারা যোগ না হইলেও চন্দ্রের দ্বারা উভয়ের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পতি-পত্নীর সম্বন্ধ-যোগ দেখা যাইতেছে, তবে এই পাত্রের স্ত্রী, বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই মারা যাইবে। কিন্তু কন্যার অষ্টমাধিপতি অষ্টমস্থ হওয়ায় অল্পায়ু হওয়ার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং, এই কোষ্ঠীদ্বয়ের গ্রহের স্ফুট ও বল বিচার করিয়া যদি দোষ নষ্ট হয় (বরের মঙ্গল-দোষ না থাকে) তাহা হইলে বিবাহ হইতে পারে।

৬ নং

৬নং উদাহরণে নবমপঞ্চম মিলন হইয়াছে। শাস্ত্রে অরি-নবম-পঞ্চম উল্লেখ না থাকিলেও "পুংসে গৃহাৎ সুতগৃহে সুতহা চ কন্যা" ইত্যাদি বচনানুসারে আমরা অরিনবমপঞ্চম উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে অষ্টকূট-বিচারে শুভাধিক্যহেতু এবং ৩৬ গুণ মধ্যে ২৬ গুণ প্রাপ্ত হওয়ায়, বৈশ্যরাশি একগণ ও নাড়ীশুদ্ধি থাকায় বিশেষ শুভ। বর হইতে কন্যা পঞ্চমে থাকিয়া পুত্রনাশিনী যোগ হইলেও তাৎকালিক বিচারে শুভ; সমমিত্রতা ও কন্যাধিপতিদ্বয়ের সমতা থাকায় অশুভ হইবে না। কন্যার স্বামীস্থানে মঙ্গল বা অন্য কোন পাপগ্রহ বা রাশির সপ্তমে পাপগ্রহ না থাকায় বৈধব্যযোগও হইবে না। বরেরও ভৌমাদি বা পত্নীনাশক যোগ না থাকা

হেতু শুভ। সুতরাং, বিবাহে পরস্পরের প্রীতি হইবে। বিশেষতঃ বরের সপ্তমপতি বুধের উচ্চ বা নীচস্থানে পাত্রীর লগ্ন বা চন্দ্র না থাকায় এই পাত্রীর সহিত এই পাত্রের পত্নী-সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। কন্যারও সপ্তমপতি চন্দ্রের উচ্চস্থান বা নীচস্থান বা ক্ষেত্রে পাত্রের লগ্ন বা চন্দ্র না থাকায় এই বরের সহিত এই কন্যার স্বামী সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বজন্মকৃত পতি-পত্নী সম্বন্ধ বা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ না থাকায় এই বিবাহ হইবে কি না সন্দেহ। তবে দুই একটি স্থলে লগ্নের বা জন্ম-সময়ের নিশ্চয়তা না থাকায় উক্ত প্রজাপতি সম্বন্ধটি মিলে না। যাহা হউক, যদি ইহাদের বিবাহ হয়, তবে পরস্পর সুখী হইবে। কারণ উভয়ের ভাগ্যপতি দশমে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রে থাকিয়া গ্রহসংযোগ একরূপই হইয়াছে।

৭ নং

৭নং উদাহরণে মিত্রনবমপঞ্চম মিলন হইয়াছে। ইহাতে অষ্টকুট-বিচারে শুভাধিক্য হওয়ায় শুভ এবং একবর্ণ, বশ্যরাশি, তারাশুদ্ধি গ্রহমৈত্রী, একগণ ও পুরুষ হইতে কন্যা নবমস্থানে থাকায় কন্যা ভাগ্যবতী, পতিপ্রিয়া ও পুত্রবতী হইবে। এই জন্য মিলনফল খুব উত্তম; বিশেষতঃ ৩৬ গুণ মধ্যে ২৪ গুণ হওয়ায় ফল শুভ। উভয়ের ধন-পতি ও সপ্তমপতি কেন্দ্র কোণে থাকায় ধনভাগ্য এবং স্ত্রী ও স্বামীভাগ্য বিশেষ শুভদায়ক। এই জন্য মিলনফল ভালই হইয়াছে। এই বিবাহে পরস্পর বেশ সুখ ও শান্তিতে কাল কাটাইবে। অষ্টমস্থান বিচারে বরের লগ্নের সপ্তমে রাহু, রবি ও অষ্টমে মঙ্গল থাকায় স্ত্রীনাশক যোগ প্রবলই রহিয়াছে; কিন্তু কন্যার লগ্নের

সপ্তমে পাপগ্রহ না থাকিলেও চতুর্থে মঙ্গল থাকায় স্বামীনাশক দোষ রহিয়াছে। সুতরাং "ভৌম তুল্যো যদা ভৌম" ইত্যাদি বচনানুসারে উভয়ের ভৌমদোষ থাকায় কোনপক্ষেই দোষ হইবে না, বিশেষতঃ কন্যার পঞ্চমে বৃহস্পতি থাকায় "বাচস্পতৌ নবম পঞ্চম কণ্টকস্থে জাতাঙ্গনা ভবতি পূর্ণবিভূতিযুক্তা" ইত্যাদি বচনবশতঃ অশুভ যোগের হানি করিয়া পতি-সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে যদি মঙ্গলজনিত দোষ নষ্ট হয়, তবে বরের স্ত্রীনাশক দোষ থাকিয়া যায়। কিন্তু বরের সপ্তমে রাহু থাকায় "......নগে রাহু . " ইত্যাদি বচন বশতঃ অষ্টমস্থানস্থিত মঙ্গল দোষকারক হইবে না। সুতরাং, কোন দিকেই দোষ থাকে না।

এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। বরের সপ্তমাধিপতি শুক্রের উচ্চস্থান মীন ও নীচস্থান কন্যা বা শুক্রের স্বগৃহ তুলা ও বৃষে—এই কয়টি রাশির মধ্যে যে কোন স্থানে কন্যার লগ্ন বা চন্দ্র যদি থাকে, তবে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ জানিবে। তদনুসারে দেখা যাইতেছে, কন্যার লগ্ন তুলা; সুতরাং কন্যার পতি-সম্বন্ধ পাওয়া যায়। কন্যার সপ্তমাধিপতি মঙ্গল, তাহার উচ্চস্থান মকর ও নীচস্থান কর্কট এবং স্বগৃহ মেষ ও বৃশ্চিক, ইহাদের মধ্যে বরের লগ্ন মেষে রহিয়াছে; সুতরাং পত্নী-সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্য বুঝা যায় যে, এই বর-কন্যার বিবাহ নিশ্চিত হইবে। কারণ, এইরূপ যোগে ইহাদের পূর্ব্বজন্মের পতি-পত্নী সম্বন্ধও রহিয়াছে। সুতরাং, নির্ব্বিবাদে এই যোটকে বিবাহ হইতে পারে।

৮ নং

৮নং উদাহরণে মিত্রদ্বিদ্বাদশ মিলন হইয়াছে। অষ্টকূট বিচারে প্রায় সমস্তই শুভ। কেবল তারা ও যোনি মধ্যম। ৩৬ গুণ

মধ্যে ৩২॥০ গুণ হওয়ায় বিশেষ শুভ। বিশেষতঃ, উভয়ের রাশির অধিপতি গ্রহমিত্র ও বৈশ্যরাশি প্রভৃতি হওয়ায় এই বিবাহে পরস্পর পরম প্রীতিলাভ করিবে। ভৌমদোষ বিচার—বরের লগ্নের সপ্তমে বুধযুক্ত রাহু এবং অষ্টমে মঙ্গল স্বক্ষেত্রে থাকায় স্ত্রীনাশকযোগ সূচিত হইতেছে; স্বক্ষেত্রে মঙ্গল থাকায় আংশিক দোষ বশতঃ অধিক বয়সে স্ত্রীনাশ হইবে বুঝা যায়। কিন্তু কন্যার সপ্তম-অষ্টম স্থানে কোন পাপগ্রহ না থাকায় কোন দোষ হয় নাই; তবে চন্দ্রের সপ্তমে রবি শুক্রযুক্ত থাকায় আংশিক দোষ হইলেও বিশেষ অনিষ্টকর নহে। ইহাতে উভয়ের দোষ সমান না হওয়ায় খণ্ডন হয় নাই; বরের স্ত্রীনাশযোগ থাকিয়া যায়। কিন্তু "নগে রাহু" ইত্যাদি বচনানুসারে সপ্তমে রাহু থাকায় বরের অষ্টম স্থানে স্থিত মঙ্গল দোষকারক হইবে না; এই জন্য পত্নীনাশযোগ নাই; অতএব বিবাহ হইতে পারে।

৯ নং

৯ নং উদাহরণে অরিদ্বিদ্বাদশ মিলন হইয়াছে। অষ্টকূট-বিচারে প্রায় শুভ হইলেও মধ্যমযোগ হইয়াছে। বিশেষতঃ রাশি ও বর্ণ অশুভ। ৩৬ গুণ মধ্যে ২৪ গুণ হওয়ায় মধ্যম। কন্যার সপ্তম স্থানে অশুভ গ্রহ না থাকিলেও বর্ণশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি দোষ রহিয়াছে। বরের সপ্তমে মঙ্গল থাকায় পত্নীনাশক যোগ। কন্যারও সপ্তমে পাপগ্রহ না থাকিলেও অষ্টমে ও দ্বাদশে পাপগ্রহ এবং রাশির দ্বাদশে মঙ্গল থাকায় বৈধব্যযোগ, ইহাতে বিশেষ দোষ না হইলেও যোগ ভাল নহে, মধ্যম। "দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কন্যা" এই বচনানুসারে কন্যার বিশেষ দোষ না থাকিলেও অন্যান্য যোগ শুভ না হওয়ায় এই মিলন শুভ নহে। সুতরাং, বিবাহ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে,

বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্ম মিলনাদিরও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না হওয়ায় আরও অশুভ। বরের সপ্তম স্থান বৃশ্চিক, তাহাতে মঙ্গল রহিয়াছে; কিন্তু মঙ্গলের উচ্চ স্থান মকর বা নীচস্থান কর্কট—ইহার কোনও স্থানে মঙ্গল নাই। অথবা সপ্তমাধিপতির ক্ষেত্র মেষ ও বৃশ্চিক, তাহাতেও লগ্ন বা রাশি হয় নাই। দ্বিতীয়ে চন্দ্র থাকায় আংশিক পত্নীযোগ দেখা যায়। কন্যার সপ্তমাধিপতি মঙ্গল মিথুনে থাকায় ও স্বামীর মিথুন রাশি হওয়ায় অশুভ এবং সপ্তমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ বা নীচস্থানে নাই, এই জন্য স্বামীযোগ না হওয়ায় বিবাহ শুভপ্রদ নহে। বিশেষতঃ স্বামীর ভৌমদোষ না থাকায় এবং কন্যার বৈধব্যযোগ থাকায় এই বিবাহমিলন হইতে পারে না। সুতরাং বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

১০ নং

১০ নং উদাহরণে পাত্র ও পাত্রীর যোটক-বিচারে অষ্টকূট-বিচারের গুণাধিক্য না হইলেও সমগুণ বশতঃ এবং বশ্যরাশি, একগণ তাৎকালীক রাশ্যধিপতিদ্বয়ের মিত্রতা থাকায় মিলন মধ্যম। এরূপ যোগে বিবাহে বিশেষ দোষ হইবে না। পাত্রের লগ্নের সপ্তমে শুভাশুভ গ্রহ হেতু পত্নী বিয়োগের সম্ভাবনা নাই, তবে পত্নীর পীড়া জন্য অশান্তি ভোগ হইতে পারে। পাত্রীর লগ্নের সপ্তমে বা অষ্টমে পাপগ্রহ না থাকায় বৈধব্যযোগ নাই। বিশেষতঃ স্বামীকারক বুধ চতুর্থে কেন্দ্রে থাকায় স্বামী-সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবে। লগ্নস্থ বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে কেন্দ্রে থাকায় "বাচস্পতৌ নবম পঞ্চম কণ্টকস্থে জ তাঙ্গনা ভবতি পূর্ণ বিভূতিযুক্তা" ইত্যাদি বচন বশতঃ পতিসৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া সুখলাভ করিবে। কন্যার ভাগ্যপতি কেন্দ্রে, পাত্রেরও ভাগ্যপতি কেন্দ্রে তুঙ্গে

থাকায় পরস্পরের ভাগ্যযোগ বেশ ভাল, এই জন্ত বিবাহে ফল উত্তমই হইবে।

১১ নং

১১ নং উদাহরণে পাত্র ও পাত্রীর রাশি নক্ষত্র হিসাবে অষ্টকূট বিচারে শুভাধিক্য হইয়াছে। কিন্তু অরিষড়ষ্টকমিলন বশতঃ বিবাহিত জীবন ঘোর দুঃখময় হইবে। এই জন্ত মুনি ঋষিগণ এইরূপ যোটক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাত্রের লগ্নাপেক্ষা সপ্তমে মঙ্গল থাকায় স্ত্রীনাশক যোগ, কন্যারও সপ্তমে মঙ্গল রহিয়াছে বলিয়া বৈধব্যযোগ, সুতরাং "ভৌমতুল্যো যদা ভৌমঃ" ইত্যাদি বচন অনুসারে পরস্পরের দোষ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পাত্রীর অষ্টমে রাহু থাকায় অধিক বৈধব্যদোষ এবং চন্দ্রের সপ্তমে শুক্র, ও শুক্রের সপ্তমে চন্দ্র থাকিয়া পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ। এই জন্ত কন্যার চরিত্রহানির সম্ভাবনা; কেন না তৃতীয় ও ষষ্ঠপতি বৃহস্পতি কেন্দ্রে তুঙ্গস্থানে থাকিলেও শনিযুক্ত হওয়ায় অশুভকারক। এই জন্য বিবাহ হওয়া উচিত নহে। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, যদিও ভৌমবর্ত্তী দোষ প্রবল নহে, তথাপি অরিষড়ষ্টকাদি যোগে ও ভাগ্য-পত্রাদি বিষয়ে বিশেষ শুভযোগ না থাকায় বিবাহের ভাবী ফল অশুভই হইবে। কেন না, কেবল যোটক ভাল হইলে অথবা কন্যার বা বরের পতি বা পত্নীহানি যোগ না থাকিলেই যথেষ্ট হইল না, অন্যান্য যোগাযোগ জন্যও অনেক স্থলে উত্তম রাজযোটকাদি মিলনেও স্ত্রীপুরুষে বিবাহের পর বিশেষ কষ্ট ও অপ্রীতি জন্য অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। এই জন্য যোটক-বিচারের সঙ্গে ভৌমদোষ দেখা যেমন আবশ্যক ভাগ্যাদি বিচারও সেইরূপ কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বজন্মকৃত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধনির্ণয়

বিবাহ বিষয়টিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অবিচ্ছিন্ন ভাব। সুতরাং, মানুষের ইচ্ছানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা শাস্ত্রপ্রমাণে দেখা যায়।

দেহান্তেও পতি-পত্নীর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকে, এই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ হিন্দু মহিলাগণ মান্য করিয়া থাকেন। পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টি রক্ষার্থ দুষ্টের দমন, ও শিষ্টের পালন, ভক্ত সাধকের কল্যাণ, বা কোনও বিশেষ কারণে দেবগণ যখন মর্ত্ত্যে আসিয়া দেহধারণ করিতেন তখন দেবপত্নীগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ধরায় আগমন করতঃ ধর্ম্মপত্নীরূপে তাঁহাদের সহায় হইতেন। এই দেবলীলা প্রসঙ্গে দেবীগণ কষ্টভোগ করিলেও জন্মান্তরেও ঐ পতিই কামনা করিতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠে এইরূপ প্রভূত দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়া থাকি। রাম অবতারে সীতারূপে স্বয়ং কমলা বনে, রক্ষালয়ে ও অযোধ্যায় নিদারুণ কষ্ট পাইয়াও জন্মজন্মান্তরে রামকে স্বামীরূপে পাইবার কামনাই করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত দৃষ্টান্ত দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই। দৈনন্দিন জীবনে সংসারে দেখা যায়, কুমারীগণ ব্রত-পূজাদির সময় মনোমত স্বামী প্রার্থনা করেন। পরে তাহারাই বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্তৃক নির্য্যাতিতা হইলেও পরজন্মে সেই স্বামীই কামনা করিয়া থাকেন। জন্মান্তরীয় সম্বন্ধ না হইলে লোকশিক্ষা বা মৌখিক ব্যবহারে এতাদৃশ ভাব মনে স্থান পাওয়া সম্ভব নহে।

এই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,

তথাচ মনু—

দেবদত্তাং পতি র্ভার্য্যাং
বিন্দেত্ত নেচ্ছয়াত্মনঃ।

মনুসংহিতায় বলিয়াছেন, গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গুরুর আদেশে দেবতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাকে 'ভার্য্যা' বলা যায় না, কারণ বিবাহিতা স্ত্রীকেই ভার্য্যা বলিয়া থাকে। সুতরাং, বিবাহের পূর্ব্বে মনু-কথিত 'ভার্য্যা' শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহাকে বিবাহ করা হইবে, সেই কন্যা পূর্ব্বজন্মে বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। আবার এই জন্মে তাহাকেই স্ত্রীরূপে লাভ করিবে বলিয়া ভার্য্যা বলা হইল। কারণ আরও শাস্ত্রে আছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইলেও এই স্থলে পুনরুল্লেখ করিলাম।

তথাচ সারদীয়ে—

যোটকোঽতো দ্বয়োরত্র হৃদয়স্য পরস্পরম্।
মেলনং ছিন্ন ভাবেন সম্বন্ধ রহিতোঽন্যতঃ॥

যোটক শব্দের অর্থই অন্যের সহিত সম্বন্ধরহিত হৃদয়ের পরস্পর মিলন, যে মিলন জন্মজন্মান্তরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। বিবাহের মন্ত্রে রহিয়াছে,—স্বামী পত্নীকে বলে তুমি আমার নিকট দেবতাদের আদেশে আসিয়া সংসার কার্য্য সম্পাদন করিয়া পতিলোকে গমন করিবে। পরে দেবভোগ্যা হইয়া আমার নিকট আসিবে।

তথাচ—

সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে-
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাম্

দেহ ত্যাগের পর পতিলোক অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া চন্দ্রের নিকট থাকিবে, কিছুদিন পরে জন্ম হইবার সময় চন্দ্র গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন (অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে গন্ধর্ব্বলোকে, তথা হইতে অগ্নিলোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তারপর অগ্নিই পুত্র ও অর্থের সহিত কন্যাকে পুরুষের হাতে সমর্পণ করে। সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে পতি-পত্নী সম্বন্ধ যে জন্ম-জন্মান্তরেও ঠিক থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে যাহারা বিবাহ করে না, তাহাদের কি পূর্ব্বজন্মে স্ত্রী ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলিতে হইবে। যেমন ভীষ্ম। স্ত্রী-সংযোগের সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, যাহারা বিবাহ করে না, তাহাদের কৃত্রিম স্ত্রী থাকে। যাঁহাদের থাকে না, তাঁহাদের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত সাধনা করিয়াছেন। তজ্জন্য স্বামী জন্মগ্রহণ করিলেও স্ত্রীর একাগ্র সাধনায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এখন পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ কি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ বা বিধাতার নির্ব্বন্ধযোগ

অনেক স্থলে দেখা যায়, মিলন বেশ ভালই হইয়াছে, কোনরূপ দোষ নাই। বিবাহের কথাবার্ত্তা সবই ঠিক অথচ সামান্য কারণে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে তখন বলা হয়, ইহা বিধাতার নির্ব্বন্ধ তাই হইল না। আবার এক স্থলে দেখা যায়, বিবাহ করিতে বর আসিয়াছে, বিবাহ আসনে বসিয়া কোন কারণে বর উঠিয়া গেল, অন্য বর হয়ত খাইয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে তুলিয়া আনিয়া ঐ কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইল—ইহার অর্থ কি ? তখনই বুঝিতে হইবে মানুষের ইচ্ছায় বিবাহাদি হইতে পারে না। যাহার সহিত সেই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ বিধাতা ঠিক করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে হইবেই হইবে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কন্যার বিবাহ কোথাও স্থির হইয়াছে, বিবাহের দুইদিন কি তিনদিন পূর্ব্বে অশৌচ হইয়া বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। পরে অপর একটি বরের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বা পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধই বিবাহের মূল কারণ।

সম্বন্ধ বিচার

পুরুষের জন্মলগ্নের সপ্তম স্থান স্ত্রীর স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। অর্থাৎ পুরুষের সপ্তমস্থানে লগ্ন ধরিয়া বিচার করিলে স্বামীর ফল পাওয়া যায়। কারণ, সপ্তমস্থান হইতে পুরুষের কামনা মূলক কার্য্য ও স্ত্রীর সৌভাগ্যাদি বিচার করিবার আদেশ আছে; এবং "স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন" এইরূপ একটি জনশ্রুতিও আছে। সেইরূপ স্ত্রীরও জন্মলগ্নের সপ্তমস্থান স্বামিস্থান বা স্বামীর

লগ্ন ধরা যায়। সুতরাং, উভয়ের সপ্তমাধিপতি দ্বারা পতি-পত্নী সম্বন্ধ আছে কি না, ইহার বিচার করিয়া যদি যোটক বিচার করতঃ বিবাহ স্থির করা যায়, তাহা হইলে সাধারণকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ও অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

দারাধিপ স্থিত ক্ষেত্রং দারা জন্মর্ক্ষকং বিদুঃ।
তস্যোচ্চ নীচ রাশৌ বা কেচিদিচ্ছন্তি তদ্বিদঃ॥

বরের বা কন্যার সপ্তমাধিপ যে গৃহে বর্ত্তমান, যদি সেই গৃহে বর ও কন্যার জন্মরাশি বা লগ্ন হয়, তাহা হইলে পতি-পত্নী সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে হইবে। অথবা সপ্তমাধিপতি গ্রহের উচ্চ বা নীচস্থান পতি বা পত্নীর জন্মরাশি হইবে।

অন্যচ্চ সারদীয়ে—

সপ্তমেশ গৃহে বাস্যাদেষাং ধনব্যয়ে যদি।
জন্মর্ক্ষমথবা লগ্নং সম্বন্ধো ধ্রুবনিশ্চয়ঃ।

অন্যত্র সপ্তমাধিপতির যে গৃহ, তাহাতে অথবা সপ্তমাধিপতিস্থিত ক্ষেত্র সপ্তমাধিপতির উচ্চ বা নীচস্থান অথবা ইহাদের পূর্ব্বরাশি বা পররাশি যদি কন্যা বা বরের রাশি লগ্ন হয়, তবেই ইহাদের পূর্ব্বজন্ম-প্রজাপতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বিবাহ যে নিশ্চিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এর মধ্যে প্রথম মতটি শ্রেষ্ঠ। যদি ঐ মতে না মিলে, তাহা হইলে মিল, ও গ্রহাদির স্থিতিযোগ প্রায়ই এক হইয়াছে দেখিয়া অথবা দ্বিতীয় মত দ্বারা ও পতিপত্নী সম্বন্ধ হইলে বিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইহার উদাহরণ এই গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

বিবাহ প্রজাপতির অব্যর্থ সম্বন্ধ

যোগের উদাহরণ (১)

পাত্র—শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্রী—শ্রীমতী সুশীলা দেবী

(কলিকাতা)

এই পাত্রের সহিত পাত্রীর রাজযোটক মিলন ও নবম-দশমাধিপতির শুভযোগ জন্ম ভাগ্যযোগ ভাল থাকায় নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইতে পারে ব্যবস্থা হইল ; কিন্তু এই বিবাহ হইবে কি না স্থির সিদ্ধান্ত না হইলে, আর্থিক ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইবে। এই জন্য প্রজাপতির নিশ্চিত সম্বন্ধ বিচার আবশ্যক, তাহা প্রায় জ্যোতিষীরাই জানেন না বা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। এই জন্য সর্ব্বসাধারণের পরিশ্রম লাঘবার্থ আমি এই পুস্তকে উহা দিয়াছি। সেই মতে দেখা যায় "দারাধিপতিস্থ ক্ষেত্রং দারাজর্ম্মক্ষকং বিহঃ। তস্তোচ্চ নীচরাশৌ বা কেচিদিত্তি তদ্বিধঃ"। এই বচনানুসারে স্বামীর সপ্তম স্থান স্ত্রীর জন্মলগ্ন ও স্ত্রীর সপ্তমস্থান স্বামীর লগ্ন। সুতরাং, সপ্তমাধিপতি গ্রহের উচ্চ বা নীচরাশি অথবা তাহার স্বক্ষেত্রে এই কয়েকটি রাশির মধ্যে যদি উভয়ের লগ্ন হয়,

তবে বিবাহ নিশ্চিত। এই উদাহরণে পাত্রের ধনুলগ্নের সপ্তম পতি বুধ, তাহার উচ্চস্থান কন্যা, নীচস্থান মীন; স্বক্ষেত্র কন্যা ও মিথুন, পাত্রীর জন্মলগ্ন কন্যা; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত রাশির মধ্যে কন্যার লগ্ন পড়িয়াছে। আবার কন্যার জন্মলগ্নের সপ্তমস্থান মীন, তাহার অধিপতি বৃহস্পতি, উহার উচ্চস্থান কর্কট, নীচস্থান মকর এবং স্বক্ষেত্র ধনু ও মীন। অতএব দেখা যায় পাত্রের ধনুলগ্ন হেতু উক্ত কয়টি রাশির মধ্যেই পাত্রের জন্মলগ্ন আছে; অতএব এইরূপ যোগে উভয়ের জন্মান্তর সম্বন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া বিবাহের নিশ্চয়তা দেওয়া গেল। ৺বিধাতার ইচ্ছায় অন্য পাত্রার সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াও এই পাত্রীর সহিত বিবাহ হইল, এবং ভৌমবদত্তী দোষাদি না থাকায় পুত্রাদি লাভ করিয়া বেশ সুখে কাল কাটাইতেছে।

উদাহরণ (২)

পাত্র—শ্রীগোপীনাথ মল্লিক

শকাঃ ১৮২৮।৪।১৬।৩৫।৩৯

পাত্রী—শ্রীমতী রাধারাণী দাসী

শকাঃ ১৮৪১।৬।১।৪১।১২

কলিকাতা

এই পাত্রের সহিত পাত্রীর বিষমসপ্তম মিলন হইলেও রাশির মিত্রতা থাকায়, মিলন করা হইয়াছে। কারণ একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারা কেবল কোষ্ঠী থাকিলেও নামে নামে মিল করিয়া কোষ্ঠী নিয়া ঠাকুরের নিকটে রাখে। ইহারা তাই। যাহা হৌক প্রজাপতির সম্বন্ধ থাকায় মিলন শুভ না হইলেও বিবাহ হইয়াছে, অবশ্য এজন্য দুঃখ কষ্টও অনেক ভোগ করিতেছে। পাত্রের মীনলগ্নের সপ্তমস্থান কন্যা, তাহার অধিপতি বুধ, সুতরাং বুধের উচ্চস্থান কন্যা, স্বগৃহ মিথুন ও কন্যা, পাত্রীর লগ্ন মিথুন, আর পাত্রীর লগ্ন মিথুনের সপ্তমস্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, উক্ত বৃহস্পতির উচ্চস্থান কর্কট, স্বগৃহ মীন ও ধনু, সুতরাং পাত্রের লগ্ন মীন: এই জন্য উভয়ের প্রজাপতির নিরতিশয় নির্ব্বন্ধযোগ থাকায় বিষমসপ্তমমিলনেও বিবাহ হইয়াছে।

উদাহরণ (৩)

পাত্র—শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বসু পাত্রী—শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী

শকাঃ ১৮১৫।৯।২।১৯।১৬ শকাঃ ১৮৩০।২।২৩।৫০।৫৪

(হুগলী)

এই পাত্রের লগ্ন বৃষ, তাহার সপ্তমপতি মঙ্গল, মঙ্গলের উচ্চস্থান মকর, ও স্বগৃহ বৃশ্চিক ও মেষ। দেখা যায়, পাত্রীর লগ্ন মেষ এবং পাত্রীর লগ্ন মেষের সপ্তমাধিপতি শুক্রের স্বক্ষেত্র বৃষ পাত্রের লগ্ন। সুতরাং প্রজাপতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিষমসপ্তমমিলনেও বিবাহ হইয়াছে। রাশ্যধিপতি দ্বারাও মেষের সপ্তমে কন্যার চন্দ্র, তুলার সপ্তমে পাত্রের চন্দ্র থাকায় পূর্ব্বজন্মের পতিপত্নী সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে।

উদাহরণ (৪)

পাত্র—শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পাত্রী—শ্রীমতী প্রিয়বালা মুখোপাধ্যায়

পাত্রের কর্কট লগ্নের সপ্তমস্থান মকর, অধিপতি শনি, শনির উচ্চস্থান তুলা ও নীচস্থান মেষ এবং স্বক্ষেত্র মকর ও কুম্ভ, সুতরাং কন্যার জন্মলগ্ন ও রাশি দুইই তুলা, আর পাত্রীর জন্মলগ্ন তুলার সপ্তমস্থান মেষ, ইহার অধিপতি মঙ্গলের উচ্চস্থান মকর ও নীচস্থান কর্কট এবং

অতএব পাত্রের কর্কটলগ্ন ও কর্কটরাশি হেতু উভয়ের বিধাতার নির্ব্বন্ধযোগ বা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জন্য উভয়ের মিলন হইয়াছে।

উদাহরণ (৫)

পাত্র — শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্রহালদার

পাত্রী — শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী

উভয়ের মধ্যে দেখা যায়—পাত্রের তুলালগ্ন, সপ্তমপতি মঙ্গল, ইহার উচ্চস্থান মকর ; কন্যার লগ্ন মকর, ইহার সপ্তমপতি চন্দ্র তাহার উচ্চস্থান বৃষ, নীচস্থান বৃশ্চিক। পাত্রের বৃশ্চিক রাশি, সুতরাং উভয়ের লগ্নের সহিত পরস্পর মিল না হইলেও চন্দ্র বা লগ্ন এই উভয়ের মধ্যে যেইটিই হয় তাহাতেও প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ রহিয়াছেই ; এ জন্য উভয়েই বিবাহিত হইয়া পরস্পর সুখেই কাল কাটাইতেছেন।

বৈধব্যযোগের উদাহরণ (১)

পাত্র — শ্রীভূষণচন্দ্র ব্যানার্জ্জি

পাত্রী — শ্রীমতী কমলাবালা দেবী

ইহাদের রাজযোটক হওয়ায় এবং উভয়ের সপ্তম পতির ক্ষেত্র পরস্পরের জন্মলগ্ন হেতু ও প্রজাপতির সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু কন্যার লগ্নের সপ্তমস্থানে মঙ্গল ও অষ্টমে রাহু এবং চন্দ্রের চতুর্থে মঙ্গল থাকায় বৈধব্যযোগ করাইয়াছে; এই স্থলে দেখা যায়, কন্যার পঞ্চমে বৃহস্পতি থাকায় সপ্তমস্থ অষ্টমস্থ পাপগ্রহ জনিত বৈধব্যযোগ নষ্ট হইল না; কারণ "বাচস্পতৌ নবম" ইত্যাদি বচনে একটি মাত্র পাপগ্রহের দোষ নষ্ট করিতে পারে। চন্দ্র ও লগ্ন উভয়েরই মঙ্গল বিরুদ্ধ, কিন্তু মঙ্গল স্বক্ষেত্রে থাকায় পূর্ণ অকাল বৈধব্য হয় নাই। ১৮ বৎসর বয়সে একটিমাত্র সন্তান প্রসবের পর বিধবা হইয়াছেন।

উদাহরণ (২)

পাত্র	পাত্রী
শ্রীভোলানাথ ঘোষ	শ্রীসুশীলা ঘোষ

উভয়ের রাজযোটক মিলন হেতু ও প্রজাপতির সম্বন্ধ থাকায় বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের শত্রুতা সম্বন্ধ থাকায় ইহারা স্বামী-স্ত্রীতে সুখী হইল না; কারণ কন্যার লগ্ন ও চন্দ্রের উভয়েরই সপ্তম ও অষ্টম স্থানে প্রবল পাপগ্রহ থাকায় কন্যা বিবাহের ৬ মাস মধ্যেই বিধবা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ পাত্রীর বৈধব্য দোষ এবং তাহাতে পাত্রের আয়ুঃকারক গ্রহ নীচস্থ হওয়ায় অল্পায়ু ও চরিত্রহানি যোগে আয়ুর হ্রাস হইয়াছে।

উদাহরণ (৩)

পাত্র

শ্রীসাধনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লং ম		র বু শু
কে		চ রা
		বৃ শ

পাত্রী

শ্রীবিমলা দেবী

রা	চ	
ম		লং
শ	বৃ	কে র বু শু

ইহাদেরও রাজযোটক মিলন হেতু, প্রজাপতির সম্বন্ধ থাকায় এবং সাধারণ জ্যোতির্বিদ্‌ ব্যবস্থামতে পাত্রের সপ্তমে শনি থাকায় পাত্রীর সপ্তম ও অষ্টম স্থানস্থ পাপ জনিত দোষ "পাপো বা সদৃশো ভবেঃ" ইত্যাদি প্রমাণে খণ্ডন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন অথবা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যোগ ও পূর্ব্বজন্মের শত্রু সম্বন্ধ থাকায় অবশ্যই বিবাহ হইয়াছে কিন্তু পুরুষের সমান মঙ্গল না হইলে সদৃশ অর্থাৎ সমান পাপে মঙ্গল দোষ নষ্ট হয় না তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই জন্যই কন্যার বিবাহের ৮ মাস মধ্যে বৈধব্য যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্ত্রীনাশক যোগের উদাহরণ (১)

পাত্র — শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

পাত্রী — শ্রীমতী পরীবালা দেবী

উভয়ের রাজযোটক মিলন ও প্রজাপতির সম্বন্ধ থাকায় বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সুখী হইলেও ঐ সুখ স্থায়ী হয় নাই। এই স্থলে দেখা যায়—পাত্রীর লগ্নের চতুর্থে মঙ্গল থাকায় আংশিক বৈধব্যযোগের সূচনা করে; কিন্তু স্বক্ষেত্র জন্য বিশেষতঃ পঞ্চমে বৃহস্পতি জন্য উক্ত দোষ আপনা হইতেই নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পাত্রের অষ্টমে রাহু থাকায় ও শুক্র পাপগ্রহের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া স্ত্রীনাশক যোগ প্রবল করিয়াছে। উভয়ের দোষ কিছু কম-বেশী হইলেও স্ত্রীনাশই প্রবল রহিয়াছে। এই জন্য প্রায় ২৭ বর্ষ বয়সে কন্যা পুত্র রাখিয়া স্ত্রী মারা গিয়াছেন। ঐ পাপমধ্যগত শুক্রদ্বারা দ্বিপত্নীক যোগও সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

উদাহরণ (২)

পাত্র	পাত্রী
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মিত্র	শ্রীআশাময়ী দাসী

উভয়ের রাজযোটক মিলন হেতু শ্রেষ্ঠ যোটক মিলন হইয়াছে এবং পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ হেতু পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে দেখা যায়, পাত্রের সপ্তমে রাহু ও বুধ সুতরাং পাপ, এবং অষ্টমে রবি শুক্র শুভাশুভ ও চতুর্থে মঙ্গল থাকায় প্রবল স্ত্রী-হানি যোগ দেখা যায়। কিন্তু কন্যার সপ্তম বা অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ নাই এবং ভৌমদোষও নাই; এই জন্য বিবাহের অল্পদিন পরেই স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। এই স্থলে আমার বিশ্বাস, কন্যার সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র—দুইটিই প্রবল শুভগ্রহ থাকায় জ্যোতিষীর মত হইয়াছিল। অথবা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধতায় বিবাহ হইয়াছিল। নতুবা এইরূপ স্ত্রী বিয়োগের স্পষ্ট কারণেও বিবাহ হয় কেন ?

উদাহরণ (৩)

পাত্র — শ্রীহরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পাত্রী — শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী

উভয়ের রাজযোটক মিলন হেতু ও প্রজাপতির সম্বন্ধ থাকায় অবশ্যম্ভাবিত্ব নিয়ম বশতঃ বিবাহ হইয়াছে ; কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র মতে কেন্দ্রস্থ বৃহস্পতি জন্য "বাচস্পতৌ নবম পঞ্চম কেন্দ্র সংস্থে জাতাঙ্গনা ভবতি পূর্ণবিভূতিযুক্তা। সাধ্বী সুপুত্র জননী গুণিনী ধনাঢ্যা সপ্তাষ্টকে যদি ভবেদশুভগ্রহোঽপি" এই বচনানুসারে সপ্তম ও অষ্টম স্থানস্থ পাপজনিত দোষ নষ্ট হইয়াছে ; এই জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত অনভিজ্ঞ জ্যোতিষীর ব্যবস্থা। কারণ উক্ত কেন্দ্রী গুরুদ্বারা দোষ খণ্ডনে উ হইয়াছেন যে, যদি সপ্তম বা অষ্টম স্থানে একটি মাত্র পাপগ্রহ থাকে তবে দোষ নষ্ট হইবে। কেননা "গ্রহোঽপি" এস্থলে একবচনান্ত প্রয়োগ রহিয়াছে। সুতরাং বহু বা একের অধিক পাপগ্রহ থাকায় দোষ নষ্ট হইল না। বিশেষতঃ

কন্যার সপ্তমে মঙ্গল পাপগ্রহ যুক্ত কিন্তু পাত্রের তত্তুল্য অধিক দোষস্থ পাপ না থাকায় এ গ্রহ দোষ খণ্ডিত হয় নাই; এই জন্য একটি মাত্র পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছেন।

মন্তব্য :—আমরা বৈধব্যযোগ, স্ত্রী-নাশক ও প্রজাপতির সম্বন্ধ যোগ (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম-কৃত পতি-পত্নী সম্বন্ধ) ও যোটক মিলনের কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছি, ইহা যথার্থরূপে অনুসন্ধান করিয়া নিরূপণ করিয়াছি এবং শাস্ত্রপ্রমাণের সহিত সঠিক মিলাইয়া সাধারণের উপকারার্থ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। যোটক মিলনে কোনরূপ বিচারের অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে পাঠক আমাদের পুস্তকের প্রমাণ সহ মিলাইয়া লইবেন। রাজযোটক বিচারে এমন অনেক বচন পাওয়া গিয়াছে, যাহা সাধারণে জানেন না তাহা দ্বারাও অনেক ফল মিলাইয়া আমরা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত সমস্ত বিচার করিয়া এই সমস্ত উদাহরণ দিলাম। এইরূপ উদাহরণ মত কোন কোন কোষ্ঠীর মিলন বিচারে যদি ফলের অনৈক্য হয় অর্থাৎ না মিলে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কোষ্ঠী ঠিক নাই। এই জন্য বলিতেছি যে, অল্পবিস্তর কোষ্ঠীতে সমস্ত ফল নাও মিলিতে পারে। তজ্জন্য পাঠকগণের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় ও শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটাইবার জন্যই এত পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ সংকলন করিলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ফল মিলাইয়া সুখী হইবেন।

শিবমস্তু